মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৩

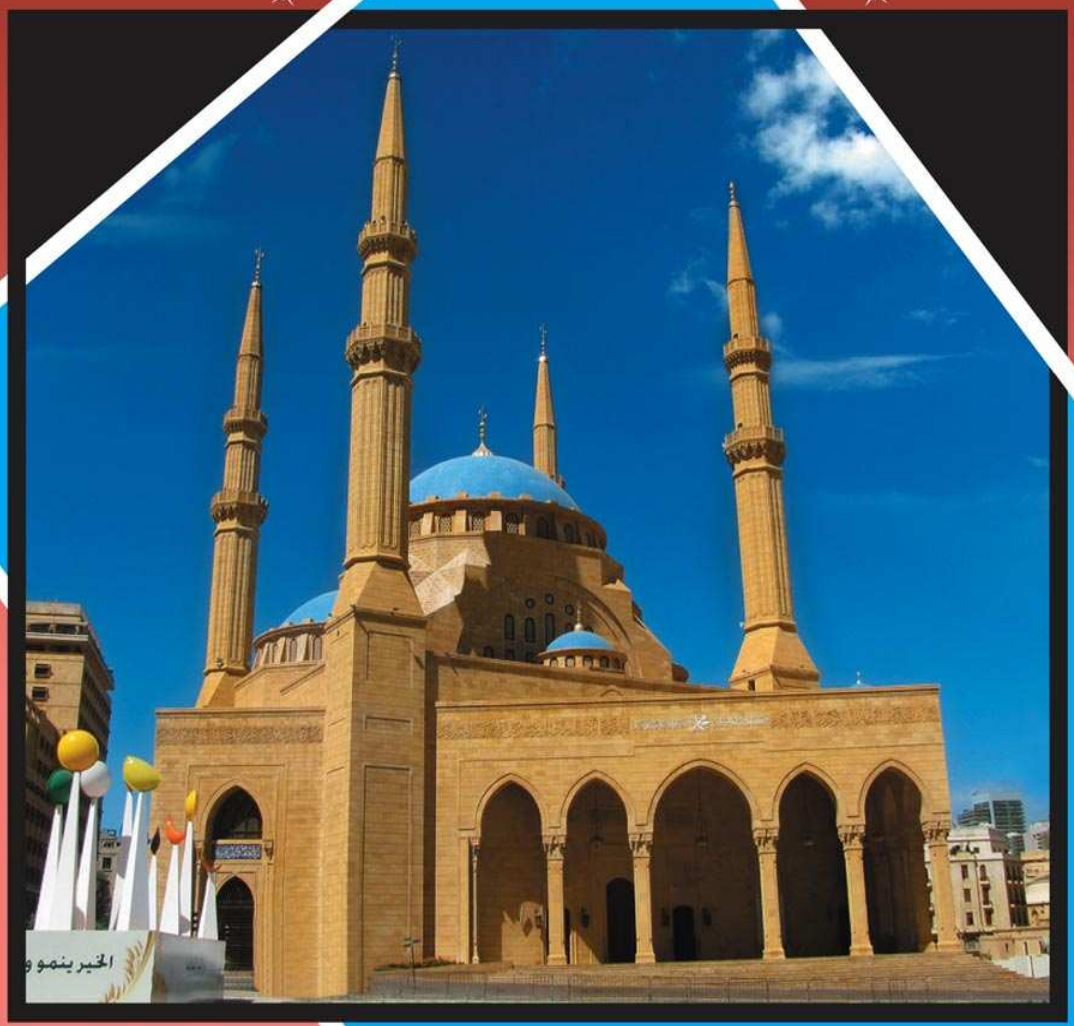

মাসিক
আত-তাহরীক

১৭তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ মুমিনের গুণাবলী
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ বিদ'আত ও তার পরিণতি ০৮
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(৭ম কিস্তি)* ১৫
-হাফেয আব্দুল মতীন
♦ সুন্নাত উপেক্ষার পরিণাম ১৮
-আবূ নাফিয লিলবার আল-বারাদী
♦ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা ২৫
-শেখ ইমরান ইবনু মুযযাম্মিল
♦ এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮
♦ কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৯
✡ **হক-এর পথে যত বাধা** ৩১
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৪
বিদ'আতের মাধ্যমে ছালাত শুরু
✡ **কবিতা :** ৩৫
♦ আল্লাহ প্রেমিক ইবরাহীম (আঃ)
♦ ঈদের খুশি
♦ সাত ভাগে নয় এক ভাগে
♦ এসো করি আন্দোলন
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৩৬
✡ **মহিলাদের পাতা** ৩৭
♦ আরাফাহ দিবস : গুরুত্ব ও ফযীলত
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯
✡ **মুসলিম জাহান** ৪১
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী দ্বন্দ্ব নিরসনে আমাদের প্রস্তাব

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় ৪২ বছর আমরা কথিত গণতন্ত্রের দেশে বসবাস করছি। গণতন্ত্রের অর্থ যদি কেবল ভোটাভুটি হয়, তবে সেটা ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলেও ছিল। যার যুলুম থেকে বাঁচার জন্য বহু রক্তের ও ইয্যতের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হ'ল। পাকিস্তানী গণতন্ত্র ছেড়ে আমরা বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা হাছিল করেছি। ফলাফল সকল যুগে সমান। বরং আরও অধঃপতন। সবচেয়ে বড় অধঃপতন হ'ল নৈতিকতার অধঃপতন। বৃটিশ ভারতের রাজনীতিকদের যতটুক নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ছিল, দেশ ভাগের পরে পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে তা অনেক হ্রাস পেল। অতঃপর বাংলাদেশী নেতাদের নৈতিকতা তলানিতে গিয়ে ঠেকল। এখন রাজনীতির উদ্দেশ্য হয়েছে কেবল ক্ষমতা দখল, প্রতিপক্ষ দমন ও দু'হাতে লুটপাট ও শোষণ।

দেশের ভৌগলিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপর ক্রমেই হুমকি বাড়ছে। সংবিধানে ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতির সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। আইন-আদালত-শিক্ষা ও প্রশাসন সর্বত্র দলীয় স্বৈরাচার স্পষ্ট। দেশের নেতৃত্ব সর্বদা দু'টি দলের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। একদলের যুলুমে অতিষ্ট হয়ে মানুষ আরেক দলকে ভোট দিচ্ছে। পরে তাদের যুলুমে অতিষ্ট হয়ে কোন পথ না পেয়ে পুনরায় পূর্বের দলটিকে ভোট দিচ্ছে। এভাবে সাধারণ মানুষ দু'দলের কাছে যিম্মী হয়ে পড়েছে। দু'দলই ভাবছে আমরাই দেশের ত্রাণকর্তা। অথচ তারা যে কেবল নেগেটিভ ভোটই পেয়ে থাকেন, সেটা তারা মানতে নারায। যুলুম-শোষণ ও নির্যাতনের দিক দিয়ে উভয় দল ও জোটের মধ্যে ঊনিশ ও বিশ-এর পার্থক্য মাত্র।

প্রশ্ন হ'ল, যুগ যুগ ধরে কি এভাবে দলীয় স্বেচ্ছাচার চলবে? ভোটের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাওয়ার অর্থ কি এটা নয় যে, নির্বাচিত সরকার নিরপেক্ষ নয়? অতএব যদি নব্বই দিনের জন্য নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার চাওয়া হয়, তাহ'লে পাঁচ বছরের জন্য সেটা চাইতে আপত্তি কোথায়? আর এখন তো স্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারই ভাল নির্বাচিত সরকারের চাইতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ জন উপদেষ্টা সুন্দরভাবে দেশ চালাতে সক্ষম হ'লে প্রায় সাড়ে তিনশ' দলীয় এমপি নির্বাচন করে হাতি পোষার কি দরকার? এমপিরা ভোটের সময় জনপ্রতিনিধি। ভোটের পর হয় জনবিচ্ছিন্ন ও

স্বার্থসর্বস্ব। এর জন্য তারা নিজেরা যতটা না দায়ী, তার চাইতে বেশী দায়ী হ'ল বর্তমান সিস্টেম। এই সিস্টেমে ঐ এমপি জনপ্রতিনিধি নন, বরং তিনি হয়ে পড়েন দলনেতার প্রতিনিধি। ফলে তাকে দল ও দলনেতার তোষণে জীবনপাত করতে হয়। বহু কিছুর বিনিময়ে তাকে প্রথমে মনোনয়নপত্র হাছিল করতে হয়। অতঃপর ভোটে জিতলেও নেতার মর্যি বিরোধী কোন কথা বা আচরণ প্রমাণিত হ'লেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার সংসদ সদস্যপদ বাতিল করা যায়। ফলে জাতীয় সংসদ মূলত 'জী হুযুর' সংসদে পরিণত হয় এবং সেটা সরকারী ও বিরোধী দলের দুই নেতার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেস্তি-খেউড়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়। লোভ বা ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করতে হয়। যাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদেরকে সশস্ত্র একদল গুণ্ডাবাহিনী পুষতে হয়। ফলে পুরা সমাজ এখন দলীয় সন্ত্রাসীতে ভরে গেছে। সম্মানী মানুষ প্রতিনিয়ত অসম্মানিত হচ্ছেন। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুম, খুন, অপহরণ অথবা মিথ্যা মামলায় পুলিশী রিম্যাণ্ডে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। অতঃপর বলা হচ্ছে হার্টফেল করে মারা গেছে। এছাড়াও নিরপরাধ লোকদের মিথ্যা মামলায় ধরে নিয়ে হাজতের নামে বছরের পর বছর কারা নির্যাতন করা হচ্ছে। হাযার হাযার পরিবার এভাবে সর্বদা নিঃস্ব ও ধ্বংস হচ্ছে। মেধা ও মননের কোন মূল্য গণতান্ত্রিক সমাজে নেই। বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সমাজকে পরস্পর হানাহানিতে পূর্ণ একটি শতধাবিভক্ত রাজনৈতিক কুটিল সমাজে পরিণত করেছে। এই ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন দেশের পরিণতি আরও করুণ হবে।

দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে গেলে এই অপরাজনীতি থেকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং নেতৃত্ব নির্বাচনের ইসলামী নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাই এ বিষয়ে **আমাদের প্রস্তাব হ'ল :**

অনতিবিলম্বে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করুন। কেউ প্রার্থী হবেন না, ভোট চাইবেন না, ক্যানভাস করবেন না। জনগণকে ছেড়ে দিন। তারা স্বাধীনভাবে তাদের নেতা নির্বাচন করুক। যিনি কমপক্ষে ৫৫% ভোট পাবেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। যারা নিজেরা ও অন্যান্য দক্ষ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে দেশ চালাবেন। এছাড়াও নেতা দেশের অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে নিজের জন্য একটা ওলামা কাউন্সিল গঠন করবেন। ইসলামী শরী'আতের অনুকূলে আইন রচিত হচ্ছে কি-না তারা সেটা যাচাই ও অনুমোদন করবেন। অতঃপর তা কার্যকর হবে। দেশে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। যাতে হিংসা-হানাহানি বন্ধ হয়ে যায় ও নাগরিকদের মধ্যে পরস্পরের মহব্বতের বন্ধন দৃঢ় হয়।

জনগণের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি যেলায় একাধিক এডিসি ও প্রতি উপযেলায় একাধিক সহকারী ইউএনও এবং ইউনিয়ন ও গ্রাম প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসক নিযুক্ত হবেন। যারা জনগণ ও সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। তারা ও তাদের সাথী পুলিশ বাহিনী জনগণের সেবক হবেন। আইন সবার জন্য সমান থাকবে। যেকোন সমস্যা তারা স্থানীয়ভাবে শালিসের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন। এতে আদালতের উপর চাপ কমে যাবে। এভাবে সারা দেশ একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে শাসিত হবে।

সরকারের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করার দরকার নেই। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সাথে সাথে সরকারের জনপ্রিয়তা জরিপ করবে। সেখানে কেবল মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য বিমোচনের হার দেখা হবে না। বরং জনগণের সত্যিকারের সুখ-শান্তির হার কত বৃদ্ধি পেল, সেটাই দেখা হবে। এই হার ক্রমাবনতিশীল হ'লে এবং তা পরপর তিনবছর চলতে থাকলে পুনরায় নির্বাচন হবে। যদি জরিপ রিপোর্ট সরকারের পক্ষে যায় এবং দেশের অবস্থা ক্রমোন্নতিশীল থাকে, তাহ'লে পুনরায় নেতা নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি অবনতিশীল হয় এবং জনমত নেতিবাচক হয়, তাহ'লে সরকারকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে এক বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে। সবকিছুরই দায়িত্ব থাকবে কেবল নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ হবে। যাতে জনগণ অতি সহজে ও চাপমুক্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। ভোট দেওয়ার জন্য দেশে ছুটি ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই। নিজ বাড়ীতে বা কর্মস্থলে বসে এমনকি ব্যবসা ও বিপণীকেন্দ্রে অবস্থান করেও যাতে ভোট দেয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মোটকথা নেতৃত্বের পরিবর্তন ও জনমত প্রকাশের পন্থা সহজ থাকতে হবে। তাহ'লে মিছিল-হরতাল-গাড়ীভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবে। নেতার সঙ্গে জনগণের দূরত্ব দূর হবে এবং সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। নেতাদের অহংকারী মেযাজ পাল্টে গিয়ে তারা জনগণের খাদেমে পরিণত হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! *(স.স)*।

[আমরা ইতিপূর্বে মাননীয় সিইসি সমীপে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের প্রস্তাবসমূহে প্রেরণ করেছি।- সম্পাদক]

মুমিনের গুণাবলী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ- (سورة الحجرات ١٥)-

‘প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তারাই হ’ল সত্যনিষ্ঠ’ *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

অত্র আয়াতে প্রকৃত মুমিনের দু’টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ১. সন্দেহমুক্ত দৃঢ় ঈমান এবং ২. আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন।

‘জিহাদ’ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। যা কথা, কলম, সংগঠন তথা সার্বিকভাবেই হয়ে থাকে। সশস্ত্র জিহাদও এর মধ্যে শামিল। যুগে যুগে উদ্ভূত শিরকী দর্শনচিন্তা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাওহীদভিত্তিক দর্শনচিন্তা ও সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশ সাধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাই হ’ল ইসলামের চিরন্তন জিহাদ। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যা সর্বদা সর্বত্র প্রযোজ্য। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ‘তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা’।[১] কুরআনের সর্বত্র জিহাদের বর্ণনায় আল্লাহ প্রথমে মালের কথা এনেছেন। কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয়।

মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ- ‘সফলকাম হ’ল ঐসব মুমিন’ (১) ‘যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী’ (২) ‘যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে’ (৩) ‘যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে’ (৪) ‘যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’ (৫) ‘নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না’ (৬) ‘অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ’ল সীমা লংঘনকারী’ (৭) ‘আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে’ (৮) ‘যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে’ (৯) ‘তারাই হ’ল উত্তরাধিকারী’ (১০) ‘যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(মুমিনূন ২৩/১-১১)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথম গুণ হ’ল ‘তারা ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী’। তারা খুশূ-খুযূর সাথে তন্ময়-তদ্গতভাবে ছালাত আদায় করে। এর বিপরীতে আরও দু’প্রকার মুছল্লীর কথা এসেছে কুরআনে। একদল মুছল্লী হ’ল ‘উদাসীন’ (سَاهُوْنَ)। আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ‘দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাতে উদাসীন’ *(মাঊন ১০৭/৫)*। অন্য একদল মুছল্লী হ’ল ‘অলস’ (كُسَالَى)। এটা হ’ল মুনাফিকদের ছালাত। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى ‘যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়’ *(নিসা ৪/১৪২)*। আয়াতদৃষ্টে বুঝা যায় যে, উদাসীন ও অলস মুছল্লীরা জাহান্নামী হবে এবং কেবল মনোযোগী মুছল্লীরাই জান্নাতী হবে। আর তারাই হ’ল সফলকাম মুমিন। কেননা হৃদয় মনোযোগী হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনোযোগী হয়। আর উভয়ের সহযোগে কর্ম সফল হয়। হৃদয়ের টান ও আকর্ষণ না থাকলে কোন কর্মই যথার্থ হয় না। আর আল্লাহ্র কাছেও তা কবুল হয় না।

(২) ‘যারা অনর্থক কথা ও কাজ এড়িয়ে চলে’। শিরক ও বিদ‘আতসহ সকল প্রকার পাপের কাজ ও বাজে কথাসমূহ এর মধ্যে শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ ‘মানুষের সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ’ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা’।[২] আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ‘যখন তারা অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হয়, তখন তারা সম্মান বাঁচিয়ে তা অতিক্রম করে’ *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন,

১. *আবুদাঊদ হা/২৫০৪, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯।*

'মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল[৩] (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হ'ল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা[৪] (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে[৫] এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হ'ল সে হারামে পতিত হ'ল'।[৬] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ + أَرْبَعٌ قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّةْ

اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا + لَيْسَ يَعْنِيكَ، وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّةْ

'আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ'ল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সংকল্পের সাথে কাজ কর'।[৭]

(৩) 'যারা নিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করে'। এর দ্বারা অধিকাংশ বিদ্বান মালের যাকাত বুঝিয়েছেন। তবে আয়াতটি মাক্কী। আর যাকাত ফরয হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়। অতএব এর ব্যাখ্যা হ'ল মূল যাকাত ফরয হয়েছে মক্কায়। কিন্তু তার নিছাব নির্ধারিত হয়েছে মদীনায়। যেমন বলা হয়েছে وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'তোমরা ফসলের নির্ধারিত অংশ আদায় কর তা কর্তনের দিন' *(আন'আম ৬/১৪১)*। এই আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং এর দ্বারা ওশর ফরয করা হয়েছে। কিন্তু তার নিছাব নির্ধারিত হয়েছে মদীনায়। যা স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহ্র ধনী বান্দারা তার অভাবগ্রস্ত বান্দাদের দিয়ে থাকে। এর দ্বারা তাদের মালের পরিশুদ্ধিতা আসে। অতএব 'যাকাত' শব্দের অর্থ যেহেতু 'পরিশুদ্ধিতা' সেহেতু এর দ্বারা মালের শুদ্ধিতা এবং মনের শুদ্ধিতা দু'টিই অর্থ নেয়া যেতে পারে। লোক দেখানো যাকাত কবুল হয় না। কারণ সেখানে মনের কপটতা থাকে। ফলে ঐ যাকাতে হৃদয়ের শুদ্ধিতা হাছিল হয় না এবং তা আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'সফলকাম হ'ল সেই মুমিন, যে তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেছে'। 'আর ব্যর্থকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে তার হৃদয়কে কলুষিত করেছে' *(শাম্স ৯১/৯-১০)*। বস্তুতঃ কামেল মুমিন সেই ব্যক্তি যে তার মাল ও হৃদয় দু'টিকেই পরিশুদ্ধ করেছে।

(৪) 'যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। অত্র আয়াতে মুমিন পুরুষকে তার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যত্র যৌন বাসনা চরিতার্থ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মুমিনা নারী তাদের স্বামী ব্যতীত অন্যকে কামনা করবে না এবং তাদের ক্রীতদাসকেও ব্যবহার করবে না। মুমিন পুরুষ একই সঙ্গে সর্বাধিক চারজন স্ত্রী রাখতে পারে, যদি তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার ও সমতা বিধান করতে পারে। কিন্তু একজন মুমিনা স্ত্রী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এটাই আল্লাহ্র বিধান। এ বিধানের কোন ব্যত্যয় হবে না। কেউ করলে সে দুনিয়াতে ব্যভিচারের দণ্ড ভোগ করবে অথবা আখেরাতে জাহান্নামী হবে। পুরুষ কেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, আর স্ত্রী কেন একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। এ বিষয়ে তর্ক করা আল্লাহ্র অবাধ্যতার শামিল। প্রকৃত জ্ঞানীদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট। মূর্খরাই কেবল এ নিয়ে হৈ চৈ করে। অতএব জ্ঞানীদের উচিত ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা যা মানুষকে নির্লজ্জতায় উসকে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*।

অতএব যেসব লেখনী, বক্তব্য ও প্রদর্শনী মানুষকে যেনা-ব্যভিচারের দিকে প্ররোচিত করে ও বেহায়াপনার দিকে ধাবিত করে সেসব বস্তু থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। পরিবার প্রধান, সমাজনেতা ও রাষ্ট্র নেতাদের এ বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র নেতা তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্বামী তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৮] তিনি বলেন,

৩. *বুখারী হা/৬৯৫৩।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।*
৫. *বুখারী হা/১৩।*
৬. *বুখারী হা/৫২ (দ্রঃ ভূমিকা), আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবূদাঊদ।*
৭. *মিরক্বাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ।*
৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ-

আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ নির্ধারিত রয়েছে, যাতে সে অপরিহার্যভাবে পতিত হয়। যেমন তার চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল শোনা, যবানের যেনা হ'ল কথা বলা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল সেদিকে ধাবিত হওয়া, অন্তরের যেনা হ'ল তার কামনা করা ও আকাংখা করা। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[৯]

অতএব সমাজনেতা ও সরকারের কর্তব্য হ'ল ব্যভিচারে প্ররোচিত করে এমন সকল বিষয়কে নিরুৎসাহিত করা ও বন্ধ করা। নইলে সমাজ দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে। যেভাবে বিগত সকল সভ্যতা ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল নারী ও মদ। আর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ঈমানহীনতা। কেননা মানুষকে ঈমানহীন ও মুশরিক বানাতে পারলেই সে সহজে শয়তানের গোলামে পরিণত হয়। আর শয়তানের প্রধান বাহন হ'ল নারী ও মদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল গোপন বস্তু। অতঃপর (বেপর্দা) নারী যখনই ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার পিছে ধায়'।[১০] তিনি বলেন, তোমরা মদ্যপান করো না। কেননা এটি হ'ল সকল পাপের উৎস'।[১১] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব'।[১২]

বর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সকল প্রকার যৌনাচার নিষিদ্ধ। বিকৃত রুচির লোকেরা সমমৈথুন, পায়ুমৈথুন, হস্তমৈথুন, পশুমৈথুন ইত্যাদি নানা শয়তানী কর্মকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র বিধানে এর সবই নিষিদ্ধ এবং অগ্রাহ্য।

(৫-৬) 'যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে'। অত্র আয়াতে দ্বীনী ও দুনিয়াবী কথা ও কাজের সকল প্রকার আমানত বুঝানো হয়েছে। আর আমানতের খেয়ানত করা ও ওয়াদা খেলাফ করা মুনাফিকের বড় লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকের নিদর্শন হ'ল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তা খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে'।[১৩] আর সবচেয়ে বড় খেয়ানত হ'ল আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। যে অঙ্গীকার মানুষ পৃথিবীতে আবাদ হওয়ার আগে তার পালনকর্তা আল্লাহ্র সঙ্গে করেছিল। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলেছিল, হ্যাঁ' *(আ'রাফ ৭/১৭২-৭৩)*।[১৪] কিন্তু দুনিয়াতে আবাদ হওয়ার পর শয়তানের কুহকে পড়ে তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তাওহীদ ভুলে গিয়ে শিরকে পতিত হয়।

অতঃপর বড় খেয়ানত হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। যখন মানুষ তার হাতে হাত রেখে ইসলামের ও আনুগত্যের বায়'আত করেছে। অথচ পরে তা অনেকে কার্যত ভঙ্গ করে। বহু মানুষ তাঁর রেখে যাওয়া ইসলাম কবুল করেছে। অথচ পরে তাঁর বিধান অমান্য করেছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত লাখো মুসলিমের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক নাছারা হৌক যে কেউ আমার আগমনবার্তা শুনেছে, অথচ যে ইসলামী শরী'আত নিয়ে আমি আগমন করেছি তার উপরে ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করেছে। সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।[১৫] তিনি আরও বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন সে দু'টি বস্তু তোমরা কঠিনভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[১৬] অথচ মুসলিম দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আমরা হর-হামেশা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা করে চলেছি। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। তিনি বলেন, وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৪)*।

(৭) 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে'। অর্থাৎ যথা সময়ে নিয়মিতভাবে ও আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*
১০. *তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; মিশকাত হা/৫৮০।*
১২. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১২।*
১৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৫।*
১৪. *আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১।*
১৫. *মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।*
১৬. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬।*

(নিসা ৪/১০৩)।[১৭] প্রকৃত প্রস্তাবে এর অর্থ হ'ল ছালাতের ওয়াক্ত হওয়া বা আযান হওয়ার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়া ও জামা'আতের জন্য দ্রুত সেদিকে ধাবিত হওয়া, ছালাতের রুকূ-সিজদা এবং উঠা-বসা সবকিছু ছহীহ হাদীছ মোতাবেক পূর্ণরূপে আদায় করা ও সর্বোপরি ধীরে-সুস্থে গভীর মনোযোগ সহকারে ছালাত আদায় করা।[১৮]

বর্ণিত আয়াতগুলিতে ৭টি গুণের মধ্যে প্রথমে ছালাত ও শেষে ছালাতের কথা বলে এর অসীম গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। প্রথমে খুশূ-খুযূর সাথে ছালাত আদায়ের কথা এবং শেষে ছালাতের হেফাযতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে। (ক) ছালাত আদায় করা ব্যতীত সফলকাম মুমিন হওয়ার কোন সুযোগ নেই। (খ) কেবল খুশূ-খুযূই যথেষ্ট নয়, বরং অবশ্যই তা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হ'তে হবে। যারা ছালাতকে ধ্যান করা বলতে চান অথবা যারা ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পরেও অন্য তরীকায় ছালাত আদায় করেন, তারা বিষয়টি অনুধাবন করুন।

মনে রাখা উচিত যে, ছালাতের এই পদ্ধতি কোন মানুষের কপোল কল্পিত নয়। বরং সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক জিব্রীলের মাধ্যমে প্রেরিত। যা তিনি স্বীয় ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাতে-নাতে দু'দিন শিখিয়েছেন।[১৯] বস্তুতঃ ছালাতই একমাত্র ইবাদত, যা বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বান্দাকে শিখানো হয়েছে। অতএব এতে কমবেশী করার অধিকার কারু নেই এবং ছালাত বাদ দিয়ে অন্য কোন তরীকায় আল্লাহকে পাবারও সুযোগ নেই।

আর ছালাত যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ইবাদত, সেবিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ 'তোমরা সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ় থাক। যদিও (সকল বিষয়ে) যথার্থভাবে তোমরা সেটা কখনো পারবে না। জেনে রেখ তোমাদের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল ছালাত (অতএব কমপক্ষে সেটা যথাযথভাবে আদায়ে দৃঢ় থাকো)। আর সর্বদা ওযূর হেফাযত করতে পারে না (অর্থাৎ সঠিকভাবে ওযূ করতে পারে না পূর্ণ) মুসলিম ব্যতীত'।[২০]

অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, সকল নেক আমল যথাযথভাবে আদায় করা ও তার উপর সর্বদা দৃঢ় থাকা সম্ভব না হলেও যথাযথভাবে ছালাত আদায়ে দৃঢ় থাকা অপরিহার্য। কেননা এটিই হ'ল সর্বোত্তম নেক আমল (أفضل الأعمال)।

উপরে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে মানুষ জান্নাতুল ফেরদৌসের উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ 'যখন তোমরা জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা কর। কেননা এটিই হ'ল জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ স্তর। এখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে এবং এর উপরেই আমাকে আল্লাহ্র আরশ দেখানো হয়েছে।[২১]

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[২৩]

১৭. *বুখারী, মুসলিম, হাকেম ১/১৮৮; দারাকুৎনী হা/৯৫৬-৫৭; আহমাদ প্রভৃতি মিশকাত হা/৬০৭।*
১৮. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, ৩৩ পৃঃ।*
১৯. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৫৩ পৃঃ।*
২০. *ইবনু মাজাহ হা/২৭৭-৭৮; মিশকাত হা/২৯২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।*
২১. *বুখারী হা/২৭৯০, মিশকাত হা/৩৭৮৭ 'জিহাদ' অধ্যায়; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭।*
২২. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।*

তিনি বলেন, (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২৪] বস্তুতঃ মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলা এবং পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় রাখার জন্য অত্র হাদীছটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে যে গুণটি অর্জন করলে আল্লাহ্র রহমত অবশ্যই নাযিল হয়, সেটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'(মুনাফিকদের বিপরীতে) মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তাওবাহ ৯/৭১)*। অত্র আয়াতে মুমিন পুরুষ ও নারীর প্রধানতম গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হ'ল 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'। মূলতঃ এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ্র উদ্ভব হয়েছে এবং এটা যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

বস্তুতঃ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হ'ল আল্লাহ্র অহী, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বিধৃত রয়েছে। যার যথার্থ বুঝ হাছিল করতে হবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী। অন্যের বুঝ অনুযায়ী নয়। এর ফলেই সমাজে আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। যার ওয়াদা আল্লাহ অত্র আয়াতে করেছেন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছসমূহে বর্ণিত সফলকাম মুমিনের উপরোক্ত গুণাবলী একত্রে নিম্নরূপ :

(১) যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দ্বিধাহীনচিত্তে বিশ্বাস পোষণ করেন (২) যারা তাদের মাল ও জান দিয়ে সর্বদা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেন। (৩) যারা ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী হন (৪) যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ হ'তে বিরত থাকেন (৫) যারা নিয়মিত যাকাত দেন (৬) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করেন (৭-৮) যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করেন (৯) যারা তাদের ছালাতের যথাযথ হেফাযত করেন (১০) যারা অন্য মুসলিমের প্রতি যুলুম করেন না (১১) তাকে লজ্জিত করেন না (১২) যারা অন্য মুসলিমের সাহায্যে থাকেন (১৩) যারা অন্যের কষ্ট দূর করেন (১৪) যারা অন্য মুসলিমের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন (১৫) যারা ছোটকে স্নেহ করেন ও বড়কে সম্মান করেন (১৬) যারা সৎকাজের আদেশ দেন ও অসৎকাজে নিষেধ করেন।

উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

ঢাকার যে সকল হকার্স পয়েন্টে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. মতিঝিল ২. রাজারবাগ ৩. মহাখালী ৪. সদরঘাট ৫. বলাকা (নিউমার্কেট) ৬. তেজগাঁও ৭. বাংলা মটর ৮. ক্যান্টমেন্ট ৯. মিরপুর-১ ১০. আজমপুর ১১. রামপুরা ১২. আসাদগেট ১৩. কমলাপুর ১৪. যাত্রাবাড়ী ১৫. কাঁচপুর ১৬. গাবতলী ১৭. নবাবপুর ১৮. মগবাজার ১৯. মালিবাগ ২০. চেয়ারম্যান বাড়ী (বনানী) ২১. বারীধারা (নর্দা) ২২. উত্তরা ২৩. আব্দুল্লাহপুর ২৪. আসকোনা (গাজীপুর)।

সার্বিক যোগাযোগ

মহীউদ্দীন, সার্কুলেশন ম্যানেজার
ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
১০, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইলঃ ০১৬৮১-৪৭৪৭৩৬; ০১৭২০-০৮৬১৮৬।

২৪. *তিরমিযী হা/১৯২০; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩।*

বিদ'আত ও তার পরিণতি

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য যুগে-যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্র মনোনীত ইসলাম ধর্ম পরিচালিত হবে একমাত্র আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী। আর তা বাস্তবায়িত হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। সুতরাং মানব রচিত কোন বিধান ও পদ্ধতি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানোর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যার মধ্যে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন করার অধিকার পৃথিবীর কোন মানুষকে দেওয়া হয়নি। দুঃখের বিষয় হ'ল বর্তমানে ইসলামের মধ্যে এমন কতগুলি কাজ ইবাদত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে যার কোন ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না থাকলেও মানুষ সেগুলিকে ইসলামের বিধান হিসাবেই গ্রহণ করেছে। আর এরূপ আমলকেই ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নাম।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অহী মারফত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন। সুতরাং অহি-র বিধানই একমাত্র চূড়ান্ত জীবন বিধান এবং তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর এই অহি-র মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জে আরাফাতের ময়দানে ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তিনি বিদায় হজ্জ পালন করেছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا– 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই অহি-র বিধানের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে, যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমি এই কিতাবে (কুরআনে) কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি' *(আন'আম ৬/৩৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'আর আমরা তোমার উপরে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি' *(নাহল ১৬/৮৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَوْ ضَاعَ لِيْ عِقَالُ بَعِيْرٍ لَوَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ 'আমার উট বাঁধার একটি দড়িও যদি হারিয়ে যায়, তাহ'লে আমি তা আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে খুঁজে পাব'।[২৫]

অতএব বুঝা গেল, মহান আল্লাহ কুরআনকে আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আর তিনিও আল্লাহ তা'আলার বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি করেননি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ به إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ به وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোন জিনিসই আমি (বর্ণনা করতে) ছাড়িনি। আর আমি তার হুকুম তোমাদেরকে অবশ্যই দিয়েছি। আর আমি এমন কোন জিনিসই ছাড়িনি যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তা অবশ্যই নিষেধ করেছি'।[২৬]

অতএব ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও যারা ভাল কাজের দোহাই দিয়ে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন ইবাদতের জন্ম দিয়েছে ও তাকে লালন করছে তাদের ভাবখানা এমন যেন ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ। আর এরূপ বিশ্বাস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন,

مَنِ ابْتَدَعَ فِي الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ) فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلَيْسَ الْيَوْمَ دِيْنًا–

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

২৫. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী, তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান, সূরা নাহল ৮৯ আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০৩; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/১৩৮২৫, ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, পৃঃ ১৫।

'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করল এবং তাকে উত্তম আমল মনে করল, সে ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। সুতরাং সে যুগে (রাসূল ছাঃ ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ) যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হবে না'।[২৭]

সুতরাং বিশ্বাস, কথা ও কর্মে একমাত্র অহি-র বিধানের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানব রচিত কোন বিধানকে সে কখনোই তোয়াক্কা করবে না। আর তা হবে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُــو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল, তারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُــدُوْنِ 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ– 'আমরা তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকটে এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি' *(আ'রাফ ৭/৫৯)*।

এই আহ্বান শুধুমাত্র নূহ (আঃ)-ই তাঁর কওমকে করেননি। বরং আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাদের কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَــا فَاعْبُــدُوْنِ– '(হে মুহাম্মাদ!) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার প্রতি আমরা এই অহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِــيْنُ 'তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর' *(হিজর ১৫/৯৯)*। অতএব আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করা সকল মানুষের উপর ওয়াজিব।

ইবাদত কবুলের শর্তাবলী

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবাদতের সকল নিয়ম-পদ্ধতি তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। ফলে মানুষের ইচ্ছামত ইবাদত করার কোন অধিকার নেই। অতএব ইবাদত কবুলের মৌলিক শর্ত হ'ল দু'টি। যথা-

(১) একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করা : ইবাদত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়ে কোন পীর, দরবেশ, বুযুর্গানে দ্বীনের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হ'লে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। বরং তা শিরকে পরিণত হবে। আর শিরক এমন একটি মহাপাপ যার কারণে জীবনের অর্জিত সকল নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'যদি তারা শিরক করে তবে তারা যা কিছু করেছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৮৮)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– 'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই (এ মর্মে) অহী হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। আর মৃত্যুর পরে তার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত হয়ে যায়। কেননা শিরককারীর জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'কেউ আল্লাহ্র সাথে শিরক করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করবেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[২৮]

---

২৭. *আশরাফ ইব্রাহীম কাতকাত, আল-বুরহানুল মুবীন ফিত তাছাদ্দী লিল বিদ্ই ওয়াল আবাতীল ১/৪২ পৃঃ।*

২৮. *বুখারী হা/১২৩৮; মুসলিম হা/৯২; মিশকাত হা/৩৮।*

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ–

'বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ 'আর আমরা যে কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এজন্য যে, যেন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়' *(নিসা ৪/৬৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا– 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হ'ল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ–

'এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا

'আর যে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!' *(নিসা ৪/৬৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ– 'আর তোমরা ছালাত ক্বায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(নূর ২৪/৫৬)*।

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বার বার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর। তাঁকে ছাড়া অন্য কোন পীর-মাশায়েখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ–

'যে মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আসলে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। আর মুহাম্মাদ হ'লেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মাপকাঠি'।[২৯]

অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ইমাম, যার প্রতিটি কথা ও কর্ম আল্লাহ প্রদত্ত অহী। তিনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের অনুসরণ ও অনুকরণ করা সিদ্ধ নয়। উল্লেখ্য যে, ইবাদত কবুলের তৃতীয় শর্তটি হ'ল হালাল রূযী।[৩০]

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুমিনের জন্য ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সুন্নাতী তরীকা ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না; রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ না করলে পরকালে তাঁর শাফা'আত মিলবে না। ফলে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব অত্যধিক। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

২৯. *বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৪।*

৩০. *মুসলিম; মিশকাত হা/২৭৬০; বায়হাক্বী; মিশকাত হা/২৭৮৭।*

(ক) ইবাদত কবুলের মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– 'যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত কবুলের দু'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন, যার অন্যতম হ'ল, সৎ আমল। আর ঐ আমলই কেবল সৎ আমল হিসাবে গণ্য হবে, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এ আয়াতে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতটুকু নিয়ে এসেছেন ততটুকুই গ্রহণীয় হবে। তাঁর আনীত বিধানের বাইরে কোন ভাল কাজও গ্রহণীয় হবে না। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– 'যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হৌক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নূর ২৪/৬৩)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের উপর বিপর্যয় ও আযাব নেমে আসবে। অতএব মানুষ যেন তার প্রতিটি কথা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের নিকট পেশ করে। যেগুলো তাঁর কথা ও কর্মের সাথে মিলে যাবে সেগুলো কেবল গ্রহণীয় হবে। আর যা মিলবে না তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৩১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩২] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩৩] অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতটুকু ইবাদত করেছেন, করতে বলেছেন এবং সমর্থন করেছেন, আমাদের জন্য ঠিক ততটুকু ইবাদতই পালনীয়। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যত ভাল কাজ হিসাবেই বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন, যে আমলগুলি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছালাত সমূহ আদায় করবে। নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ (আপনি যতটুকু ইবাদতের কথা বললেন) আমি কখনো এর চেয়ে সামান্যতম বেশী করব না এবং সামান্যতম কমও করব না। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে'।[৩৪]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আগমনকারী বেদুঈন লোকটি পূর্বে তেমন কোন আমল করেনি। হঠাৎ এসে কিছু আমলের কথা জানতে চাইল। যে আমলগুলোর মাধ্যমে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। রাসূল (ছাঃ) তাকে কিছু আমলের কথা বলে দিলেন। লোকটি চলে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিলেন। অথচ লোকটি সেই আমলগুলো শুরুই করতে পারেনি। এর কারণ হ'ল, লোকটি বলেছিল, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যতটুকু আমলের কথা বললেন, আমি ততটুকুই পালন করব। এর থেকে সামান্যতম বেশী করব না এবং কমও করব না। এই একটি কথার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিলেন।

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন জনের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ীতে আসল। তারা (রাসূল (ছাঃ)-এর) ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। (রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীরা) যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে সংবাদ দিলেন তখন তারা এটিকে কম মনে করল। অতঃপর বলল, রাসূল (ছাঃ) কোথায় আর আমরা কোথায়। তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনজনের একজন বলল, আমি প্রত্যহ সারা রাত জেগে ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন করব, কখনো ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি কোন নারীর নিকটবর্তী হব না এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরাই কি তারা, যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি রাত্রের কিছু অংশে

৩১. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৩০৮ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৩২. মুসলিম হা/১৭১৮।
৩৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
৩৪. বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৪।

(নফল) ছালাত আদায় করি এবং কিছু অংশ ঘুমাই। কোন কোন দিন (নফল) ছিয়াম পালন করি এবং কোন কোন দিন ছিয়াম ত্যাগ করি। আর আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৫]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত তিন জন ছাহাবীর কারো উদ্দেশ্যই খারাপ ছিল না। ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা অবশ্যই ভাল কাজ। আরেকজন বিবাহ না করে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত করতে চেয়েছিল, তার উদ্দেশ্যও ভাল ছিল। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন ভাল কাজ ইসলামী শরী'আতে বৈধ হ'লে, সেদিন রাসূল (ছাঃ) উল্লিখিত তিন ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করতেন না। বরং তাদেরকে আরো উৎসাহিত করে বলতেন, তোমরা খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমরা আরো বেশী বেশী ইবাদত করে যাও। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এরূপ উৎসাহ না দিয়ে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, তোমাদের ইবাদত যদি আমার সুন্নাত পরিপন্থী হয় তাহ'লে তোমরা আমার উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) কোন চোর, ডাকাত কিংবা ব্যভিচারীকে তাঁর উম্মত থেকে খারিজ বলেননি। বরং অধিক ইবাদত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে উম্মত থেকে খারিজ বলছেন, যার ইবাদত সুন্নাত অনুযায়ী হয় না।

অতএব শুধুমাত্র মানুষের বিবেকের মানদণ্ডে ভাল কাজ হ'লেই তা ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং কোন কাজ ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১. কাজটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হওয়া ২. কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী হওয়া ৩. বিদ'আত মুক্ত হওয়া।[৩৬] আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী কোন আমল ইসলামী শরী'আতের মানদণ্ডে ভাল কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

'আপনি বলে দিন, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একজন ভাল আমলকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তা মানুষের দৃষ্টিতে ভাল আমল হিসাবে বিবেচিত হ'লেও ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ভাল আমল নয়।

(খ) জান্নাত লাভের মাধ্যম : ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করার মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ- 'সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কাল হবে; যাদের মুখ কাল হবে তাদেরকে বলা হবে, ঈমান আনার পরে কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে' *(আলে-ইমরান ৩/১০৬)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তাঁরা হ'লেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা সুন্নাতের অনুসারীগণ। আর যাদের মুখ কাল হবে তারা হ'ল, বিদ'আতীরা।[৩৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى- 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতীত। তারা বললেন, কে অস্বীকার করে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হয় সে-ই অস্বীকার করে'।[৩৮]

(গ) আল্লাহ্কে ভালবাসার মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

'বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ তো কাফেরদেরকে পসন্দ করেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيْمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللهِ، وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِيْ دَعْوَاهُ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ، حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّيْنَ النَّبَوِيَّ فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ-

---

৩৫. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৩৬. তাফসীরুল কুরআন (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, মে ২০১৩), পৃঃ ৪৬৪।

৩৭. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৯২ পৃঃ; উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮. বুখারী হা/৭২৮০, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৩।

'অত্র আয়াতটি ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়ছালাকারী, যারা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে, অথচ মুহাম্মাদী তরীকার উপরে নেই। ঐ ব্যক্তি তার দাবীতে নিরেট মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ না সে তার প্রত্যেকটি কথায় ও কর্মে মুহাম্মাদী শরী'আতের আনুগত্য করে'।[৩৯]

(ঘ) পূর্ণ মুমিন হওয়ার মাধ্যম :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব'।[৪০]

একদা ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الآنَ يَا عُمَرُ-

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার জীবন ছাড়া আপনি আমার নিকট সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত (পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না)। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হ'লে)'।[৪১]

আর দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসার প্রমাণ হ'ল, তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা। রাসূল (ছাঃ)-এর কথা শুনা মাত্রই তার অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

'মুমিনদের উক্তি তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

(ঙ) তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ 'এটাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত شَعَائِرَ اللهِ বলতে আল্লাহ্র নির্দেশকে বুঝানো হয়েছে, যার অন্যতম হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা।

উল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় বিধান হ'ল অহি-র বিধান এবং একমাত্র অনুকরণীয় ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহি-র বিধান হিসাবে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাতকেই আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ- 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[৪২] তিনি আরো বলেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلاَّ هَالِكٌ- 'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পরিষ্কার দ্বীনের উপর রেখে গেলাম। যার রাত দিনের মত (উজ্জ্বল)। ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না'।[৪৩]

অতএব মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে একমাত্র অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী। অহি-র বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পথের অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ-

'আমাদেরকে (বুঝানোর জন্য) রাসূল (ছাঃ) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর এর

---

৩৯. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৩২ পৃঃ; উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৪০. বুখারী হা/১৫, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।
৪১. বুখারী হা/৬৬৩২, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়।
৪২. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।
৪৩. ইবনু মাজাহ হা/৪৩, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৩৭।

ডানে-বামে আরো কতগুলি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলিও রাস্তা; তবে এর প্রত্যেক রাস্তার উপর একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে; সে লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে। অতঃপর (এর প্রমাণে কুরআনের এই আয়াতটি) তেলাওয়াত করলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ 'এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এটারই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করবে না, করলে এটা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[৪৪]

অন্য হাদীছে এসেছে, জাবের (রাঃ) বলেন, একদা একদল ফেরেশতা নবী (ছাঃ)–এর নিকট আসলেন। নবী (ছাঃ) তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই বন্ধুর জন্য একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁর নিকট উদাহরণটি পেশ কর। তখন কেউ বললেন, তিনি ঘুমন্ত।

আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত হ'লেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাদের কেউ বললেন, তাঁর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি ঘর প্রস্তুত করেছেন এবং খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতঃপর (লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য) একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। এখন যে ব্যক্তি আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খাদ্য খেতেও পেল। আর যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না, খেতেও পেল না। অতঃপর তারা পরস্পরে বললেন, তাঁকে এ উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তারা বললেন, ঘরটি হচ্ছে জান্নাত, আর আহ্বায়ক হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং 'যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের মানদণ্ড'।[৪৫]

[চলবে]

---

৪৪. মুসনাদে আহমাদ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/১৬৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

৪৫. বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সান্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেঃ; মিশকাত হা/১৪৪।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

ডা. শামীম আহসান
আমীর সাধুর মার্কেট
উডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
০১৭৭০-৮০০৯০০

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৭ম কিস্তি)

১২তম উপায় : হক্বের উপর অটল থাকা

কুরআন ও ছহীহ হাদীছ জানার সাথে সাথে তার প্রতি আমল শুরু করতে হবে। যদি পূর্বে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন বাতিল আমল চালু থাকে তৎক্ষণাৎ সে আমল বর্জন করে হক্ব গ্রহণ করতে হবে। কারণ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ 'হক্ব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৬০)*। যারা জান্নাত পেতে চায় তাদের অবশ্যই হক্বের উপর অবিচল থাকতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ 'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*। হক্বের উপর দৃঢ় থাকতে হ'লে নিজের ইচ্ছা মত চলা যাবে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ 'সুতরাং তুমি উহার দিকে আহ্বান কর এবং তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ইনছাফ করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক' *(শূরা ৪২/১৫)*। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِى الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِىْ حَدِيْثِ أَبِىْ أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ. অর্থাৎ 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আপনার পর অন্য কাউকে আমি জিজ্ঞেস করব না। আবু উসামা বর্ণিত হাদীছে এসেছে, আপনাকে ছাড়া অন্যকে জিজ্ঞেস করব না। তিনি (ছাঃ) বললেন, তুমি বল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর এর উপরই দৃঢ় থাকো'।[৪৬]

মোদ্দাকথা হক্ব এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, যখন কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ কোন বিষয়কে বাতিল সাব্যস্ত করে এবং শিরক-বিদ'আত বলে জানা যাবে তখনই হক্ব বিষয়টিকে গ্রহণ করতে হবে। আর বাতিল বিষয়টিকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে হবে। কোন মাযহাবী গোঁড়ামি না করে হক্বকে মযবূত করে ধরতে হবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করতে হবে। নিজে হক্বের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, অপরকে হক্বের পথে ডাকতে হবে এবং হক্বপন্থী জামা'আতের অনুসারী হ'তে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল আল্লাহ্র নির্দেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, পরিত্যাগকারীরা এবং বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[৪৭] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক্বের উপর লড়াই করতে থাকবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।[৪৮]

১৩তম উপায় : কুরআন গবেষণা করা

মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। তিনি বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا 'নিশ্চয়ই এই কুরআন পথ নির্দেশ করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার' *(বানী ইসরাইল ১৭/৯)*।

পবিত্র কুরআনে মানব জাতির রোগ-ব্যাধির আরোগ্য নিহিত রয়েছে। এতেই রয়েছে সকল উপদেশ বাণী এবং রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশা। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 'হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, قُلْ هُوَ

* লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৪৬. *মুসলিম, হা/৩৮, 'ঈমান' অধ্যায়।*

৪৭. *মুসলিম হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায়।*

৪৮. *আবু দাঊদ হা/২৪৮৪, 'জিহাদ' অধ্যায় সনদ ছহীহ।*

لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ ‘হে নবী! বলুন, মুমিনদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিষেধক’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

এটি এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং যা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ ‘এটা সেই গ্রন্থ যাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহভীরুদের (মুত্তাক্বীদের) জন্যে এটি পথনির্দেশ’ *(বাক্বারাহ ২/২)*। তিনি আরো বলেন, هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ‘এটা (পবিত্র কুরআন) মানবমণ্ডলীর জন্য স্পষ্ট বিবরণ এবং আল্লাহভীরুদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৮)*। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তাঁর ইবাদত-বন্দিগী করে, সে আল্লাহ্‌র রহমতে অবশ্যই হিদায়াতের পথ পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَهْدِيْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ‘তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ *(মায়েদাহ ৫/১৬)*। আর আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এরশাদ করেন, هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ‘তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর ওকে বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ *(তওবা ৯/৩৩; ছফ ৬১/৯)*। আয়াতটিতে ‘আল-হুদা’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে (রাসূল) প্রেরিত হয়েছেন (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সত্য সংবাদদাতা এবং সত্য বার্তাবাহক হিসাবে, সঠিক ঈমান নিয়ে এবং উপকারী জ্ঞান নিয়ে। ‘দ্বীনুল হক্ব’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৎ আমল এবং সে সৎ আমলটি সঠিক কল্যাণকর যেটি ইহকাল ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবে।[৪৯]

উপরের আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে; কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করলে শিরক হবে। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে যথাযথ। অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যের কথাকে রাসূলের কথার উপর প্রাধান্য দিলে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে এবং যারা রাসূলের উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে তার কর্মের প্রতিদান দিবেন। যদি তারা ভাল আমল করে তার প্রতিফল ভাল পাবে, পক্ষান্তরে যদি খারাপ আমল করে তার প্রতিফলও সে অচিরেই পাবে। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহকে মানবে না এবং রাসূলগণের বিরোধিতা করবে, সে অবশ্যই তার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে। যে শাস্তি পেয়েছিল ফেরাঊন, হামান ও কারূন। মূসা (আঃ)-এর নাফরমানি করার কারণে ফেরাঊনকে ও তার অনুসারীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করেছিলেন।[৫০] সুতরাং আসুন! কুরআন বুঝে পড়ি এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করি। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র সঠিক ব্যাখ্যা করি, যে সঠিক ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ‘তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি না’ *(ফুরক্বান ২৫/৩৩)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِيْ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ‘আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই’ *(যুমার ৩৯/২৩)*।

কুরআনকে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখময় করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُو الْأَلْبَابِ ‘যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন’ *(যুমার ৩৯/১৮)*।

উপরের আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, ভাল কাজ করার ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে খারাপ কাজ করলে ঈমান কমে যায়। অপরপক্ষে কুরআনের অপব্যাখ্যা করলে দ্বীনের সঠিক পথ পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ‘আমি এই কুরআনে মানুষের জন্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ কর। আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ

৪৯. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ৪/১৪৫।*

৫০. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/৯৩।*

তাক্বওয়া অবলম্বন করে' *(যুমার ৩৯/২৭-২৮)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ 'আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে পথ নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ' *(নাহল ১৬/৬৪)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّىْ أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'তোমরা জেনে রেখ, আমি কিতাব (কুরআন) এবং তার সাথে তার অনুরূপ আরেকটি বস্তু (হাদীছ) প্রাপ্ত হয়েছি'।[৫১] উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। যদি কেউ উভয়ের একটিকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে যেন উভয়কে অস্বীকার করল। যেমন কেউ যদি একজন নবী-রাসূলকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে যেন সকল নবী-রাসূলকে অস্বীকার করল, যার কারণে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। অতএব কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে বুঝে পড়ে আমল করার মাধ্যমে মানব জাতি সাফল্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ- 'আলিফ লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন (রূপে), যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/১-২)*।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন বুঝা, আমল করার জন্য ও গবেষণার জন্যে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- 'আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে' *(হাশর ৫৯/২১)*। অত্র আয়াতটিতে কুরআন গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا- 'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। এ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে কুরআন নিয়ে গবেষণা এবং চিন্তা-ভাবনা ও বুঝে (আমল করার জন্য) আদেশ করেছেন এবং আমল থেকে বিমুখ হ'তে নিষেধ করেছেন। কারণ যারা তা থেকে বিমুখ হবে তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে যাবে।[৫২] আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে পরিণতি হবে ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى- 'যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হ'লে' *(ত্বা-হা ২০/১২৪-১২৬)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরে সে অনুযায়ী আমল করলে মানব জাতি সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করবে। আর উভয় থেকে মুখ ফিরালে অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হবে।

ইবনু আওন বলেন, ثَلاَثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِيْ وَلِإِخْوَانِيْ هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوْهَا وَيَسْأَلُوْا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوْهُ وَيَسْأَلُوْا عَنْهُ، وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ 'তিনটি বিষয় আমি আমার নিজের জন্য ও আমার ভাইদের জন্য পসন্দ করি। এই সুন্নাত, যা তারা শিখবে এবং জানার জন্য এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে। কুরআন, যা তারা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং জানার জন্য এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে এবং মানুষকে একমাত্র কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে।[৫৩]

অতএব কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ গবেষণা করতঃ সালাফে ছালেহীনের মাসলাক গ্রহণ করে সে অনুযায়ী সঠিক ব্যাখ্যা করে আমল করতে হবে। তাহ'লে ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন নাজাত মিলবে। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র ভুল ব্যাখ্যা করে যেমন ইহকালীন কল্যাণ হবে না, তেমনি পরকালীন নাজাতও মিলবে না।

উপরে উল্লিখিত (৮-১৩) পয়েন্ট থেকে শিক্ষামূলক বিষয়গুলো হ'ল- ১. কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকেই সর্বাগ্রে পেশ করতে হবে ২. রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। কোন আমলের ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ পেয়ে গেলে কোন ইমামের কথার উপর আমল করা চলবে না। কারণ সকল কল্যাণ রয়েছে রাসূলের ইত্তেবায় এবং সকল অধঃপতন নিহীত আছে রাসূলের বিরোধিতায়। ৩. নিজের জান-মাল, পিতা-মাতা, সন্তন-সন্ততি, সকল মানুষের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসতে হবে। ৪. কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বুঝার এবং আমল করার ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের মাসলাক গ্রহণ করতে হবে। ৫. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। ৬. কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে যারা জীবনের চলার পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। জামা'আতবদ্ধ থাকা রহমত স্বরূপ, আর বিচ্ছিন্ন থাকা আযাব স্বরূপ। ৭. হক্বের উপর দৃঢ় থাকতে হবে এবং এজন্য আল্লাহ্‌র নিকট তাওফীক কামনা করতে হবে। নিজের ইচ্ছা মত চলা যাবে না। চললে পথভ্রষ্ট হ'তে হবে।

[চলবে]

৫১. আবু দাঊদ হা/৪৬০৪, 'সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
৫২. তাফসীর ইবনু কাছীর, ৭/৩২২।
৫৩. বুখারী, ৯৬/২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।

সুন্নাত উপেক্ষার পরিণাম

*আবূ নাফিয লিলবার আল-বারাদী**

মানবতার হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর উম্মত তথা মুসলিম জাতিকে হেদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দান করেছেন। হাদীছ বা সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা। কুরআন সঠিকভাবে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে হ'লে হাদীছ বা সুন্নাহ্র কোন বিকল্প নেই। সুতরাং মুমিন জীবনে সুন্নাহ্র গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে সুন্নাতকে উপেক্ষা করা, তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা ভরে প্রত্যাখ্যান করা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। এহেন গর্হিত কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আলোচ্য নিবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

সুন্নাহ্র পরিচিতি :

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن– يسن থেকে ক্রিয়ামূল। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়েই হ'তে পারে। যেমন- السنة من الله (আল্লাহ্র নীতি)। মহান আল্লাহ্ বলেন, سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً 'আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না' *(ইসরা ১৭/৭৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট সুন্নাত (রীতি) চালু করল, অতঃপর তার অবর্তমানে সেটার উপরে আমল করা হ'ল, তাহ'লে তার জন্য আমলকারীর সমান গোনাহ লেখা হবে, অথচ আমলকারীর গোনাহ সামান্যতম কম করা হবে না'।[৫৪]

শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত হ'ল রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর ঐ সকল বাণী, যা দ্বারা তিনি কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিশ্লেষণ, মৌন সম্মতি ও সমর্থন দিয়েছেন এবং কথা ও কর্মের মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন, যা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে সুন্নাহ বলা হয়।[৫৫] অনুরূপভাবে ছাহাবী, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈদের আছার ও ফৎওয়াসমূহ অর্থাৎ তাদের ইজতেহাদ ও যেসব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাকেও সুন্নাহ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ 'তোমাদের উপরে অবশ্য পালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত ও সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত'।[৫৬]

সুন্নাহর গুরুত্ব : ইসলামী শরী'আতের উৎস দু'টি, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ্র প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি সুন্নাহও রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রক্ষিপ্ত অহী।

কুরআন পঠিত অহী, আর সুন্নাহ অপঠিত অহী। পবিত্র কুরআনের পরই সুন্নাহ্র স্থান। সুন্নাহ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানব জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সুন্নাহ মূলতঃ এরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা হয়, পবিত্র কুরআন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিণ্ড স্বরূপ। আর সুন্নাহ এ হৃদপিণ্ডের চলমান ধমনী। হৃদপিণ্ডের চলমান ধমনী যেমন দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোণিত ধারা সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল করে রাখে, সুন্নাহও অনুরূপ দ্বীন ইসলামকে সতেজ, সক্রিয় ও গতিশীল রাখে। এজন্যই ইসলামে ছহীহ সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্নাহ উন্নত ও মহামূল্যবান জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সমাদৃত। দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ। এই পূর্ণতা ধরে রাখতে সুন্নাহর ভূমিকা অপরিসীম। কারণ যারা সুন্নাহর জ্ঞান থেকে বিমুখ তারা বিদ'আতী পথ অন্বেষণে সর্বদা ব্যস্ত। সুন্নাহ ব্যতীত দ্বীন ইসলামের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না।

কুরআনের মত সুন্নাহও অহী : পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ প্রেরিত অহী, ঠিক তেমনি রাসূলের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি তথা সুন্নাহও আল্লাহ্র অহী, যা রাসূল (ছাঃ)-কে জানিয়ে দেয়া হ'ত। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাত (সুন্নাহ) নাযিল করেছেন' *(নিসা ৪/১১৩)*। 'আর তিনি শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত' *(জুমু'আ ৬২/২)*। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টির তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত।[৫৭] এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ إِنِّىْ أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয় (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে'।[৫৮] হাসান বিনতে আতিয়া বলেন, জিব্রাঈল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সুন্নাহ নাযিল করতেন, যেভাবে কুরআন নাযিল করতেন।[৫৯] কুরআন প্রত্যক্ষ অহী ও হাদীছ অপ্রত্যক্ষ অহী।

---

* *যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

৫৪. *মুসলিম হা/১০১৭; নাসাঈ হা/২৫৫৪; মিশকাত হা/২১০।*

৫৫. *শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলফাযিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃঃ ১২।*

৫৬. *তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।*

৫৭. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, ২৮২ পৃঃ।*

৫৮. *আবু দাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩।*

৫৯. *আশ-শারহুল ইবানা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচিতি।*

কুরআন অহী মাতলূ যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ গায়ের মাতলূ যা তেলাওয়াত করা হয় না।[৬০] যার ভাষা ও অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাই কুরআন। আর যার অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ও রাসূলের ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, তাই হাদীছ ও সুন্নাহ।[৬১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ 'আল্লাহ যা পসন্দ করেন, তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করেন'।[৬২]

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের খেয়াল-খুশিমত কোন ফায়ছালা দিতেন না এবং ইচ্ছামত কোন কথা বলতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى 'তিনি (রাসূল) তাঁর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তাঁর নিকটে অহী হিসাবে নাযিল করা হয়। আর তাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা' *(নাজম ৫৩/৩-৫)*। হাদীছে এসেছে, একদা জনৈক ইহুদী আলেম রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূল (ছাঃ) বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিব্রাঈল (আঃ) এসে তা জানিয়ে দেয়ার পর বললেন, شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا 'সর্বনিকৃষ্ট স্থান হ'ল বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হ'ল মসজিদ'।[৬৩] অতএব সুন্নাহও কুরআনের মতই অহী। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণাম

মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন মেনে চলা যেমন আবশ্যক, তেমনি সুন্নাহ মেনে চলাও অপরিহার্য। সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কুরআন অনুসরণ করা অসম্ভব। তেমনিভাবে সুন্নাহকে উপেক্ষা করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পর তা উপেক্ষা করে যদি কেউ নিজের রায়কে প্রাধান্য দেয়, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী হবে। রাসূলের সুন্নাহকে পিছনে ফেলে অসম্মান করা, আল্লাহ্র আদেশের খেলাফ করার নামান্তর, যা হারাম।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচুঁ করো না' *(হুজুরাত ৪৯/১-২)*। 'নবীর কণ্ঠস্বর' হ'ল তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাহকে অমান্য, অস্বীকার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নিমিত্তে যে সকল অপচেষ্টা সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই কণ্ঠরোধ করার অর্থ হ'ল রাসূলে কথা তথা আল্লাহ্র অহী দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সুপ্ত ষড়যন্ত্র।

সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর বিধান কুরআন এবং তারপর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সুন্নাহ্র আনুগত্য করতে হবে। অপরদিকে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহ্র সান্নিধ্য অসম্ভব। আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক সম্পূরক। যেমন আল্লাহ বিধানদাতা ও রাসূল বিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের' *(নিসা ৪/৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি আরো বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*।

রাসূলের আনুগত্য হ'ল আল্লাহর আনুগত্য। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ عَصَى اللهَ 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল'।[৬৪] অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৬৫]

রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদীছের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ কুরআনের অন্যূন ৪০ জায়গাতে বর্ণনা করেছে।[৬৬] আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে হাদীছ হ'ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানকারী।[৬৭] হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) আমাদের সম্মুখে যে সুন্নাত পেশ করেছেন, তা কোনরূপ বিকৃত ও বিরোধিতা

৬০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৫।*
৬১. *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন, পৃঃ ১৩০৩।*
৬২. *বুখারী হা/৬০২৭।*
৬৩. *আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, মিশকাত হা/৭৪১, সনদ হাসান।*
৬৪. *বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৬৫. *বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।*
৬৬. *হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৮।*
৬৭. *তদেব, পৃঃ ১১।*

না করে সঠিকভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সুন্নাহ্র বিরোধিতা ও তা বিকৃত করা কুফরী *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পৃথিবীর সকল মুমিন বান্দার জন্যে আমানত স্বরুপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِى جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ 'নিশ্চয়ই আমানতকে মানুষের মূল অন্তঃকরণে নাযিল করা হয়েছে। অতএব তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর কুরআন হ'তে। অতঃপর শিক্ষা গ্রহণ কর সুন্নাত হ'তে।[৬৮]

পার্থিব জীবনের সকল কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর ফায়ছলা মেনে চলা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'মুমিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফায়ছালা করার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের (কুরআন ও সুন্নাহর) দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)*। ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে সসম্মানে মেনে চলতেন। তার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান, তখন মু'আয বলেন, 'আমি আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা ফায়ছালা করব' *(দারেমী)*। যে কুরআন ও হাদীছের নিদ্ধান্ত মেনে না নেয়, সে মুনাফিক। দুনিয়াতে তার উদাহরণ ছিদ্র হওয়া পাত্রের মত, যতই পানি ভরার চেষ্টা করে, তা পূর্ণ হয় না। অনুরূপভাবে তার আমলে ছালেহ বা নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়।

২. আমলে ছালেহ বিনষ্ট হওয়া :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী আমল করলে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্কে অবমাননা করার ফলে উত্তম আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। যদিও মানুষ ভাবে যে, সে দুনিয়ার বুকে ভাল আমল করে চলেছে। অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরাগ ভাজন হচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট কর না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। তিনি আরো বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا 'তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহ্ফ ১৮/১০৩-১০৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় (কুরআন-সুন্নাহ) অস্বীকার করে, তার সকল শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(মায়েদা ৫/৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন' *(নূর ২৪/৫৩)*। তিনি আরো বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'অতএব তুমি ও তোমার সাথে যারা তওবা করেছে, সবাই সোজা-সরল পথে চলে যাও, যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমালংঘন করবে না' *(হূদ ১১/১১২)*। বিশ্বাসের বিষয় হ'ল পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত কিংবা ছহীহ হাদীছের একটি অংশও কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। আর যদি কেউ অস্বীকার করে কিংবা রদবদল করে পালন করে, তবে সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এখানে (استقم) -এর ব্যাখ্যা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন-পরিমার্জনকারী পথভ্রষ্ট হবে। তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। তাছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামাতের আদর্শ হ'তে বিচ্যুত করে। অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হ'তে বাড়াবাড়ি মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। যদিও সে মনে করে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল করছি। অথচ ক্রমান্বয়ে সে আল্লাহ্র বিরাগভাজন হ'তে থাকে।[৬৯]

৩. গোমরাহীর পথে পরিচালিত হওয়া :

কোন ছহীহ হাদীছকে বিকৃত কিংবা সামান্যতম পরিবর্তন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী। সেই সাথে ঐ সকল ব্যক্তির আমলে ছালেহ বিনষ্ট হয় এবং ইস্তিক্বামাতের রাস্তাচ্যুত হয়ে গোমরাহীর পথে পরিচালিত হয়। অতঃপর তার শেষ পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। যারা আল্লাহ্র বিধানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং আলোর

৬৮. *বুখারী হা/৬৪৯৭।*

৬৯. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৬৪৫।*

বিনিময়ে অন্ধকার ও উত্তমের বিনিময়ে মন্দকে ক্রয় করে থাকে, তারাই অধিক পথভ্রষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ 'আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা যিদের বশবর্তী হয়ে (ভ্রষ্টপথে) অনেক দূরে চলে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৬)*। এদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ 'এরাই হ'ল সে সমস্ত লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব খরিদ করেছে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৫)*। ঐ সকল ব্যক্তিকে সুন্নাত বিকৃত করা থেকে নিবৃত্ত হ'তে বললে, তারা বাপ-দাদার রায়কে সঠিক বলে মনে করে এবং তাদের পৈতৃক বিধানের উপর অবিচল থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি' *(মায়েদা ৫/১০৪)*। আবার তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বললে, তারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে এবং অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা ও ক্ষমা লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ 'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবে, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র হেদায়াতের (কুরআন ও সুন্নাহ) পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?' *(কাছাছ ২৮/৫০)*। কোন কোন সময় মানুষ সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে কুরআন-হাদীছের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে। অথচ সংখ্যা কখনও হকের মানদণ্ড নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ 'যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' *(নাজম ৫৯/২৮)*। হক্ব কথার পর সবই ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, সে সুন্নাত থেকে বেরিয়ে পথভ্রষ্ট হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে 'রায়' অনুযায়ী কোন কথা বল না। তোমাদের কর্তব্য হ'ল সুন্নাহ্র অনুসরণ করা। যে ব্যক্তি সুন্নাত থেকে বেরিয়ে গেল, সে পথ ভ্রষ্ট হ'ল।[৭০]

দ্বীন আমাদের নিকটে পৌঁছেছে পূর্ণাঙ্গরূপে। তাতে কোন কিছু যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। পূর্ণতা বলতে কুরআন ও সুন্নাহ্র সকল ইলম। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবনে সীরীন (৩৩-১১০হিঃ) বলেছেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ 'নিশ্চয়ই কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানটাই হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ'।[৭১]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার প্রমাণ হ'ল বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ। তিনি বললেন, وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ. قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। সেই দিন কি জবাব দিবে? সকলে সমস্বরে বলল, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র আহকাম রিসালা ও নবুওয়াতের হক্ব আদায় করেছেন এবং সকল বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে উঠিয়ে মানুষের দিকে ঝুকাতে ঝুকাতে বললেন, হে আল্লাহ! স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন, স্বাক্ষী থাকুন'।[৭২] সুতরাং দ্বীনের মধ্যে কোন রকম সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন নেই।

এরপরেও যারা দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবে আল্লাহ তাদেরকে আযাব ও গযবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

৭০. *হাদীছের প্রামাণিকতা, পৃঃ ৩৮ গৃহীতঃ শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৬৩ পৃঃ।*
৭১. *মুক্বাদ্দামা মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩ 'ইলম' অধ্যায়।*
৭২. *মুসলিম হা/১২১৮ 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ; আবু দাউদ হা/১৯০৭; মিশকাত হা/২৫৫৫।*

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ 'আল্লাহ্র দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব' *(শূরা ৪২/১৬)*।

হাদীছের কিয়দংশও বিকৃত হ'লে কিংবা বিরোধিতা করলে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়ায়) আক্রান্ত করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালে) গ্রাস করবে মর্মান্তিক আযাব' *(নূর ২৪/৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً 'আমি তোমাদের নিকটে এসেছি, একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে'।[৭৩] এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'আর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী'।[৭৪]

দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করা রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপের শামিল। এর পরিণতি হ'ল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোন কথা বলে, যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়'।[৭৫]

ছাহাবীগণ জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন মত ও প্রথা চালু হয়েছিল। যেমন একদা আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে মসজিদে ডেকে দেখালেন কিছু লোক দলে দলে বসে কংকর নিয়ে ১০০ বার তাকবীর, তাসবীহ, তাহলীল গণনা করেছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মত! ধিক, তোমাদের ধ্বংস আসন্ন। এখনও নবীর ছাহাবীগণ জীবিত। আল্লাহ্র কসম! আজ মনে হচ্ছে তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীন (কুরআন ও সুন্নাহ) হ'তে আরও বেশী সঠিক পথে আছ কিংবা ভ্রষ্টতার দ্বার খুলে দিয়েছ। ঐ সকল ব্যক্তিরা বলল, আমরা এর মাধ্যমে উত্তম আমল করারই ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি বললেন, এমন কতক ব্যক্তি আছে, যারা কল্যাণ চায় বটে, কিন্তু কল্যাণ লাভ করতে পারে না।[৭৬]

অন্যত্র এসেছে, মারওয়ান মদীনার গভর্ণর থাকাবস্থায় ঈদের ছালাতের পূর্বে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার প্রচলন করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করেছিলেন। কেননা এটা সুন্নাত বিরোধী আমল এবং দ্বীন ইসলামে তা বিদ'আত।[৭৭]

বিদ'আদ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, من أحدث رأيا ليس في كتاب الله و لم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدر علي ما هو منه إذا لقي الله عز و جل অর্থাৎ যে ব্যক্তি (দ্বীনের মধ্যে) এমন বিষয় উদ্ভাবন করল, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই এবং রাসূলের সুন্নাতে পাওয়া যায় না, আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তার স্থান কোথায় হবে সে তা জানে না।[৭৮]

এছাড়া বিদ'আতী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন,

(১) 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লা'নত করেন'।[৭৯]

(২) 'যে বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল'।[৮০]

(৩) 'যে বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল, তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ'।[৮১]

(৪) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর থেকে তওবাকে আড়াল করে রাখেন, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিহার করে'।[৮২]

(৫) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা প্রত্যাখ্যান করেন'।[৮৩]

(৬) 'আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর আমল প্রত্যাখ্যান করেন, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিহার করে'।[৮৪]

সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের উক্তি-

(১) খলীফা আবূ বকর (রাঃ) বলেছেন, 'সুন্নাতই হ'ল আল্লাহ্র মযবূত রজ্জু'।

৭৩. *আহমাদ, বায়হাকী, মিশকাত হা/১৭৭, সনদ ছহীহ।*
৭৪. *আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।*
৭৫. *বুখারী হা/১০৯; মিশকাত হা/৫৯৪০।*
৭৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫; দারেমী হা/২০৪।*
৭৭. *বুখারী ২/৯০৮, 'মিম্বর না নিয়ে ঈদগাহে গমন' অনুচ্ছেদ।*
৭৮. *সুনান দারেমী, হা/১৫৮, সনদ ছহীহ; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৩০।*
৭৯. *মুসলিম হা/১৩৬৬।*
৮০. *মিশকাত হা/১৮৯; তারাজু'আত হা/৫৯, সনদ হাসান।*
৮১. *মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।*
৮২. *ত্বাবারানী, ছহীহ তারগীব হা/৫৪।*
৮৩. *ছহীহুল জামে' হা/১৬৯৯।*
৮৪. *সুনান ইবনু মাজাহ হা/৫০; তারাজু'আত হা/২৫।*

(২) ওমর (রাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুন্নাত ত্যাগ করল, সে কুফরী করল। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা নিজ রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে, তারা সুন্নাতের শত্রু।...তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরও বিপথগামী করেছে।

(৩) আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করে, সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যদিও তার গলা কাটা যায়’।

(৪) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘প্রতি বছরই লোকজন একটি বিদ‘আত চালু করছে এবং একটি সুন্নাতকে মেরে ফেলছে। শেষ পর্যন্ত বিদ‘আতই জীবন্ত হবে এবং সুন্নাত মৃত্যু বরণ করবে’।[৮৫]

অতএব দ্বীনের মূলনীতির কোন বিকৃতি করা চলবে না। যদি কেউ তা করে, তবে সে স্পষ্ট কুফরী করবে।

৪. জাহান্নামী হওয়া :

যারা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক ফায়ছালা করে না, তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যুলুম করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ‘যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে ফায়ছালা করে না, তারা কাফের’ *(মায়েদা ৫/৪৪)*, তারা যালেম *(মায়েদা ৫/৪৫)*, তারা ফাসেক *(মায়েদা ৫/৪৭)*।

আল্লাহ্র বিধান অমান্যকারী কাফের, যালেম ব্যক্তির আবাসস্থল জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ’ল। সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে *(জ্বিন ৭২/২৩)*। তাতে ঊনিশজন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩০)*। তাদেরকে বলে দাও, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ অপেক্ষা জাহান্নামের আগুন আরও কঠিন ও ভয়াবহ। যদি তারা বুঝত *(তওবা ৯/৮১)*, এটি অতীব নিকৃষ্ট আবাসস্থল *(বাক্বারাহ ২/২০৬; ইমরান ৩/১৬২, ১৯৭)*।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হ’ল- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু আদেশ করা হয়েছে তা কোনরূপ বিকৃত না করে পালন করা এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা মেনে চলা। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوْا ‘যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য পালন কর, আর আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি, তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক’।[৮৬]

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে জান্নাতে যাবে। আর যে অমান্য করল সে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে এবং আফসোস করে তারা বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম *(ফুরকান/২৭-২৮)*। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى ‘আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হ’ল অসম্মত কারা? তিনি বললেন, যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হ’ল অসম্মত’।[৮৭] এই অবাধ্য ব্যক্তিরা রাসূলের সুন্নাতকে পরিবর্তন করে এবং তাতে নতুন নতুন কথা, কাজের উদ্ভাবন করে। অথচ এই নতুন সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমরা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হ’তে বেঁচে থাক। কেননা প্রত্যেকটি নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নাম’।[৮৮]

দ্বীনের নামে ছওয়াবের আশায় কিংবা নিজের ইচ্ছামত আমলকারী বিদ‘আতী ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِىْ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِىْ. فَيَقُوْلُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (الْحَكِيْمُ) قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ-

‘সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার (ওফাতের) পরে এরা কত নতুন (হাদীছ) কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহ্র সৎ বান্দা (ঈসার) মত বলব, ‘যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পরে তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর, এরা (তোমার দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল’।[৮৯]

শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত বিদ‘আতী ব্যক্তিরা হাউযে কাউছারের পানি পান করতে পারবে না। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাদেরকে

৮৫. *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচিতি, পৃঃ ৪২-৫৫।*
৮৬. *মুসলিম হা/১৩৩৭; ইবনু মাজাহ হা/২; মিশকাত হা/২৫০৫।*
৮৭. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*
৮৮. *আবু দাউদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।*
৮৯. *বুখারী হা/৪৩৭৯ ‘যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম’ অনুচ্ছেদ।*

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হাউযে কাউছারের অজস্র কল্যাণ আছে এবং হাউযে কাউছারে আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পান পাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রসম হবে। তখন কতক ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ হাউযে কাউছার থেকে সরিয়ে দিবেন। আমি বলব, হে আমার রব! তারা তো আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে তারা কি নতুন মত ও পথ (বিদ'আত) অনুসরণ করেছিল'।[৯০]

কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের বাহক ও প্রচারক হ'লেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। অতএব সুন্নাহকে অস্বীকার করা কিংবা নতুন কিছু উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা (নাউযুবিল্লাহ)। যার পরিণাম জাহান্নাম।

পরিশেষে বলব, ইলমে দ্বীন ক্রমান্বয়ে দুর্বল রশির মত ক্ষয়ে চলেছে। ইলমের ধারক-বাহক আলেম সমাজকে অবশ্যই সাবধান হ'তে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ইলম (কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নিবেন না, যাতে লোকদের থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হয়। বরং আলেমদের ইন্তিকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন।

এমনকি পরিশেষে একজন বিদ্বান ব্যক্তিও জীবিত থাকবে না। তখন লোকেরা জাহেল (মূর্খ) ব্যক্তিদেরকে তাদের ইমাম (নেতা) বানাবে। আর তাদের কাছে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করবে, তারা ইলম ছাড়াই ফায়ছালা দিবে। এভাবে তারা নিজেরা বিপথগামী হবে এবং লোকদেরকেও বিপথে পরিচালিত করবে'।[৯১] অতএব আসুন, আমরা সকলে ইসলামকে জীবন-বিধান হিসাবে সঠিকভাবে মান্য করে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভের পথকে সুগম করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

৯০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৫, 'কিয়ামাতের অবস্থা সমূহ ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'হাশর' অনুচ্ছেদ।*

৯১. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছলেহীন, ৩/১৩৯২ 'কিতাবুল ইলম'।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বই বিক্রয় বিভাগের নতুন মোবাইল নম্বর-

০১৭৭০-৮০০৯০০

এই নম্বরে বিকাশ ও ডাচবাংলা থেকে অর্থ প্রেরণের সুবিধা রয়েছে।

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

মাসিক আত-তাহরীক

ফাতাওয়া হটলাইন

০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : সকাল ৯-৩০টা থেকে ১২-৩০ টা

শিক্ষক আবশ্যক

মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা, গাবতলী, বগুড়ার জন্য একজন হাফেয-ক্বারী (নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অধ্যক্ষ বরাবরে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সহ দরখাস্ত করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর'১৩।

যোগাযোগ

অধ্যক্ষ
মেন্দিপুর-চাকলা সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা
থানা- গাবতলী, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১৮-৬২৯২২৮।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৩০০/= (ষাণ্মাসিক ১৬০/=)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৪৫০/=	৮০০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৮০০/=	১১৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১০০/=	১৪৫০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২৪৫০/=	১৮০০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন : ৮৮-০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা

*শেখ ইমরান ইবনু মুযযাম্মিল**

প্রারম্ভিকা :

একটি বিশেষ সময়সীমায় নিবদ্ধ আমাদের এ জীবন। জীবন রেখাটি একদিন বিলীন হবে মৃত্যুর পরিসমাপ্তি বিন্দুতে। এরপর অপেক্ষা পরকালের অনন্ত জীবনের। সেখানে আর মৃত্যু নেই। কিন্তু সব জীবন তো আর সফল হয় না। মৃত্যুর পর যে জীবন পরকালের অনাবিল সুখ লাভে ধন্য হবে সে জীবনই মূল্যবান। আর যে ব্যক্তি তার যৌবনকালকে আল্লাহ্র দাসত্বে অতিবাহিত করবে, ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময়, ছায়াহীন, রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে তিনি আল্লাহ্র আরশের ছায়া পাবেন।[৯২] এই আরশের ছায়া প্রাপ্তির আশাকে পাথেয় করে যদি যুবসমাজ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে মানবতার উন্নয়ন মোটেই অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় জীবনের দর্পণে চিরন্তন মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ প্রতিবিম্বিত হওয়া। এক কথায় কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে সমাজ তথা পৃথিবী থেকে মুছে যাবে সব রকম হতাশা ও নৈরাশ্যের কালো মেঘ। মুছে যাবে দুঃখ, লাঞ্ছনা আর অত্যাচার। কুরআন-সুন্নাহ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক দূরীকরণ : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ 'অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং ত্বাগূত বর্জন করো' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই শিরক বড় অন্যায়' *(লোকমান ৩১/১৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا 'আর যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়' *(নিসা ৪/১১৬)*।

আল্লাহ্র যমীনে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অন্যের দাসত্ব বর্জন করা মানব ও জিন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিশ্বের বৃহত্তর অংশে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র একত্বের বিপরীতে শিরকের তড়িৎগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, মানব রচিত বিধানের গোলামী। ফলস্বরূপ অহর্নিশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে অমানবিক নিষ্ঠুরতা। এই অবস্থায় পৃথিবীর বুকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম যুবকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে দুর্বার গতিতে। কারণ তারাই হ'ল জাতির চির-জাগ্রত অগ্রগামী সৈন্যদল। তারাই শোনাতে পারে ব্যথিত মানবতাকে নতুন আশা ও আশ্বাসের বাণী, দিতে পারে নতুন আলোকের সন্ধান। উপহার দিতে পারে তাওহীদ ও শিরক বর্জিত আদর্শ সমাজ।

(২) সুন্নাত প্রতিষ্ঠা ও বিদ'আত দূরীকরণ : এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহ্র ঘোষণা সমূহ হ'ল- মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল আমরা তার জন্য তোমাকে তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৯৩] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

'আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে অচিরেই তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে। আর তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী'।[৯৪]

নবী করীম (ছাঃ) আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আজও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর বিশ্বজনীন আদর্শ। তাঁর অমর বাণী চির নীরব হয়ে যায়নি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাবেও না। তাঁর

* *নূরপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।*

৯২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১।*

৯৩. *বুখারী হা/২৬৯৭ 'বিবাদ মীমাংসা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩০০।*

৯৪. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৮৫১; মিশকাত হা/১৬৫।*

বাণী যুবকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে যদি আবারও এ পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছে যায়, তাহ'লে এ পৃথিবী পাবে যথার্থ আলোর ঠিকানা। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার অবসান হবে। দূরীভূত হবে মানব সভ্যতার অন্ধকার। সার্থক হবে যুব জীবন।

(৩) উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ : শিক্ষা মানব মনের সকল আবিলতা দূর করে, মানবাত্মাকে নিষ্কলুষ ও নির্মল করতে পারে; হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণে তাকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। তাকে মানবতার শীর্ষস্তরে উন্নীত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? জ্ঞানী ব্যক্তিরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*। এজন্য আল্লাহ প্রথমে পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *('আলাক ৯৬/১)*। শিক্ষার প্রতি রাসূল (ছাঃ)ও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।[৯৫] তিনি আরো বলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ করে তা অন্যের নিকট ঠিক সেভাবেই পৌঁছিয়ে দেয়, যেভাবে সে শ্রবণ করেছে'।[৯৬]

শিক্ষা যেকোন জাতির মেরুদণ্ড। আর মুসলিম উম্মাহ্র মেরুদণ্ড হ'ল কুরআন ও হাদীছ। ইসলামী সংস্কৃতির উত্থান ও পতন নির্ভর করে কুরআন ও হাদীছের উপর। মুসলিম জাতির জীবন ও ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে কুরআন ও হাদীছের সঙ্গে। সুতরাং মুসলিম যুবক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা অর্জন করবে, যা দিয়ে বর্তমান বিশ্বের গতি-প্রকৃতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তার মূল্যায়ন করতে শিখবে। একই সাথে এই মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্ত তঃপক্ষে ইসলামের পঞ্চমস্তম্ভের দাবীগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করবে এবং সেগুলির প্রচার ও প্রসারে নিরন্তর দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করবে। যদি মুসলিম যুবক তার বুদ্ধি ও মনন দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশ্বজনীন আদর্শের প্রচার ও প্রসার না করে, তাহ'লে জাতির হৃৎপিণ্ডে প্রবাহিত হ'তে পারে অপূরণীয় ক্ষতির বিষবাষ্প।

(৪) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ : ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতি-অগ্রতি ও সমৃদ্ধির জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা অপরিহার্য। এটা না থাকলে জাতি সংশোধিত হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ- وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এরূপ একটি সম্প্রদায় থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারাই সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন অনেক মহামানব এসেছেন, যাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে পাথেয় করে মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আর মুসলিম যুবকের দল এই ঐতিহ্যের ঋণকে অস্বীকার করতে পারে না। আজ এই অধঃপতিত সমাজে তথা সমগ্র পৃথিবীতে প্রকট হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্বের দুর্বিষহ অবমাননা। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কর্মে কাঙ্খিত সক্রিয়তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ সমগ্র জাতির আত্মসম্ভ্রমবোধ ভূ-লুণ্ঠিত প্রায়। বর্তমান সমাজে মানব-পীড়ন, মানব নির্যাতন যখন দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি, জাতির আকাশে যখন জমে উঠেছে ঘন মেঘের তমিস্রা, তখন এই অভিশপ্ত অবস্থার লজ্জা থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে মুসলিম যুবকদেরকে। আর এটা সম্ভব হবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে মুসলিম যুবকের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আর তাদেরকে এটা করতেই হবে। কারণ এটাই বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর বিশ্বজনীন আদর্শ। ধীরে ধীরে এই আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়নে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচার। প্রতিষ্ঠিত হবে সত্য, ন্যায় ও সুবিচার। পৃথিবীতে প্রতিভাত হবে মুসলিম যুবকের অম্লান মহিমা।

(৫) সত্যের জয়গান : মুসলিম যুবক মূল্যায়ন করবে আল্লাহ্র এই ঘোষণা- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'সত্য সমাগত হয়েছে এবং মিথ্যা অপসৃত হয়েছে; মিথ্যা তো অপসৃত হওয়ারই বিষয়' *(বাণী ইসরাঈল ১৭/৮১)*।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরকালীন। কিন্তু মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। মুসলিম যুবক তার জীবনকে মূল্যবান করতে পারে সত্যের ঝাণ্ডা বহন করে পৃথিবীতে নতুন প্রভাত আনয়নের মাধ্যমে। মানবজাতির দুঃখ-বেদনা, শোষণ-পীড়ন, লাঞ্ছনা-অপমান ইত্যাদি মিথ্যাশ্রিত মানবতাবিরোধী উপাদানগুলির অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে সত্য উষার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। সর্বশোষণমুক্ত, লাঞ্ছনা-পীড়ন ও অপমান বর্জিত এক ঝলমলে সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসে মুসলিম যুবক সবার অগ্রগামী হবে। এটাই জাতির প্রত্যাশা।

(৬) জনকল্যাণমুখী কাজে অংশগ্রহণ : সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য যুবকের উদ্যম ও প্রয়াস অপরিহার্য। যুবক সতত

৯৫. *বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০।*
৯৬. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, ছহীহ তারগীব হা/৮৩।*

স্মরণ করবে আল্লাহ্র এই নির্দেশ- وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘণের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

এ জগতের দুঃখ অন্তহীন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, অগ্নুৎপাত এবং রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি পৃথিবীর মানুষকে বেষ্টন করে আছে। এই আর্ত-পীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষদের সেবার মধ্যে আদর্শ মুসলিম যুবকের অন্তরে উদ্ভাসিত হবে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দ। এই বিশ্বব্যাপী দুর্দিনে মুসলিম যুবক যদি মানবসেবার মহৎ আদর্শটি ধরে রাখে তাহ'লে ইসলামের স্বতঃস্ফূর্ত মানব সেবার মহত্ত্বের প্রতি পুনরায় বিশ্ববাসীর আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসবে।

(৭) মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠা : মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য প্রতিষ্ঠার মানসে প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিম যুবক নিম্নে প্রদত্ত আল্লাহ্র ঘোষণাসমূহের বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে- وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবূত করে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। অন্যথা তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে' *(আনফাল ৮/৪৬)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে নানা মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম উম্মাহ আজ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ খাঁটি ইসলামী আদর্শ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে মুসলিম সমাজে আজ সৃষ্টি হয়েছে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত ভেদ-বৈষম্য এক বড় ধরনের মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক মনে রাখবে মুসলিম তো মুসলিমই। সে কুরআন মানে, ছহীহ হাদীছ মানে। তার আবার ভেদাভেদ কিসের? এই ভেদাভেদের মূঢ়তা ঘুচাবার জন্য মুসলিম যুবক কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করবে আল্লাহ্র এই ঘোষণা সম্পর্কে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার আদেশদাতাগণের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে সেটাকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৪/৫৯)*। তিনি আরো বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'কিন্তু তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতেই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে সালিশ মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যে ফায়ছালা করবে সে সম্পর্কে তারা কুণ্ঠাবোধ করবে না; বরং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

সমাপনী : এ হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকার কতিপয় দিক। আজ বিশ্বজুড়ে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মহামারী চরম আকার ধারণ করেছে। দেড় হাযার বৎসরের প্রাচীন সোনালী ইতিহাস ডুকরে ডুকরে কেঁদে চলেছে। পৃথিবী জুড়ে শুধুই রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা। কাজেই অশান্তির ঘূর্ণিবাত্যা পরিদৃষ্ট হচ্ছে জীবনের স্রোতে পলে পলে। প্রভুত্ববাদী সম্প্রসারণবাদীর দল সমরতৃষ্ণা নিবারণে সদা মত্ত। মানব ভাগ্যে তা বহন করে এনেছে অপরিসীম দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতির সুবিশাল খতিয়ান। একেবারে গ্রাম্য স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত শুধুই মহাবিনাশ আর সর্বনাশ। পরিবার থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরোধিতার নগ্ন প্রমত্ত আস্ফালন। ফলে মানবতার বক্ষ্যস্থলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল ক্ষত। কাঁদছে মানুষ; কাঁদছে মানবতা। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম যুবকের দল চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কারণ মানবতার মুক্তি, স্বাধীনতা, উন্নতি-অগ্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে ইসলামী শরী'আহ নির্দেশিত পথ ও পন্থায় আত্মোৎসর্গের জন্য তারা চির অঙ্গীকার বদ্ধ। আর চিরকালের মুক্তি-পাগল হ'ল এই আদর্শ যুবকের দল। তাই তো যুব-জীবনের বর্ণ বিচিত্র পাতায় পাতায় থাকবে কুরআন ও সুন্নাহ্র চিরশুভ্র মূল্যবোধ। জীবনকে বাজি রেখে তারা ছুটে যাবে মানব জীবনের সুখ ও শান্তির মধুর প্রলেপ অন্বেষণে। বাতিলের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে তারা অন্তরের অন্তঃস্থলে নিগূঢ়রূপে উপলব্ধি করবে কুরআনে লিপিবদ্ধ সব বাধাজয়ী দুর্দমনীয় শক্তির আঁধার এই আয়াতটির সুগভীর তাৎপর্য- إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

এভাবে একদিন তারা সফল হবেই ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে কুরআন ও সুন্নাহ্র সহজ-সরল সুমহান আদর্শ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

এক নযরে হজ্জ

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) 'মীক্বাত' থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক তাওয়াফ, এভাবে সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* দো'আটি পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূনা; ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু'* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) 'সাঈ' শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন।

(৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারীগণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন।

(৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল করে ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে *'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক'* বলতে বলতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন।

অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন।

(১১) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে।

(১২) অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাতে বিশ্রাম নিবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন অপরাহ্নে তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

(১৪) ১১ তারিখ দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে। বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে প্রথম দু'দিনের স্থলে একদিনে কংকর মেরে মক্কায় ফেরা যাবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৯৭] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে তা করলে এটাই আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[৯৮]

(২) কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৯৯] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১০০] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[১০১]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১০২] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[১০৩]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[১০৪] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّـــدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তাঁর পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১০৫]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَ عَتِيْـــرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১০৬] উল্লেখ্য যে, ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১০৭] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১০৮]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[১০৯] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময়

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।
২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; হাকেম (বৈরূত : তাবি), ৪/২২৩।
৩. আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।
৪. কিতাবুল উম্ম (বৈরূত : ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।
৫. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।
৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।
৮. মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১০. তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ; সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরূত : ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।
১১. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লী : ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।
১২. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
১৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[১১০]

(৭) যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ মহান) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[১১১] (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে)।[১১২] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[১১৩] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার'।[১১৪]

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[১১৫]

(৯) গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[১১৬]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[১১৭]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[১১৮] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[১১৯]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[১২০] তিনি কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন।[১২১]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[১২২]

(১৬) কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল :

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্র রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[১২৩]

---

১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।
১৫. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪০৪ হিঃ), ২৬/৩০৮ পৃঃ।
১৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
১৮. বায়হাক্বী ৯/২৮৭; আবু ইয়া'লা, মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
২০. হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
২২. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
২৩. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
২৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৫ পৃঃ।
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
২৭. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

হক-এর পথে যত বাধা

(৭) অবশেষে হক-এর সন্ধান পেলাম

আমি কামাল আহমাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ নূরু মিয়া। আমার বাড়ী কুমিল্লা যেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত ইরুয়াইন গ্রামে। ১৯৯১ সালে যখন ৪র্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই, তখনই বাবার মনে ইচ্ছা জাগল তার দুই ছেলের মধ্যে একজনকে যুক্তিবাদী বা বড় মাওলানা বানাবেন। তখন আমি যুক্তিবাদী শব্দটি বুঝতাম না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে যুক্তি যে মূল্যহীন তা আমার জানা ছিল না। মাদ্রাসায় নতুন করে পড়া একটু কঠিন। তাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পাশ করে পুনরায় মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই। কিছুদিন পর বাবা হাতে মাইক্রোফোন দিয়ে আমাকে বড় মাওলানার মত সাজিয়ে ছবি তুললেন। ঘরে সে ছবি টাঙ্গিয়েও রাখলেন। তার বড় আশা তার ছেলে একদিন বিরাট মাওলানা হবে। তখন আমি জানতাম না ঘরে ছবি ঝুলালে কি হয়? বাবা আমাকে 'বিশ্ব নবী (ছাঃ), ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবনী এনে দিয়ে বলেন, বিকাল বেলায় বিভিন্ন ছেলেদের নিয়ে যেন ওয়ায করার চর্চা করি। সব সময় পাঞ্জাবী-লুঙ্গি পরি বলে লোকে আমাকে 'হুযূর' সম্বোধন করতে লাগল। মাদ্রাসায় ৫ম শ্রেণী থেকেই কুরআনের আমপারার অনুবাদ পড়া শুরু করি। ১৯৯৮ সালে কুরআনের সূরা বাক্বারার অনুবাদ, বাংলা মিশকাত, কুদূরী ফিক্বাহ পড়া শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে ১ম বিভাগে দাখিল পাশ করে মাদ্রাসা পরিবর্তন করলাম। ভর্তি হ'লাম লাকসাম গাজীমুড়া কামিল মাদ্রাসায়। ছোট থেকেই খেলাধূলায় অভ্যস্ত ছিলাম না। নিয়মিত ছালাতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু প্রচলিত মাযহাব আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তাই কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে হুযূরদের বলা কথাগুলো সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার মত কোন চেতনা তৈরী হয়নি। দেশ ও সমাজ যে শিরকী ও বিদ'আতী আবর্জনায় এভাবে ডুবে আছে তা কোন হুযূরের মুখে শুনিনি। বিদ'আত কি তখন আমি বুঝতাম না। পাড়া গাঁয়ের স্বল্প শিক্ষিত হুযূর যা বলে তাই ঠিক মনে করতাম। আমিও তাদের সাথে মিশে গিয়েছিলাম। মাযহাব কি জিনিস তখনও বুঝিনি। ধর্মের নামে প্রচলিত বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধভক্তি আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

২০০১ সালে আলিম পরীক্ষায় দুর্ঘটনাবশত ফেল করায় লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দেই। ২০০২ সালে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ফাযিল ক্লাস শুরু করি। এরই মধ্যে বড় ভাই ক্যাসেটের দোকান দেন। আমার মনটাকে শয়তান যেন ঘিরে ফেলল। দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরে পড়ে আমি আমার স্বপ্নগুলো যেন সব হারিয়ে ফেললাম। যাহোক প্রায় বছরখানেক এভাবে যাওয়ার পর ভাইয়া একদিন জানালো, আমার সাইপ্রাসে যাওয়ার ভিসা হয়েছে। আমাকে সাইপ্রাস যেতে হবে। ২০০৩ সালের ১০ মার্চ ইউরোপের দেশ সাইপ্রাস চলে যাই। সাইপ্রাসে সারা দেশ জুড়ে মাত্র তিনটি মসজিদ। পশ্চিমা কালচারের দেশে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে রাখা খুবই দুঃসাধ্য। তাদের কালচারের অবস্থা বর্ণনা করতেও মনে বাধা আসে। তাই বেশীরভাগ সময়ই ছালাত বাসায় পড়তাম। ২০০৪ সালের শেষের দিকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারে 'লিমাছল' এলাকার একটি মসজিদে মাগরিবের ছালাত পড়ব ভেবে ছালাতের বেশ কিছু পূর্বেই মসজিদে চলে যাই। মসজিদে গিয়ে দেখি কিছু বাঙ্গালী গোল হয়ে বসে রাহবার, ইস্তে গফার, আমীর, বক্তা ইত্যাদি নিযুক্ত করছে। ঐদিন তারা আমাকে হঠাৎ করে তাদের আলোচনায় বক্তা নিযুক্ত করে। অর্থাৎ আমাকে মাগরিবের পর বক্তব্য রাখতে হবে। জীবনের প্রথম আলোচনা রাখার অভিজ্ঞতা আমার সাইপ্রাসের এই লিমাছল মসজিদেই হ'ল। আমি কুরআনের সূরা আন'আমের প্রথম ৫টি আয়াত তেলাওয়াত করি এবং শাব্দিক অর্থ করে প্রায় ৩০-৪০ জন লোকের সামনে এক ঘণ্টা আলোচনা করি। যেহেতু মাদরাসার ছাত্র ছিলাম তাই খুব অসুবিধা হয়নি। তখন লোকজন মুগ্ধ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আমার বাড়ী কোথায়, আমি কোন সংগঠন করি কি-না ইত্যাদি। তাবলীগ জামাআতের এ প্রোগ্রাম গোপনে ছাত্রশিবিরের কর্মীরাই পরিচালনা করত। তারা আমাকে নিয়মিত আসার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু আমি পূর্ণভাবে সায় দিলাম না। তবে নিয়মিত মসজিদে আসা-যাওয়া করতাম। লিমাছল মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন সিরিয়ান। মসজিদে গিয়ে দেখতাম, সিরিয়ার আরবরা অধিকাংশই ছালাতের সময় রাফউল ইয়াদাইন করে। বুকের উপর হাত বাঁধে। তারা শবেমেরাজ ও শবেবরাতে কোন বিশেষ ছালাত বা আনন্দ উৎসব করে না। রামাযানে দেখলাম, তারা আট রাক'আত তারাবীহ পড়ে এবং বিতরের ৩য় রাক'আতে হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত করে। ঈদের ছালাতে আমি নিয়ত করেছিলাম ছয় তাকবীরের। কিন্তু ইমাম ছাহেব যখন ১২ তারবীরে ছালাত শেষ করলেন তখন খুব চিন্তিত হ'লাম। বছরে একবার আসে ঈদের ছালাত, এখন কি হবে? আমার ছালাত কি হয়েছে? মাথার মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করছে, আল্লাহ তা'আলা এক, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সর্বশেষ নবী। একই কুরআন, একই হাদীছ, তাহ'লে ইবাদত কেন এত রকম? আরবরা এভাবে পড়ে কেন? তাদের নেকীর প্রয়োজন হ'লে, আমাদেরও তো নেকীর প্রয়োজন। তাহ'লে এত পার্থক্য কেন? এ চিন্তা আমার মাথায় সর্বক্ষণ ঘুরপাক খেতে লাগল। দেশে থাকতে জানতাম আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর মাদরাসায় নবম, দশম ও আলেম শ্রেণীর কুদূরী, শরহে বেক্বায়া, উছূলুশ শাশী, নূরুল আনোয়ার এগুলো হানাফী মাযহাবেরই কিতাব। মাঝে মাঝে নিজেকে ভাবতাম আমরা হানাফী আর আরবরা অন্য মাযহাবী, তাই তারা এভাবে ছালাত পড়ে। কিন্তু মনের অবস্থার কোন পরিবর্তন হ'ল না। নিয়মিত মসজিদে আসা-যাওয়ার মধ্যে একসময় তাবলীগী ভাইদের সাথে মিশে যাই। লিমাছল থেকে রাজধানী নিকোশিয়ায় পর পর তিনটি চিল্লাও আমি দিয়েছি। মাদরাসা পড়ুয়া বলে তাবলীগী অনুষ্ঠানে প্রায়ই আলোচনা করতাম। একদিন হঠাৎ ছালাতের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। কুমিল্লার নাঙ্গলকোট থানার এক ভাই সালেকীন শিবির কর্মী হ'লেও বাহ্যিকভাবে তাবলীগের কাজ করতেন। তিনিও আমার সাথে মাঝে মধ্যে আলোচনা করতেন। একদিন তিনি ছালাতের পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, 'সিজদায় যাওয়ার আগে হাত দিতে হয়'। তখন আমি এবং উপস্থিত তাবলীগী আমীর শামীম ভাইসহ অনেকেই বললেন, না সিজদায়ে যাওয়ার আগে হাঁটু দিতে হয়। আমরা মাদরাসায় এভাবেই পড়ে এসেছি। সালেকীন ভাই তখন বললেন, 'কামাল ভাই! আমার কাছে একটা বই আছে, ঐ বইটিতে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত দেয়ার কথা আছে। আমি তাকে বললাম, আমাকে বইটি একটু পড়তে দিবেন। একদিন

তিনি আমাকে বইটি পড়তে দিলেন। বইটি হচ্ছে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর 'ছিফাতু ছালাতিন্নবী' (অনুবাদ: এম এম সিরাজুল ইসলাম)। পরে তার কাছ থেকে আরো কিছু বই যেমন- কাজী ইবরাহীম প্রণীত 'তাওহীদ জিজ্ঞাসার জবাব', মাওলানা আব্দুর রহীম প্রণীত 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বই নিয়ে অধ্যয়ন করি। এই বইগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে আমি যেন নতুন এক পৃথিবীতে পা রাখলাম। আমার অতীত জীবনের সমস্ত আমল যেন আমি সেই দিনই কবর দিয়েছি। 'ছিফাতু ছালাতিন্নাবী' বইটির শেষের দিকে অনুবাদক এম এম সিরাজুল ইসলাম প্রচলিত ছালাতের ৭৬টি ভুল উল্লেখ করেন। আমি যেন হতবাক হয়ে যাই। এতদিন ছালাত পড়েছি, অথচ আমি এ ৭৬টি ভুলের মধ্যে ডুবে ছিলাম। এই বইয়ের সাথে আরবদের ছালাতের হুবহু মিল রয়েছে দেখে আমার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমি তখন থেকেই আমার পূর্ববর্তী ছালাতের পদ্ধতি ত্যাগ করে এই বইয়ের হাদীছের রেফারেন্স মোতাবেক ছালাত পড়া শুরু করি এবং ধাপে ধাপে ছালাতের ঐ ৭৬টি ভুলের সংশোধন করি। তখন থেকেই আমার সহকর্মীরা আমার বিরোধিতা শুরু করে। জামায়াতে ইসলামীর এক বয়স্ক কর্মী আমার রুমে থাকতেন। তিনি আমার খুব বিরোধিতা করতে থাকেন। সাইপ্রাসে বাঙালীদের মধ্যে আমি আর কাউকে আমার মত ছালাত পড়তে দেখিনি। কিছুদিন পর আমার দেখাদেখি আমার এক রুমমেট আমার মত ছালাত পড়া শুরু করে, ফালিল্লাহিল হামদ। তখন ঐ বয়স্ক লোকটি তো চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষেপে উঠল। রুমমেটদের অনেকেই বিভিন্ন মন্তব্য শুরু করল। কিন্তু আমি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের সিদ্ধান্তেই স্থির থাকলাম। কিছুদিন পর ২০০৫ সালের জুনে বাংলাদেশ থেকে রাসেল নামে এক ছেলে সাইপ্রাস যায় এবং আমাদের রুমে অবস্থান করে। রাসেল আমার ছালাত পড়া দেখে একদিন আমাকে বলল, 'কামাল ভাই! আপনি যেভাবে ছালাত পড়েন বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ' নামে একটি সংগঠন আছে যারা হুবহু আপনার মত ছালাত আদায় করে। বাংলাদেশে গেলে তাদের বক্তব্য শুনে দেখবেন তারা দলীল ছাড়া কোন কথা বলে না। ২০০৬ সালে ৩০ এপ্রিল দেশে আসার সময় 'ছিফাতু ছালাতিন্নাবী ও আব্দুর রহীম প্রণীত 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বই দু'টির নাম লিখে নিয়ে আসলাম। বাড়ীতে ফিরেই আমি গ্রামের মসজিদে গিয়ে সফরে কাযা হওয়া ছালাতগুলো আদায় করছিলাম। তখন মসজিদে উপস্থিত ছিল আমাদের এলাকার তাবলীগ জামাআতের এক মুরব্বী। তিনি আমার ছালাত পড়ার পদ্ধতি দেখে পুরা এলাকায় তা প্রকাশ করে দিল। ফলে লোকজন আমাকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করতে শুরু করল। মসজিদের ইমাম ছাহেব আমাকে একদিন জুম'আর সময় ৫ মিনিট আলোচনার সুযোগ দিলেন। আমি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা সংক্রান্ত কিছু কথা বললাম এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (ছাঃ) বলে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে লাগানোর বিরোধিতা করলাম। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়তে হবে এ পর্যন্তই সঠিক। বাড়তি আর কিছু করা উচিত নয়। আমার এ কথা শুনে ঐদিন মসজিদ কমিটি ও মুছল্লীরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমার আব্বা মসজিদ কমিটির একজন সদস্য হওয়ায় মসজিদ কমিটির লোকজন আব্বার কাছে বিচার দিল। আব্বা আমাকে সেদিন সরাসরি কিছু না বলে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য লাকসাম পৌর শহরে প্রায় সকল মসজিদে ছালাত পড়লেন। তিনি অনেক যাচাই-বাছাই করার পর একদিন আমাকে বললেন, 'বাবারে, সবাই নামায পড়ে এক রকম, তুই পড়স আরেক রকম, এত বড় বড় হুযূররা কি বুঝে না? বায়তুল মোকাররাম মসজিদের হুযূর কি ভুল করে? মাওলানা সাঈদী কি ভুল বলে? তোর মত আমি আর কাউকে ছালাত পড়তে দেহি নাই'।

আমি আব্বার কথাগুলো শুনলাম কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। কেবল কিতাব সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। লাকসামের লাইব্রেরী ও কুমিল্লা শহরের লাইব্রেরীগুলোতে খুব খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে লাকসাম শহরে এক মসজিদে আমাকে ছালাতরত অবস্থায় এক মুছল্লী বুকের উপর থেকে হাত টেনে নিচে নামানোর চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে লোকজন ঘিরে ফেলতো। আল্লাহ্‌র সাহায্যে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তাদের কথার জওয়াব দিতাম। অনেক দিন অপেক্ষার পর লাকসাম শহরের এক লাইব্রেরীতে 'সুন্নাত ও বিদ'আত' এবং 'ছিফাতু ছালাতিন্নাবী' পেলাম। এভাবে কিতাবের সন্ধানে আমার এক-দেড় বছর কেটে যায়।

২০০৭ সালের শেষের দিকে সরকারীভাবে ভোটার আই.ডি কার্ড করানোর জন্য কেন্দ্র করা হয় লাকসাম শহরে। সেখানে কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লার দেবীদ্বার থানার মফীয নামে এক ব্যক্তি। তিনি একদিন লাকসাম বাইপাস হাউজিং মসজিদে একাকী আছরের ছালাত আদায় করেন। তার অপর পাশে ছিলাম আমি। আমি যখন দেখলাম তিনি ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধেন এবং রুকূর আগে-পরে রাফউল ইয়াদায়ন করেন, তখন আমার মনে হ'ল যেন আমি ঈদের চাঁদ দেখেছি। আমি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম তাকেই দেখি আমার মত ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে বা রাফউল ইয়াদায়ন করতে। আমি ছালাত শেষ করেই বললাম, 'ভাই! আপনি যে আমার মত ছালাত পড়লেন, আপনি কি আহলেহাদীছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আপনি? আমি বললাম, আমি আহলেহাদীছ কি-না বলতে পারবো না। তবে আমি সাইপ্রাসে থাকাকালীন নাছিরুদ্দীন আলবানীর 'ছিফাতু ছালাতিন্নাবী' বইটি পড়ে ছালাত পরিবর্তন করি এবং 'আহলেহাদীছ' শব্দটি আমি সেখানেই এক যুবকের নিকট শুনেছি। তার সাথে পরিচয় হ'লে তিনি আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং লাকসাম বাইপাসে আমার 'মাইওয়ান' শোরুমে সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করেন। সেদিন মফীয ভাই আমাকে ২০০২ সালের ২ কপি আত-তাহরীক, মুহতারাম ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)', আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রণীত 'কে বড় লাভবান' বই এবং তাঁর ঢাকার বংশালে প্রদত্ত 'ছালাত' বিষয়ক আলোচনা ও মাওলানা তারেক মনোয়ারের 'সুন্নাত ও বিদ'আত' বিষয়ক আলোচনার সিডিগুলো দিয়ে বললেন, আপনার কোন বইয়ের প্রয়োজন হ'লে ঢাকা বংশালে কয়েকটি আহলেহাদীছ লাইব্রেরী আছে, সেখানে যাবেন। সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় সব বই পাবেন। (মফীয ভাইকে আল্লাহ হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন)। তিনি যতদিন লাকসামে ছিলেন ততদিন আমাকে আহলেহাদীছ সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেন, যা আমাকে হক্ব খোঁজার পথ দেখায়। কিছুদিন পরই আমি ঢাকার বংশালে অবস্থিত আহলেহাদীছ লাইব্রেরীগুলোতে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক বইগুলো সংগ্রহ করি এবং নিজে নিজে দৃঢ়চিত্ত হই যে, আমার কাছে এখন দলীল আছে। ইনশাআল্লাহ আমার আর কোন সমস্যা হবে না। এর কিছুদিন পর লাকসামে আমি আমার নিজস্ব

শোরুমে না বসে আমাদের সিডি-ক্যাসেটের দোকানে বসা শুরু করি এবং প্রতিদিন সকালে আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ-এর 'ছালাত' বিষয়ক ক্যাসেটটি বড় সাউন্ডবক্সে বাজাতে আরম্ভ করি। প্রতিদিন বাজানোর কারণে কেউ কেউ বিরক্ত বোধ করত। আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনত। এভাবে প্রতিদিন সকালে 'ছালাত' ও 'সুন্নাত-বিদ'আত' ক্যাসেটটি বাজাতে থাকলে কিছু সংখ্যক লোক সিডিগুলো চাওয়া শুরু করল আর আমি কাউকে দশ টাকার বিনিময়ে আবার কাউকে ফ্রি সিডিগুলো দিতে থাকলাম। একসময় ডিশ লাইনে সিডিগুলো চালানোর জন্যও ডিস অপারেটরকে অনুরোধ করি। এভাবে আমি আমার দাওয়াতী মিশন পুরোদমে অব্যাহত রাখি। কে আমাকে মন্দ বলল, আর কে ভাল বলল, সে দিকে চিন্তা না করে বন্ধুমহলে হক্ব প্রচার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাই। কিছুদিন পর লাকসাম শহরেই আমার বাসার পাশে মসজিদে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা টাঙ্গাইলের মাস'ঊদ ভাই আমার মতো ছালাত আদায় করলেন। আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করি এবং তার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের আরেক ভাইকে সঙ্গী হিসাবে পাই। মাস'ঊদ ভাই আমাকে একদিন বললেন, লাকসামের পশ্চিমগাঁয়ে আম্মাজান মসজিদে নাকি ছালাতে অনেকেই জোরে আমীন বলে এবং সেখানে নাকি বেলাল নামে এক ব্যক্তি আছেন যিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। এ কথা শুনে আমি একদিন জুম'আর ছালাত আদায় করতে সেখানে যাই। দেখতে পাই, সত্যি সত্যি কিছু সংখ্যক লোক ছালাতে জোরে আমীন বলছে। আমি ছালাত শেষে বাড়ী রওনা হওয়ার পথে বেলাল ভাই আমার পরিচয় জানতে চাইলেন এবং বসতে বললেন। আমি বিস্তারিত পরিচয় দেয়ার পর তিনি আমার কাছে দাওয়াতী কাজের জন্য সহযোগিতা চাইলেন। তখনও তিনি জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে কুতুবে সিত্তার কিতাবগুলো সংগ্রহ করে নিয়মিত অধ্যয়ন করা শুরু করেন এবং নিজ পারিবারিক মসজিদে তা'লীম চালু করেন। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক তাদের ছালাতে জোরে আমীন বলা, রাফঊল ইয়াদায়ন করা ও বুকের উপর হাত বাঁধা শুরু করে। কিন্তু আহলেহাদীছ সংগঠনের সাথে কেউই সরাসরি জড়িত নয়।

কিছুদিন পর বেলাল ভাই আমাকে ফোনে দাওয়াত দিলেন যে, কুমিল্লা থেকে দাওয়াতী কাজে লাকসামে মেহমান আসবেন, আমি যেন সেখানে উপস্থিত থাকি। আমি সেদিন উপস্থিত হয়ে দেখি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শরাফাত আলী উপস্থিত লোকদেরকে দ্বীনী বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি অনুষ্ঠান শেষে ছফিউল্লাহ ভাই ও সেখানে উপস্থিত সঊদী প্রবাসী দু'জন ভাইয়ের সাথে পরিচিত হ'লাম। মনে সেদিন গভীর প্রশান্তি পেলাম এবং দিন দিন হক্বের জোয়ার বাড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে আমি এবং শাহেদ ভাই কুমিল্লার তুলাগাঁও-এ আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফের মাহফিলে উপস্থিত হ'লাম। এরপর থেকে সরাসরি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র একজন সদস্য হয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করি, যা আজও অব্যাহত আছে আলহাম্দুলিল্লাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে দেখি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বাধা আসে হক্ব কথা বলাতে। এই পথ যে এত পিচ্ছিল, দৃঢ়পদে টিকে থাকা খুবই দুষ্কর। আর যারা হক্ব কথা প্রচারে সবচেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করে, তারা হ'ল এক শ্রেণীর নামধারী আলেম ও মসজিদের ইমাম। হঠাৎ একদিন লাকসাম বাইপাস মসজিদে জুম'আর ছালাতে মাহফূয নামে র‍্যাবের এক ভাই সিভিল পোষাকে এসে আমার আমল দেখে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আমার বিস্তারিত পরিচয় দিলে আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহে তিনি আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং আমাকে হক্ব প্রচারে উৎসাহ যোগালেন। যদিও মাহফূয ভাই তখনও আহলেহাদীছ হননি। দীর্ঘ ২ বছর তার সাথে কথা বলার পর এখন তিনি মনের দিক থেকে পুরো আহলেহাদীছ। এভাবে আল্লাহ্র একান্ত ইচ্ছায় আমি আমার দাওয়াতী কাজে একটুও পিছপা হইনি। দিন বদলের সাথে সাথে যখন যুবকশ্রেণীর অনেকেই আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে আমার সাথে সম্পর্ক করা শুরু করল, তখন আমিও তাদেরকে যথারীতি বই, সিডি সরবরাহ করতে লাগলাম। ঠিক তখনই কে বা কারা লাকসাম থানায় আমার নামে মিথ্যা জঙ্গীবাদের অপবাদ আরোপ করে অভিযোগ করল। ইনফরমেশন অনুযায়ী পুলিশ এসে আমাকেসহ আমার দোকানের বই-পুস্তক সবকিছু তল্লাশী করল। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্র অশেষ রহমতে কোন সমস্যা হয়নি।

আমি যতদিন বাঁচি আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের ফল্গুধারা সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজেই সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। মনকে শুধু এটুকুই বলছি যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর পিতা পাথর মেরেছেন প্রাণনাশ করার জন্য, গৃহ থেকে বের করে দিয়েছিলেন শুধু হক্ব বলার কারণে। রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ত ঝরেছে এই হক্বের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। সুতরাং পৃথিবীর যেখানেই হক্ব কথা বলা হবে সেখানেই বাধা আসবে। কয়েক বছর পূর্বেও যে লাকসামে আমি একজন আহলেহাদীছের সন্ধান পেতে ব্যাকুল হয়ে ঘুরতাম, আজ সে লাকসামে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাত আদায়কারীর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* দিন দিন এ সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লাকসামের ইমাম-মুয়াযিযন সবাই মিলে আমাদের বিরোধিতা শুরু করেছে। লাকসাম বাজারের দু'টি মসজিদে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে, কোন আহলেহাদীছ যেন সে মসজিদে ছালাত না পড়ে। মসজিদের ইমামগণ জুম'আর খুৎবায় সরাসরি আমার দোকান ও আমাকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিচ্ছে এবং আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত মুছল্লীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ তাতে হক্বের দাওয়াতের প্রসার বাড়ছে বৈ কমছে না। তাই বলছি, হক্বের পথে যত বাধাই আসুক না কেন, হক্বপিয়াসী মানুষের অন্তর সর্বদা হক্বের সন্ধান করবেই। কোন বাধাই তার জন্য অন্তরায় হ'তে পারে না। আল্লাহ এ দেশের সকল মানুষকে হক্বের অনুসারী হয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমাদের সকলকে জান্নাতী হিসাবে কবুল করে নিন- আমীন!!

-কামাল আহমাদ
লাকসাম, কুমিল্লা।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বিদ'আতের মাধ্যমে ছালাত শুরু

এশার ছালাতের নিয়ত 'আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্র ওয়াস্তে এশার চার রাক'আত ফরয ছালাত এই ইমামের পিছনে আদায় করবার জন্য নিয়ত করলাম- আল্লাহু আকবার'। আমাদের সমাজের মাওলানা ছাহেবরা আমাদেরকে প্রচলিত যে আরবী নিয়তটি মুখস্থ করিয়েছেন, তার বাংলা অর্থ এরূপ।

সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে জনৈক আব্দুল্লাহ বিন নূরুদ্দীন তাদের এলাকার একটি বড় মসজিদে এশার ছালাত আদায় করতে গিয়ে ছালাত শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, 'আমি আবদুল্লাহ বিন নূরুদ্দীন আজ ২০১৩ সালের ২৫ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার বরগুনা যেলার পাথরঘাটা থানার কাকচিড়া ইউনিয়নের অতীব সুন্দর ও ঝকঝকে এই বাইতুস সালাম মসজিদের ইমাম মাওলানা আখতারুল আলমের ঠিক পিছনে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্র ওয়াস্তে এশার চার রাক'আত ফরয ছালাত পড়ার নিয়ত করলাম- আল্লাহু আকবার'। মাদানী ছাহেব প্রচলিত নিয়তের সঙ্গে কিছু শব্দ বাড়িয়ে নিয়ত পড়েছিলেন। তার এইভাবে 'উচ্চৈঃস্বরে নিয়ত পড়া দেখে আশ-পাশের লোকজন অত্যন্ত কৌতুহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে কেউ কিছু বলেননি। কারণ তখন ছালাত শুরু হচ্ছে। ইমাম ছাহেবও একবার পিছনে ফিরে তাকিয়ে ছালাত শুরু করলেন।

ছালাত শেষে মাদানী ছাহেবের পাশে ছালাত আদায়কারী তার এক দূর সম্পর্কের চাচা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির মাঝে কথোপকথন:

চাচা : এইটা তুমি কি নিয়ত করলা বাবা?

মাদানী : কেন চাচা?

চাচা : এই রকম নিয়ততো আমি কখনও শুনিনি।

মাদানী : একটু বিস্তারিতভাবে সুন্দর করে বললাম।

চাচা : কিন্তু কুরআন-হাদীছের নিয়মমত হয়নিতো মনে হ'ল।

মাদানী : আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আমি কুরআন-হাদীছ মত নিয়ত বলিনি (কিছুটা মোটা স্বরে)?

চাচা : না, বাবা; আমিতো কুরআন-হাদীছ জানি না। তোমরা আলেম মানুষ। কুরআন-হাদীছ অনেক শিখেছ। এই রকমভাবে নিয়ত কি কুরআন-হাদীছে আছে?

মাদানী : আপনি কিভাবে নিয়ত করলেন চাচা?

চাচা : 'নাওয়াইতু আন... প্রচলিত নিয়তটি বললেন?

মাদানী : চাচা! এইটা কি কুরআন-হাদীছে আছে?

চাচা : কও কি তুমি বাবা? কুরআন-হাদীছে না থাকলে আমরা শিখলাম কিভাবে? আমরা সাধারণ মানুষেরা যে সব কিছুই কুরআন-হাদীছ মনে করি। চাচা সহজ-সরলভাবেই উত্তর দিলেন।

মাদানী : আমি মদীনায় ৪/৫ বছর লেখাপড়া করলাম। কুরআন-হাদীছে আমার বা আপনার কোন নিয়তই তো পাইনি?

চাচা : (এবার ইমাম ছাহেবের দিকে মুখ করে) ইমাম ছাহেব! ভাতিজা আমার কি কয়? নাওয়াইতু আন... বলে কুরআন-হাদীছে নেই?

ইমাম ছাহেব : (একটি বড় কওমী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ পাস করা মানুষ) একটু চুপ করে থেকে বললেন, কুরআন হাদীছে কিভাবে নিয়ত পড়তে হবে তা নেই। কিন্তু নিয়ত করার কথা বলা আছে বিধায় আলেমেদ্বীনগণ এইভাবে নিয়তের কিছু নিয়ম সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

চাচা : কিছুটা থমকে গেলেন! আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বলেন, যে আরবী নিয়ত আমরা পড়ি সেটি কুরআন হাদীছে নেই?

ইমাম ছাহেব, একটু ঘুরিয়ে আবারও বললেন, সরাসরি এভাবে নেই। কিন্তু বড় বড় আলেমরা বলেছেন এটা। আর তারা হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)-এর উত্তরসূরী।

মাদানী: কুরআন-হাদীছে এই ধরনের নিয়ত নেই, ইমাম ছাহেব ঠিক বলেছেন চাচা। বুঝতে পেরেছেন?

চাচা : বুঝতে তো পারলাম, কিন্তু বড় বড় আলেমরা বলেছে, এটা কি হবে না?

মাদানী : না চাচা। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, পৃথিবীতে কোন মানুষের সেই ক্ষমতা নেই তা থেকে কম-বেশী করতে পারে। যারা এগুলো করবে তারা বিদ'আত করবে।

চাচা : কি বল ভাতিজা? তাহ'লে কি সারা জীবন ছালাত ভুল পড়ে আসলাম। এই ইমামেরা তো এই ব্যাপারে কিছুই বলেনি। ছালাত তাহ'লে কিভাবে শুরু করতে হয়?

মাদানী : সংক্ষেপে বললেন, ছালাতের নিয়ত হ'ল মনের সংকল্প। নিয়ত করতে হয়, পড়তে হয় না। পড়া হ'ল বিদ'আত। বিদ'আত করা বড় গুনাহের কাজ। মনের সংকল্পের পর ছালাত শুরু করতে হয় 'আল্লাহু আকবার' বলে।

এইভাবে আরো কিছু কথোপকোথনের পর চাচা বুঝতে পারলেন ছালাতে আমরা প্রচলিত যে নিয়ত পড়ি তা বিদ'আত। মূলতঃ মাদানী ছাহেব আমাদের দেশের প্রচলিত অসংখ্য বিদ'আত সম্পর্কে একটু ব্যতিক্রমভাবেই মানুষকে জানাবেন, এই ধরনের চিন্তা থেকেই সে এই রকম আচরণ করেছিলেন। নিজে একটি নিয়ত বানিয়ে বলেছিলেন।

[উপরোক্ত ঘটনাটি গল্প আকারে সাজানো হয়েছে ছালাতের একটি বিদ'আত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য। বাস্তব ঘটনার সাথে যার কোন মিল নেই। এজন্য আমি নিজেকে এবং আমার এলাকাকে প্রতিকী হিসাবে বেছে নিয়েছি। ছালাতের মত সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ ইবাদতটি আমরা শুরু করি বিদ'আত করার মাধ্যমে। এ বিষয়ে মানুষের সঠিক উপলব্ধির নিমিত্তে এই লেখা। আসুন, ছালাতের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া এই বিদ'আতটিকে দূর করতে আমরা সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!]

** আবদুল্লাহ আল-মামূন*
দাম্মাম, সঊদী আরব।

কবিতা

আল্লাহ প্রেমিক ইবরাহীম (আঃ)

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

স্মৃতিপটে দেয় উঁকি আজ
ইবরাহীম (আঃ)-এর কুরবানী,
পরীক্ষিতে দোশত আল্লাহ্র
নেমে এলো তাঁর বাণী।
আকাশছোঁয়া অগ্নিশিখা
কেশরাজি যার পুড়লো না,
এমন ঈমান আনতে পারে
এই ধরাতে কয়জনা?
খুব আদরের স্নেহে ভরা
একটি মাত্র সন্তানে
আল্লাহ্র আদেশ তাই নিয়ে যায়
করতে যবেহ ময়দানে।
যেমন পিতা তেমন পুত্র
তেমন মাতা হাজেরা।
শয়তানের ঐ পাতা ফাঁদের
ব্যর্থ হ'ল সব কলা।
আল্লাহ প্রেমিক আশেক ইলাহী
জয়ী হ'লেন সর্বদিক,
আল্লাহ্র দেওয়া পিতার খেতাব
পেলেন তিনি তাই যে ঠিক।
মিল্লাতেরই পিতা তিনি
আল্লাহ্র দেওয়া এই খেতাব,
বিজয় মুকুট তার শিরেতে
নাই মোটে তাই দুঃখ-তাপ।

***

ঈদের খুশি

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ঈদ এসেছে ঘরে ঘরে
খুশির আয়োজন,
ঈদের খুশি বিলিয়ে দেয়া
সবার প্রয়োজন।
খোকা-খুকির মুখে হাসি
কারণ খুশির ঈদ,
নিশী জেগে হর্ষে মেতে
হারিয়েছে নিদ।
খোকা-খুকু দল বেঁধে তাই
দেখছে ঈদের চাঁদ,
তাদের মনে খুশির জোয়ার
যেন আনন্দেরই নাদ।
সবার মুখে নব পুলকে
নব খুশির রব,
এক সাথে সবে পালন করবে
ঈদেরই উৎসব।
মুসলিম উম্মাতের মাঝে
ঈদের খুশি ভাই,
তাইতো সবাই সেজেগুজে
ঈদ করিতে যাই।

***

সাত ভাগে নয় এক ভাগে

আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

মুসাফিরের কছর ছালাত সন্দেহ নেই তাতে,
মুকীমেতে পূর্ণ ছালাত জানি হাদীছ মতে।
নিষেধ পালন নবীর বিধান ব্যক্তি মত নয়,
ব্যক্তি মত বিদ'আত বিধায় ত্যাজ্য সর্বদাই।
সফরে ছিয়াম ছেড়ে মুকীমিতে ধরে,
এর বিপরীত মানুষ করবে নারে।
যিনি প্রচারিলেন রবের এ অহী,
সে মতেই কুরবানী সবার হবে যে ছহীহ।
সাতজনে এক গরু ভ্রমণে যবে,
অনুরূপ গৃহেতে সুন্নাত না হবে।
সমাজের মাঝে সবে এ বিধান মানে,
সাতজনে এক পশু সঠিক কেমনে?
দয়াময় দাও জ্ঞান বিদ'আতী হৃদয়ে,
সুন্নাতের আবাদ হোক ছহীহ হাদীছ মতে।
সাত ভাগে এক গরু গুরুর বিধান,
হাদীছের বিধান মেনে কর কুরবান।
অখণ্ড খুন ইসমাঈলের তুষ্ট হ'লেন রব
রক্ত-গোশত চান না তিনি তাক্বওয়াটাই সব।

এসো করি আন্দোলন

মুহাম্মাদ নাজমুছ সা'আদাত
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

প্রকৃত মানুষ গঠনে এসো করি আন্দোলন
অহি-র বিধান কায়েম করতে এসো করি সংগঠন।
বিশুদ্ধ আক্বীদা গড়তে এসো হই সোচ্চার
ইসলামী পরিবার গড়তে এসো করি অঙ্গীকার।
শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়বো তাই করেছি পণ
ইসলামী বিধান দেশে করব বাস্তবায়ন।
সবখানে সোনামণি করব গঠন
শিশু নিরপত্তা করব বাস্তবায়ন।
রাসূলের আদর্শে গড়ব জীবন
ঘটাবো মোরা আদর্শের প্রতিফলন।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো রুখে
সমাজে মোরা থাকবো শান্তি-সুখে
নৈতিক অবক্ষয় সমাজ থেকে করে মূলোৎপাটন
সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ করব বাস্তবায়ন।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. নূহ (আঃ)-এর ছেলে কেনানকে।
২. মূসা (আঃ)।
৩. রামাযান মাসে।
৪. পারস্যের বাদশাহ কিসরা।
৫. বাদশাহ নাজাশী।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১. নারিকেল।
২. বট।
৩. রেইনট্রি।
৪. লজ্জাবতী।
৫. পাথরকুচি।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ছালাত বিষয়ক)

১. কোন ছালাতে আযান ও একামত নেই?
২. কোন ছালাতে ছানা পড়তে হয় না?
৩. কোন ছালাতের প্রতি রাকা'আতে দু'টি করে রুকূ করতে হয়?
৪. কোন ছালাত আদায় করলে শরীরের ৩৬০ জোড়ের সমান ছাদাক্বা করা হয়?
৫. কোন ছালাতে রুকূ-সিজদা নেই?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১. সারবিহীন পাঁচটি গাছ কি কি?
২. দ্বিতলপত্রী বীজ পাঁচটি গাছ কি কি?
৩. একতলপত্রী বীজ পাঁচটি গাছ কি কি?
৪. কোন ফলের মাথায় গাছ হয় এবং সে গাছ রোপণে ফল হয়?
৫. গাছের গোড়া রোপণ করে কোন গাছের বংশ বৃদ্ধি হয়?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

গাযীপুর, তেরখাদা, খুলনা ১২ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় যেলার তেরখাদা থানাধীন গাযীপুর গ্রামে অবস্থিত দারুস সুন্নাহ সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক ও কুমিরডাঙ্গা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুল হক। অত্র প্রশিক্ষণে অর্ধশতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

শিয়ালী, রূপসা, খুলনা ১৯ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার রূপসা থানাধীন শিয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আযাদ।

সোনামণি

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

সোনামণি সোনাদের
মোরা ভাল বাসব
হাসি ভরা মুখ দেখে
প্রাণ খুলে হাসব।
ছোট চোখের চাহনিতে
কি যে যাদু মাখারে
ভবিষ্যতের অন্ধকারে
উজ্জ্বল আলো আঁকারে।
তোতলা কথা লাগে ভালো
শুনতে আরো ইচ্ছা হয়
দো'আ-কালেমা সোনামুখে
বারে বারে শুনি তাই।
পাখীর মতো মুখের বুলি
বড় মধুর মিষ্টি
এ যেন গো বিধাতার
অপূর্ব এক সৃষ্টি।
সোনামণি যখন মোদের
বড় হয়ে লড়বে
শিরক-বিদ'আত ধ্বংস করে
তাওহীদি দেশ গড়বে।
ওরাই নবীন ওরাই তরুণ
ভবিষ্যতের বীর মুজাহিদ
ত্বাগূতী রাজ ধ্বংস করতে
আল্লাহ্র পথে হবে শহীদ।
সকল যুলুম অত্যাচারের
অবসানও করবে
ধর্মের পথে শহীদ হয়ে
জান্নাতী পথ ধরবে।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে আলিয়া ও ক্বওমী মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডা. জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সহ ছুটির দিনগুলিতেও লাইব্রেরী খোলা থাকে।

যোগাযোগ : আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
মাদরাসা মার্কেট (মসজিদ গেটের সরাসরি পূর্ব দিকে)
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

আরাফাহ দিবস : গুরুত্ব ও ফযীলত

*নাফীসা বিনতু জালাল**

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাহ ময়দানে চিহ্নিত সীমানার মধ্যে অবস্থান করা হজ্জের প্রধান রুকন। এই দিনকেই আরাফার দিন বলা হয়। এ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ। এ দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল।-

আরাফাহ দিবসের মর্যাদা :

এ দিবসটি অনেক ফযীলত সম্পন্ন দিবসের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। যে সকল কারণে এ দিবসটির এত মর্যাদা তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) এ দিন ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা লাভ ও বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আল্লাহ্র নে'মতের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। হাদীছে এসেছে-

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِى كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا). قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

'তারিক বিন শিহাব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ইহুদী লোক ওমর (রাঃ)-কে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে আপনারা এমন একটি আয়াত তেলাওয়াত করে থাকেন যদি সে আয়াতটি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হ'ত তাহ'লে আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদযাপন করতাম। তিনি বললেন, সে আয়াত কোনটি? লোকটি বলল, আয়াতটি হ'ল- اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। ওমর (রাঃ) এ কথা শুনে বললেন, আমি অবশ্যই জানি কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে ও কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোথায় ছিলেন। সে দিনটি হ'ল জুম'আর দিন। তিনি সে দিন আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলেন'।[১২৪]

(২) এ দিন হ'ল ঈদের দিন সমূহের একটি দিন। আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ-

'আরাফাহ দিবস, কুরবানীর দিন ও আইয়ামে তাশরীক (কুরবানী পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়ার দিন'।[১২৫]

ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে দু'টো ঈদের দিনে। তা হ'ল জুম'আর দিন ও আরাফাহ্র দিন।[১২৬]

আরাফাহ দিবসের ফযীলত : আরাফাহ দিবসের বিভিন্ন ফযীলত রয়েছে। যেমন-

১. আরাফাহ দিবসের ছিয়াম দু'বছরের গোনাহের কাফফারা :

আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ মাফ হয়। আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আরাফাহ দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ-

'আরাফার দিনের ছিয়াম, আমি মনে করি বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে'।[১২৭] উল্লেখ্য যে, আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করবেন তারাই যারা হজ্জব্রত পালন করেন না। অর্থাৎ আরাফাহ ময়দানের বাইরে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের মুসলিম এই ছিয়াম পালন করবেন।

২. আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন :

এ দিনে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هؤُلاَءِ

'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, তোমরা কি বলতে পার

* কৃষ্ণপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাবনা।

১২৪. *বুখারী হা/৪৫, ৪৬০৬।*

১২৫. *আবুদাঊদ হা/২৪১৯।*

১২৬. *ছহীহ জামি' তিরমিযী, হা/২৪৩৮।*

১২৭. *মুসলিম হা/১১৬৩।*

আমার এ বান্দারা আমার কাছে কি চায়'?[১২৮] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি আরাফাহ দিবসের ফযীলতের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেন, এ দিনে মুমিন বান্দারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গুনাহগারদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন না। তবে তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা-প্রাপ্তির পরই তা সম্ভব। হাদীছে এসেছে-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ، فَيَقُوْلُ : انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا-

'যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর তিনি আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকটে গর্ব করেন। আল্লাহ বলেন, আমার এ সকল বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ। তারা এলোমেলো কেশ ও ধূলায় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে'।[১২৯]

৩. অধিক পরিমাণে যিকর ও দো'আ করার উপযুক্ত সময় :

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

'সবচেয়ে উত্তম দো'আ হ'ল আরাফাহ দিবসের দো'আ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বলেছেন তা হ'ল- আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।[১৩০]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরাফাহ দিবসের দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হবে। আর সর্বোত্তম যিকর হ'ল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১৩১]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দো'আ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর মহত্ত্বের ঘোষণা করা উচিত।[১৩২]

অতএব, আরাফাহ দিবসের গুরুত্ব ও ফযীলত অনুধাবন করতঃ এ দিবসে ছিয়াম পালনে সবাইকে সচেষ্ট হ'তে হবে। তাছাড়া যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ইবাদতের ফযীলতও অত্যধিক। সে ব্যাপারেও আমাদেরকে যত্নবান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

গবেষণা আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান
কবিরাজ আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার মণ্ডল

ডি.এ.এম.এস, গভঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত (রেজিঃ নং ১৩২-এ) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ডবল ট্রেনিংপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ জাতীয় ব্যক্তিত্ব গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত চিকিৎসা ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য প্রদত্ত পদক সহ বহু সম্মাননা ও স্বর্ণ-রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত।

হাঁপানী, বাত, গ্যাসট্রিক, আমাশয়, মেহ, বহুমূত্র ও স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

যোগাযোগ
গবেষণা আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়
মোকাম ও ডাকঘর : তাহেরপুর-৬২৫১, রাজশাহী।

মোবাইল :
কবিরাজ : ০১৭১১-৯৬৮৭৯১
ম্যানেজার : ০১৭২২-০৪৩৯২৮
টেলিফোন : ০৭২৩৬৫৩২৪২।

ভিপি যোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

১২৮. *মুসলিম হা/১৩৪৮।*
১২৯. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬১; মিশকাত হা/২৬০১।*
১৩০. *তিরমিযী হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/২৫৯৮, সনদ ছহীহ।*
১৩১. *ইবনে আব্দুল বার্র, আত-তামহীদ।*
১৩২. *ইমাম খাত্ত্বাবী, শান আদ-দো'আ, পৃঃ ২০৬।*

স্বদেশ

বিচারের নামে প্রহসন

ভারতীয় আদালতে ফেলানী হত্যায় বিএসএফ জওয়ান নির্দোষ প্রমাণিত

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে 'বিএসএফ'-এর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী খাতুন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সীমান্ত রক্ষী বিএসএফের ১৮১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল অমীয় ঘোষকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে বিএসএফের নিজস্ব আদালত। মোট পাঁচজন বিচারক গোটা বিচার প্রক্রিয়া চালান এবং আদালত পরিচালনা করেন বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি কমিউনিকেশনস সি পি ত্রিবেদী। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারী ভোরে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার যেলার অন্তর্গত চৌধুরীহাট সীমান্ত চৌকির কাছে কাঁটাতারের বেড়া পার হওয়ার সময় ফেলানী খাতুন কনস্টেবল অমীয় ঘোষের গুলীতে নিহত হয়। ১৬ বছরের ফেলানীকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তার পিতা ও মামা দেশে ফিরিয়ে আনছিল। তার পিতা নূরুল ইসলাম ও মামা হানীফ কোনমতে কাঁটাতারের বেড়া পার হ'তে পারলেও বিএসএফ-এর গুলী খেয়ে ফেলানীর নিথর মৃতদেহ কাঁটাতারের উপররেই ঝুলে থাকে প্রায় পাঁচ ঘন্টা। অতঃপর তার দু'হাত ও দু'পা বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে তাকে নিয়ে যায়। একটি মুসলিম তরুণীর প্রতি এরূপ অসম্মানে ফেটে পড়ে তাবৎ বিশ্ব। যা বিশ্বের প্রায় সকল মিডিয়ায় প্রচারিত হয় ও মানুষের হৃদয়কে গবীরভাবে নাড়া দেয়। অমীয় ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় অনিচ্ছাকৃত খুন এবং বিএসএফ আইনের ১৪৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্ত আসামী নিজে খুনের কথা আদালতে স্বীকার করে। এছাড়া প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণেও অপরাধ প্রমাণিত হয়। ভারতীয় পুলিশও তাকে অভিযুক্ত করে চার্জশীট দাখিল করে। এতকিছুর পরও বিএসএফ-এর আদালত দোষীকে নির্দোষ বলে রায় দিল। ভারতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ রায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনও এ রায়কে প্রত্যাখান করেছেন এবং তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ফেলানী হত্যাকাণ্ডে বিএসএফ আদালতের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। আপিলের পর প্রয়োজনে তা পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হবে।

ভারতীয় সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যর পরিসংখ্যান :

মানবাধিকার সংস্থাগুলির হিসাব মতে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলীতে বা নির্যাতনে গত ১২ বছরে গড়ে প্রতি ৪ দিনে একজন নিরীহ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর রেকর্ড অনুযায়ী ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে গত ৩১ আগস্ট (২০১০) পর্যন্ত ৯৯৮ বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে বিএসএফ। একই সময়ে বিএসএফের হামলায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়েছে ৯২৩ জন, অপহরণের শিকার হয়েছে ৯৩৩ জন, নিখোঁজ হয়েছে ১৮৬ জন ও পুশইনের শিকার হয়েছে ২৩৫ জনের বেশি। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৫ নারী।

এছাড়া গত ১২ বছরে ভারতীয় সেনা কর্তৃক পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১ হাযার ৭ জন নারী। এভাবে ভারতীয় সেনারা গত ১০ বছরে বাংলাদেশী সীমান্তে হত্যা, অপহরণ, গুম ও ধর্ষণ-এর মত সাড়ে তিন হাযারেরও বেশি ঘটনা ঘটিয়ে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করেই চলেছে। অথচ সে দেশের নেতৃবৃন্দ সবকিছু বন্ধ করবেন বলে হরহামেশা মিথ্যাচার করেই চলেছেন।

বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১০৪৪ ডলার

সরকারী পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৯২৩ ডলার থেকে বেড়ে ১০৪৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় এই প্রথমবারের মতো চার অঙ্কের কোঠায় পৌঁছল। তবে এ দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান এখনো চতুর্থ। সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী, ২ হাযার ৯২৩ ডলার। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারতের মাথাপিছু আয় ১ হাযার ৫২৭ ডলার। আর ১ হাযার ৩৮০ ডলার মাথা পিছু আয় নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান সার্কে তৃতীয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক দশকে ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ধারাবাহিকভাবে কমে এসেছে। বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২৭ শতাংশের নীচে। ২০০৮ সালে যেখানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩০ ডলার, পাঁচ বছরের মাথায় তা ৪১৪ ডলার বেড়ে হয়েছে ১০৪৪ ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার কারণে প্রবাসী নাফীসের ৩০ বছরের কারাদণ্ড

বোমা হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে আটক বাংলাদেশী যুবক কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফীসকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত ৩০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ২২ বছর বয়সী নাফীস নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। 'স্টিং অপারেশন' নামক একটি প্রকল্পের আওতায় আমেরিকার ছদ্মবেশী গোয়েন্দাদের সহায়তায় নাফীস বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেছিল। এরপর একটি গাড়িতে প্রায় এক হাযার পাউন্ড নকল বিস্ফোরক ভরে ব্যাংকের সদর দরজার সামনে গিয়ে সে মোবাইলের মাধ্যমে বোমাটি ফুটানোর চেষ্টা করে। এভাবে নাফীস কার্যত দেশটির গোয়েন্দাদের পাতানো একটি ফাঁদে পা দিয়েছিল। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করে ১০ মাস যাবৎ বিচারকার্য চলার পর এ রায় প্রদান করা হয়। তবে দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় এ রায়ের পর আপিলের কোন সুযোগ নেই। দেশটির বিচার বিভাগের কাছে এক চিঠিতে সে নিজের দোষ স্বীকার করে।

চিঠিতে সে বলে, আমার কৃতকর্ম অমার্জনীয় ও কাপুরুষোচিত। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর আমার কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে। আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে, নিশ্চিতভাবে এটা ছিল ইসলামের নামে ভুল শিক্ষা। এটি শুধু অনৈসলামিক নয়, বরং এটি আমার পরিবার ও আমার জীবনকে ধ্বংস করেছে, সর্বোপরি জীবনের এ দুর্বিপাকের জন্য আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। অথচ এপথে চলার সময় কখনো আমার মনে হয়নি যে ধীরে ধীরে আমি ভুল পথে এগোচ্ছি।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য আমি প্রচুর সময় পেয়েছি। আমি পুরো কুরআন পড়েছি, কারাগারে আসার আগে কখনো যে সুযোগ হয়নি। যতই পড়েছি, আমি ততই বুঝতে পেরেছি আমি কোন কিছু না বুঝেই অন্ধভাবে মৌলবাদীদের অনুসরণ করেছি। আমার পরিকল্পিত এই কর্মকাণ্ডের সমর্থনে আমি কুরআনের কোথাও একটি আয়াতও পাইনি। একেকটি দিন যাচ্ছিল,

আর আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম। গোয়েন্দারা যদি আমাকে এভাবে না ফাঁসাতো, তাহ'লে না জানি আমি কি করে বসতাম। তাই এরূপ অপকর্মের হাত থেকে রক্ষা করায় আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ। মাননীয় বিচারক, আমি গুরুতর ভুল করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।

[যারা ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য জিহাদ ও ক্বিতালের প্রতি তরুণদের উসকে দেন, তারা মূলতঃ ইহুদী-নাছারাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছেন কি-না ভেবে দেখার বিষয়। বিগত দিনে তারা আফগানিস্তানে 'তালেবান' সৃষ্টিতে সহায়তা করে পরে তাদেরকে আবার সন্ত্রাসী বলেছে। স্টিং অপারেশনের ন্যায় অন্যান্য মুসলিম দেশে তারা এমন ধরনের অপারেশন অবশ্যই চালাচ্ছে কেবল ইসলামের বিজয় ঠেকানোর জন্য। অতএব মুসলিম তরুণরা সাবধান হও! (স.স.)]

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় আগুন লাগানোর সাজানো নাটক

বিদেশীদের অনুকম্পা ও দেশী-বিদেশী মিডিয়ায় প্রচার পেতে এবং বাঙালী স্থানীয় মুসলিমদের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই নিজেদের ভাঙ্গাচুরা ঘরে আগুন দিয়ে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় ঘর পোড়ানোর নাটক সাজানো হয়েছে। উক্ত উপযেলার তাইন্দং এলাকার পাহাড়ী পল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর কোন প্রকার হুমকি ছাড়াই বেশ কিছু পাহাড়ী ফেনী নদী পার হয়ে ভারতে চলে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের হাতে পাহাড়ীদের নির্যাতন কিংবা পাহাড়ীদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা বিরল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এনজিও চক্রের 'আদিবাসী অধিকার', 'আদিবাসী পুনর্জাগরণ', 'আদিবাসী পুনর্বাসন', 'আদিবাসী সংরক্ষণ' ইত্যাদি হাক-ডাক মূলতঃ তাদের চিরায়ত নীলনকশা ও ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

জানা গেছে, গত ৩ আগষ্ট শনিবার দুপুর ১২টায় ভাড়ায় যাত্রী নিয়ে যাওয়ার পথে তাইন্দংয়ের বান্দরসিং এলাকা থেকে মুহাম্মাদ কামাল (৩২) নামে এক মোটরসাইকেল চালক অপহৃত হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুপুরের পর থেকে ঘটনার প্রতিবাদে বাঙালীরা মিছিল-মিটিং শুরু করে। এটাকে সুযোগ হিসাবে লুফে নিয়ে পাহাড়ীরা বিকাল ৩-টায় বান্দরশিংপাড়া, বগাপাড়া ও সর্বস্বপাড়ায় ঘর-বাড়িতে যে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায় তা নিছক সাজানো নাটক।

অপহরণ বিষয়ে তাইন্দং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম বলেন, অপহরণের ঘটনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য ফণীভূষণ চাকমা ও বান্দরশিং পাড়ার কারবারী (গ্রামপ্রধান) বলেন, অপহরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

জিডিপিতে অবদান বাড়ছে কুটির শিল্পের

অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদান ৫ দশমিক ২৭ ভাগ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের অবদান দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনে এর অবদান ৩১ হাযার ৫০০ কোটি টাকা। দেশে কুটির শিল্পের সংখ্যা ৮ লাখ ৩০ হাযার ৩০৬টি। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে ২৯ লাখ ৬৩ হাযার শ্রমিকের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কুটির শিল্প জরিপ-এর প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দারিদ্র্যে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের একটি বড় অংশ চরম দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে। তাদের অনেকের উপার্জন দৈনিক ২ মার্কিন ডলারের নীচে। ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার ১৬০ শতাংশ বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। দেশটির 'ন্যাশনাল পভার্টি সেন্টার' (এনপিসি)-এর ঐ রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৬ সালে চরম দারিদ্র্যগ্রস্ত এসব লোকের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৩৬ হাযার। ২০১১ সালে এসে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ লাখ ৫০ হাযার।

ভারতের স্কুল-মাদরাসায় গীতাপাঠ বাধ্যতামূলক!

সম্প্রতি ভারতের মধ্য প্রদেশের সব ইসলামিক স্কুল ও মাদরাসায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'গীতা' পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মধ্য প্রদেশের বিজেপি সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মধ্য প্রদেশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উর্দূ পাঠ্যবইতে এখন থেকে গীতার শ্লোক থাকবে। উদ্দেশ্য হ'ল ভারতকে একক হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। তার অংশ হিসাবে মধ্য প্রদেশের উগ্র হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি সরকার মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য গীতাপাঠ বাধ্যতামূলক করেছে। সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

তুরস্কে জনসংখ্যা বাড়াতে নারীদের প্রতি বেশি সন্তান নেয়ার আহ্বান

জনসংখ্যা বাড়াতে তুর্কী নারীদেরকে অন্তত তিনটি করে সন্তান জন্ম দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইয়েব এরদোগান। দৈনিক পত্রিকা 'আশ-শারকুল আওসাত্ব' লিখেছে, সন্তান জন্ম দিয়ে দেশকে সহযোগিতা করতে বলেছেন এরদোগান। এর আগে তিনি গর্ভপাত বন্ধের জন্য নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশ্বের অনেক দেশেই এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপকভাবে কমে গেছে। সন্তান নেয়ার ব্যাপারে অনেক নারীই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে ঐসব দেশের জনসংখ্যা না বেড়ে শুধুই কমতে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে দেশে জনসংখ্যার ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

[ইসলামের বিরোধিতা করা যে আত্মহত্যার শামিল, এতদিন পরে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের সে হুঁশ ফিরেছে। এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ (স.স)]

ভারতে প্রতিদিন ৩৭০ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করছে

ভারতে গড়ে প্রতিদিন ৩৭০ জন ব্যক্তি আত্মহত্যা করছে এবং গত তিন বছরে দেশটির চার লাখেরও বেশি নাগরিক আত্মহত্যা করেছে। ভারতের অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো জানিয়েছে, ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সালে দেশটিতে ৪ লাখ ৫ হাযার ৬২৯ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরপিএন সিং লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান। ভারতে গত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুতে। সেখানে গত তিন বছরে আত্মহত্যা করেছে ৪৯ হাযার ৪৫১ জন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্র প্রদেশ। এই প্রদেশগুলিতে গত তিন বছরে আত্মহত্যা করেছে যথাক্রমে ৪৭ হাযার ৯৭৫, ৪৭ হাযার ৪৮৬ ও ৪৫ হাযার ২১৬ জন।

মুসলিম জাহান

ইসলামের সূর্য আমাকে পরিণত করেছে বসন্তের এক প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে

-জার্মান নও-মুসলিম তানিয়া পোলিং

জার্মান যুবতী তানিয়া পোলিং। পাশ্চাত্যের আর দশটা নারীর মতোই ছিল তার উচ্ছৃংখল জীবন। তার কাছে জীবনের অর্থ ছিল, খাও দাও ফুর্তি কর। কিন্তু হামবুর্গের একটি বিপণী কেন্দ্রে হিজাব পরিহিতা একজন মুসলিম নারী তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এ নারীকে লক্ষ্য করে তিনি এবং তার কয়েকজন বান্ধবী হিজাব নিয়ে উপহাস করে বলেছিলেন, 'অসুস্থ রোগীর মতো এ কী পোশাক তুমি পরেছ?' কিন্তু ঐ মহিলা এর উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'এ পোষাকই মানসিক সুস্থতা ও ভারসাম্যের নিদর্শন এবং হিজাবই নারীকে দেয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা'। এরপর তারা নিজ নিজ পথে ফিরে গেল। কিন্তু সামান্য এই বাক্যই তানিয়া পোলিংয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি বলেন, সেই মহিলার বক্তব্য নিয়ে বহুদিন ধরে ভাবনায় মগ্ন থাকলাম। অবশেষে আমি বিভিন্ন দেশের মুসলিম ভাই-বোনদের সাথে কথা বলে উপলব্ধি করলাম যে, হিজাব নারীর জন্য কোন সীমাবদ্ধতা তৈরীই করে না, বরং তাদেরকে সমাজে বেশী বেশী কাজ করার সুযোগ ও সুস্থ উপস্থিতির নিরাপত্তা দেয়।'

আমি বুঝতে পারলাম, কেবল বস্তুগত সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে দেয় না কাংখিত সুখ ও প্রশান্তি। আধ্যাত্মিকতামুক্ত ও ধর্মহীন পরিবেশে ব্যাপক সম্পদ ভোগ করেও মানুষ যে সুখী হয় না তার প্রমাণ হ'ল পাশ্চাত্যের জনগণের প্রশান্তিহীনতা। পশ্চিমা মতাদর্শের মূল কথাই হ'ল, পার্থিব জীবন ভোগের জীবন। মৃত্যুর পরে কিছুই নেই। এ বিষয়টি পশ্চিমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনতার যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম বলে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ কথা নয়। পরকালে থাকবে সৎ কাজগুলোর জন্য অশেষ পুরস্কার। আর এই চিন্তা নিয়ে ধার্মিক মানুষেরা বেশী বেশী ভাল কাজ করেন। ফলে মৃত্যু নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকেন না।

...তানিয়া পোলিং বলেন, 'আমি যেন বিশ বছরের এক সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত কাটিয়েছি এবং এরপর আমার জীবনে এসেছে সূর্যোদয়। ইসলামের সূর্য আমাকে পরিণত করেছে বসন্তের এক প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে, যে কিশলয় জেগে উঠেছে বিশ বছরের দীর্ঘ শীত-নিদ্রার পর।'

তানিয়া বলেন, 'আমি এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তাদের মহৎ প্রকৃতি ও আত্মার কারণে, শরীরের কারণে নয়। তিনি বলেন, ইসলামের অন্যান্য দিক যেমন আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক এগুলিও আমার কাছে চরম বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির কোন ভৌগোলিক সীমারেখা বা জাতিগত সীমানা আমি খুঁজে পাইনি। মুসলমানরা সবাই একই লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। এভাবে যতই মুসলমানদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বাড়ছিল ততই তাদের প্রতি আমার সম্মান ও ভালোবাসা বাড়তে থাকে। অবশেষে আমি এটা অনুভব করলাম যে, আমি তো নিজেই মুসলমান হয়ে গেছি।'

তিনি পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কে বলেছেন, পশ্চিমাদের মধ্যে মানবীয় ও স্নেহময় সম্পর্ক খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সবাই যেন একাকিত্ব অনুভব করছে ও একাকী জীবন যাপন করছে। মুসলমান হওয়ার পর আমি নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বাবা-মায়ের সঙ্গে জীবন যাপন করাকেই এখনও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি মুসলমান থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমার বাবা-মাও বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। এমনকি তারা আমার ইসলামী আচার-আচরণকে আমার অতীতের আচরণের চেয়ে বেশী পসন্দনীয় বলে মনে করেন। আমি অবসর সময়ে অন্য যে কোন কাজের চেয়ে পবিত্র কুরআন এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় বই-পুস্তক বেশি অধ্যয়ন করি।

তানিয়া পোলিং মনে করেন তিনি যা যা হারিয়েছেন তার বিনিময়ে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। সব কিছু থাকলেও প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে বাস্তবে কোন কিছুই না থাকার বেদনা বা অস্তিত্বহীনতার বেদনা অনুভব করতেন। কিন্তু এখন প্রভুকে পেয়ে এর মাঝেই যেন সবকিছু খুঁজে পাচ্ছেন। তিনি এখন পেয়েছেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মার মুক্তি, আত্মিক প্রশান্তি এবং একজন মহত ও পসন্দনীয় নেতা। ইসলাম গ্রহণের ফলে পেয়েছেন পবিত্র কুরআন যা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান এবং এটা তার জন্য সবচেয়ে বড় পুঁজি।

সিরিয়ার শরণার্থী সংখ্যা ২০ লাখে উন্নীত

জাতিসংঘের শরণার্থী পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, সিরিয়ার ২০ লাখেরও বেশি নাগরিক প্রতিবেশী দেশগুলিতে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছে। গত তিন মাসেই সিরিয়া ছেড়ে পালিয়েছে ৫ লাখ লোক। এর মধ্যে কেবল লেবাননেই আশ্রয় নিয়েছে ৭ লাখ শরণার্থী। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে সিরিয়ার নাগরিকরাই অন্য যেকোন দেশের নাগরিকদের চেয়ে বেশি উদ্বাস্তু বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। উল্লেখ্য, ২ বছর আগে সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই সে দেশের নাগরিকরা প্রাণ রক্ষার্থে প্রতিবেশী দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। প্রতিবেশী দেশ তুরস্ক ছাড়া ইরাকের কুর্দী শাসিত অঞ্চলে ব্যাপকসংখ্যক সিরীয় উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এইসব হতভাগ্য শরণার্থীদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। দেশত্যাগে বাধ্য করা এসব নাগরিকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অর্থাৎ ১০ লাখই হচ্ছে শিশু এবং এদের তিন চতুর্থাংশের বয়স ১১ বছরের নীচে।

ঐতিহাসিক মসজিদকে ইহুদী উপাসনালয় বানাচ্ছে ইসরাঈল

ইহুদীবাদী ইসরাঈল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের (জেরুজালেম) একটি ঐতিহাসিক মসজিদকে ইহুদী উপাসনালয় 'সিনাগগে' রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নগরী বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ইহুদীকরণের লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নিচ্ছে দখলদার ইসরাঈল। নগরীর উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত আন-নবী স্যামুয়েল পাড়ায় অবস্থিত মসজিদটিতে মুসলমানদের প্রবেশের ওপর ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ১৮ শতকে নির্মিত মসজিদটি ফিলিস্তীনীদের জন্য একটি পবিত্র স্থাপনা হিসাবে বিবেচিত। ১৯৯৪ সালে ইহুদীবাদী ইসরাঈল প্রথম এ ঐতিহাসিক মসজিদটি দখল করে এর অর্ধেককে সিনাগগে রূপান্তরিত করে। ঐ বছর ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ ঐ এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। গত আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-আক্বছা মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দাঊদ নবী মসজিদকেও সিনাগগ করার ঘোষণা দেয় ইসরাঈল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রক্ত পরীক্ষায় জানা যাবে আত্মহত্যার প্রবণতা

এখন ছোট্ট একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যাবে কারো মধ্যে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে কি-না। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা মানুষের রক্তে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টিকারী কয়েকটি ধারাবাহিক রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (আরএনএ) উপাদান শনাক্ত করেছেন। গবেষকরা জানিয়েছেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করা বা আত্মহত্যা করেছে এমন মানুষের রক্তে তারা অতি উচ্চমাত্রায় এই আরএনএ বায়োমার্কার লক্ষ্য করেছেন। তাই তারা বলছেন, এখন এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সহজেই বলে দেয়া যাবে কারো মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা রয়েছে কি-না। রক্তে নির্দিষ্ট ঐ আরএনএ বায়োমার্কারের তারতম্য লক্ষ্য করলেই এ তথ্য জানা যাবে।

৫ বছরের ক্ষুদে পাইলট বিমান উড়ালো

সম্প্রতি বেইজিং ওয়াইল্ডলাইফ পার্কের ওপর দিয়ে ৩৫ মিনিট যাবৎ হাল্কা একটি বিমান উড়িয়ে চীনের ৫ বছর বয়সী এক শিশু সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি এ সংবাদ চীনে তীব্র বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। শিশুটির নাম ডুয়োডুয়ো। তার পিতা হি লিয়েশেং বলেছেন, সাহসিকতা ও নতুন কিছু জানার তীব্র বাসনাকে সন্তানের মনের মধ্যে স্থাপনের চেষ্টার অংশ হিসাবেই তিনি বিমান চালানোর অনুমতি দিয়েছেন ডুয়োডুয়োকে। তিনি জানান, ৫ বছরের ডুয়োডুয়োকে একটি বিমান চালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। ইন্টারনেটে খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফেসবুক, টুইটারসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ও ব্লগে রীতিমতো ঝড় তোলে। প্রাথমিক রিপোর্টগুলোতে বলা হচ্ছে, আকাশে ওড়া ও চালনা পর্যন্ত বিমানের পুরো নিয়ন্ত্রণই ছিল ঐ শিশু পাইলটের হাতে। তবে যে কোন যরূরী পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ডুয়োডুয়োর পাশে একজন প্রশিক্ষিত পাইলট ছিলেন।

মোবাইল যত কম ব্যবহার করা যায় তত ভাল

পরিবেশবিদরা বলেছেন, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন প্রযুক্তি অভিশাপের ডালায় একটি নতুন সংযোজন। এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ যা চোখে দেখা যায় না, তবে তা 'স্লো পয়জন'-এর মতো কাজ করছে এবং মানুষের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশন ও বিদ্যুতের লাইনের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। তারা বলেন, মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই রেডিয়েশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি বিকলাঙ্গ প্রজন্ম সৃষ্টি হ'তে পারে। গত ৩১ আগষ্ট বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল লাউঞ্জে 'মোবাইল ফোন ও মোবাইল টাওয়ার : পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব' শীর্ষক এক সেমিনারে তারা একথা বলেন। আইসিডিডিআরবি'র সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. মনীরুল আলম সেমিনারে উপস্থাপিত তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, মোবাইল ফোন প্রযুক্তির কল্যাণে আগত দীর্ঘমেয়াদে এই রেডিয়েশন নিদ্রাহীনতা, পারকিনসন্স, আলঝেইমারস, বন্ধ্যাত্ব, মাথাব্যথা, নার্ভের সেল নষ্ট হয়ে যাওয়া, গর্ভপাত, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ব্রেইন টিউমার, ব্লাড ক্যান্সার, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, মনোযোগ নষ্ট হওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া, অবসাদ, বিষণ্নতা, স্নায়ুবৈকল্যসহ মারাত্মক শারীরিক সমস্যার কারণ হ'তে পারে। তিনি আরো বলেন, এই রেডিয়েশন আমাদের মগজের মধ্যে ঢুকে ডিএনএ ভেঙে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। ক্ষতিকর রেডিয়েশন থেকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে সচেতনভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ এগুলি যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো এবং টাওয়ারসমূহকে যতটুকু সম্ভব মানুষের বসবাসের স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

সোনামণি প্রতিভা

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **সোনামণি মারকায এলাকার** উদ্যোগে সৃজনশীল পত্রিকা ***'সোনামণি প্রতিভা'*** পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। যারা পত্রিকাটি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক এবং যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা, নওদাপাড়া মাদরাসা

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

মোবা ঃ ০১৭৬৮-৭৫৬৩১৮, ০১৯২২-২৫২২৭৯

মাসিক আত-তাহরীক-এর বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

(জানুয়ারী ২০১২ হ'তে প্রযোজ্য)

শেষ প্রচ্ছদ	২০,০০০/= (রঙিন)
২য় প্রচ্ছদ	১৮,০০০/= ,,
৩য় প্রচ্ছদ	১৮,০০০/= ,,
পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫,০০০/= ,,
অর্ধ পৃষ্ঠা	৮,০০০/= ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/= (সাদাকালো)
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬,০০০/= ,,
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	৩,০০০/= ,,

যোগাযোগঃ বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী। ফোন- ৮৬১৩৬৫।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

(গত সংখ্যার পর)

নরসিংদী ২১ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীর হামযাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুয্যামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইন ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ।

টাঙ্গাইল ২১ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল বারী।

ময়মনসিংহ ২২ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গফরগাঁও থানাধীন কান্দিপাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল বারী।

জামালপুর-উত্তর ২৩ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেঙ্গারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক জনাব ছহীমুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

যশোর ২৩ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

ফরিদপুর ২৩ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর শহরের আলাউদ্দীন হোটেলের ২য় তলায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ সৈয়দ ওছমান মুহাম্মাদ ফারূকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

সাড়ে সাত রশি, ফরিদপুর ২৪ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর ফরিদপুর যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের মোতাওয়াল্লী জনাব আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

জামালপুর-দক্ষিণ ২৪ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া ও বিলবালিয়া বালিকা মাদরাসার সহকারী শিক্ষক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

মেহেরপুর ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন উজলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, মেহেরপুর যেলা

গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আহসানুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, মেহেরপুর পৌর কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব আহসানুল হক ও হাড়াভাঙ্গা মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার প্রমুখ।

জয়পুরহাট ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর কোমরগ্রাম কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামসহ যেলা 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বগুড়া ২৬ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের সাবগ্রাম চৌরাস্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হুসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক প্রমুখ।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৬ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

গাযীপুর ২৬ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাতেম আলী।

সিরাজগঞ্জ ২৬ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শহরের জগৎগাতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও নাটোর যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

সাতক্ষীরা ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

রংপুর ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম ও লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান।

রাজবাড়ী ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাংশা থানাধীন রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাংশা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর।

ঝিনাইদহ ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও নাটোর যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

কুমিল্লা ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর বুড়িচং কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জামীলুর রহমান ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। প্রচুর বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে কুমিল্লাসহ পার্শ্ববর্তী লাকসাম, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাঁচপীর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম ও লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান।

নওগাঁ ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মান্দা থানাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফেয হাসীবুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মাদ ফারূক ছিদ্দীক্বী প্রমুখ।

খুলনা ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

পাবনা ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারিক হাসান।

গাইবান্ধা-পূর্ব ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মাহবূবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক খলীলুর রহমান ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৯ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম ও লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২৯ জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর সদর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব নাযীর খান ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীরুল ইসলাম মাস্টার।

তেরখাদা, খুলনা ২৯ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তেরখাদা এলাকার উদ্যোগে ইখড়ি-কাটেঙ্গা হাইস্কুল ময়দানে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি খান তৈয়বুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন তেরখাদা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আলী আকবার ও নড়াইল ইটনা কলেজের অধ্যাপক কামাল মাহমূদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহীম।

লালমণিরহাট ৩০ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম ও লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান।

দিনাজপুর-পশ্চিম ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরল থানাধীন নবনির্মিত বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিরল উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল করীম, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয শফীকুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তোফাযযল হোসাইন, দফতর সম্পাদক রাশেদুল আলম ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণী।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন ৩১ জুলাই বুধবার বাদ আছর নীলফামারী যেলার সৈয়দপুর থানাধীন শ্বাসকান্দর চেংমারীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইদরীস আলী। সংগঠনের উদ্যোগে উক্ত মসজিদে এটিই প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠান। এর ফলে উক্ত এলাকার আহলেহাদীছ জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামকে সভাপতি এবং মুজাহিদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর শ্বাসকান্দর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

দিনাজপুর-পূর্ব ২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন পাকুড়িয়া দারুস সুন্নাহ হাফেযিয়া মাদরাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ্-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন ও বর্তমান সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক হারূণুর রশীদ, বিজুল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আমীনুল ইসলাম ও পাকুড়িয়া মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ আবু বকর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ।

মেহেরপুর ৬ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাংনী এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্জ আনছারুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা

সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল আউয়াল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, মেহেরপুর পৌর কলেজের সহাকারী অধ্যাপক আহসানুল হক, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার ও পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির পরিচালক জনাব মোশাররফ হোসাইন প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলনের নাম

-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৯ ও ৩০ আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৩ নগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে শুরু হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, এ আন্দোলন দেশকে গড়ে তোলার এবং দেশের যুবকদের সত্যিকার মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষের মাঝে তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির কাজ করে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে। আত্মশুদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে কর্মী তৈরী করতে পারলে দেশে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন শৈথিল্যবাদী ও চরমপন্থী সংগঠন নয়। এটি একটি মধ্যপন্থী সংগঠন। তিনি বলেন, প্রকৃত আহলেহাদীছ কখনো চরমপন্থী হতে পারে না। এ আন্দোলন বোমা মেরে সরকারকে উৎখাত করার তৎপরতায় বিশ্বাসী নয়। আমরা সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করি। তিনি আরো বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোন' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীরা সারা জীবন হকের পথে জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে ইনশাআল্লাহ। তারা কোন অবস্থায়ই বাতিলের সাথে আপোষ করে না। শয়তানী রাজনীতি, সরকারের ইসলামবিরোধী কোন কাজে আমরা কখনো সন্তুষ্ট নই, হবও না কোনদিন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজের প্রচলিত স্রোতকে সত্যিকারের ইসলামের দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়।

দু'দিন ব্যাপী এই কর্মী সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'সোনামণি' পরিচালক ইমামুদ্দীন প্রমুখ।

সম্মেলনে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসাইন, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়া, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, গাযীপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর হরমান, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, নওগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নীলফামারী যেলার সাধারণ সম্পাদক ডা. মুস্তাফীযুর রহমান সবুজ, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, বাগেরহাট যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, ময়মনসিংহ যেলা সহ-সভাপতি কারী হারূণুর রশীদ, রংপুর যেলা সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদ, রাজবাড়ী যেলা প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী রাজশাহী যেলা সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলী প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০টি যেলা থেকে সহস্রাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

বার তাকবীরে ঈদের জামা'আত

(১) মালিয়াদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া : যেলার কুমারখালী থানাধীন মালিয়াদ গ্রামে এবারই প্রথম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক বার তাকবীরে ঈদুল ফিতরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আমীরুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইমামতিতে সকাল ৭-টায় অনুষ্ঠিত ঈদের জামা'আতে ৪০ জন মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

(২) নেয়ামতবাড়ী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া : যেলার কুমারখালী থানাধীন নেয়ামতবাড়ী ঈদগাহে এবারই প্রথম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক বার তাকবীরে ঈদুল ফিতরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। কুমারখালী হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নেছারুদ্দীনের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত ঈদের জামা'আতে ১২০ জন পুরুষ ও বেশ কিছু মহিলা মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

বন্যাত্রাণ বিতরণ

(১) অপরা, বিরল দিনাজপুর ১৫ জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সেতাবগঞ্জ এবং বিরল উপযেলার বন্যা প্লাবিত কিছু গ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর নেতৃত্বে উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তোফায্যল হোসাইন মাষ্টার, দফতর সম্পাদক রাশেদুল আলম, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ফারাযুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর যেলা কর্মপরিষদ সদস্য হাফেয খাইরুল ইসলাম, উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রুস্তম আলী প্রমুখ।

(২) দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৯ সেপ্টম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দৌলতপুর উপযেলার মুহাম্মাদপুর গ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়ার নেতৃত্বে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব নাযীর খাঁন ও সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমিরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, কয়েক বছর পূর্বে পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের কবলে পূরো গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর গ্রামবাসী পাকুড়ীয়ার পাশে পদ্মা নদীর অপর তীরের চরে বসতী স্থাপন করে। এবারের বন্যায় সেই গ্রামটিসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হয়।

যুবসংঘ

তানোর, রাজশাহী ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন সিধাইড় সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে

মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক ও অত্র শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধুরইল এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম, অত্র শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রায্যাক ও চান্দুড়িয়া দাখিল মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা আব্দুল খালেক প্রমুখ।

তাহেরপুর, রাজশাহী ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা থানাধীন তাহেরপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. মানছূর আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, তাহেরপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয খোরশেদ আলম প্রমুখ।

শিবগঞ্জ, বগুড়া ৩০ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন নান্দুড়া ঈদগাহ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আটমূল দাখিল মাদারাসার সুপার মাওলানা আমীনুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুবকর, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক হাবীবুর রহমান, শিবগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ওবায়দুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন প্রমুখ।

সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ জুন বুধবার : অদ্য সকাল ১০টা থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী'তে এক **'সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা'** অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি বিভাগে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলি হ'ল, (১) বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত (২) হিফযুল কুরআন (৩) হাদীছ (৪) সাধারণ জ্ঞান (৫) গ্রন্থ পাঠ। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মোট ৪৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। যুবসংঘ মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা'র সাধারণ সম্পাদক মুকাররম বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, অর্থ সম্পাদক মিযানুর রহমান, জুলফিকার বিন মুহাম্মাদ, জাহিদ হাসান প্রমুখ। উল্লেখ্য 'যুবসংঘ' মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এবারই প্রথম এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হ'ল।

প্রবাসী সংবাদ

দাম্মাম, সঊদী আরব ৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য ঈদুল ফিৎরের ছালাত শেষে স্থানীয় সময় সকাল ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানে শাখা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম, আফসার হোসাইন, আশরাফুল ইসলাম, আইয়ুব হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্তৃক প্রায় ৩০ মিনিট ব্যাপী বাংলাদেশ থেকে মোবাইলে প্রদত্ত বক্তব্য। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক আবেগময় ও নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। যা শুনে সকলেই সংগঠনকে আরো বেগবান করতে দারুণভাবে উৎসাহিত হন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল-মামূন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ঈদ হয়েছিল পরের দিন শুক্রবার।

দাম্মাম, সঊদী আরব ১০ই আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাম্মাম শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই। তিনি নির্ভেজাল তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এই সংগঠনকে আরো এগিয়ে নিতে জোরালোভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। সেই সাথে আগামী তিন মাসের মধ্যে দাম্মামে সংগঠনের আরো তিনটি নতুন শাখা খোলার জন্য দায়িত্বশীল ভাইদের নির্দেশনা দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন দাম্মাম শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন শাখা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল-মামূন।

জুরিখ, সুইজারল্যাণ্ড ৫ আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানরত আহলেহাদীছদের সমন্বয়ে জুরিখ শহরের সী-বাকে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফকে সভাপতি ও আবূ সুফিয়ান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক

করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সুইজারল্যাণ্ড শাখা কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্য দায়িত্বশীল হ'লেন সহ-সভাপতি জনাব এস.এম তারেক, অর্থ সম্পাদক জনাব রাকীবুল হাসান।

আল-খাবজী, সঊদী আরব ৯ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'- খাবজী শাখার উদ্যোগে আল-খাবজীর শিমালীয়ায় একটি ক্লাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আল-খাবজী দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুর রাকীব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিস টিভি বাংলার অন্যতম আলোচক ও আল-ক্বাছীম দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন রিয়াদ স্যানাইয়াহ ক্বাছীম দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাই। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন। উক্ত আলোচনা সভায় 'আন্দোলন'-এর সদস্য, সুধী, সমর্থকসহ প্রায় তিন শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ হানীফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদ শফীক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

মহিলা বৈঠক

চাঁদপুর (পশ্চিম পাড়া), রূপসা, খুলনা ২০ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর পশ্চিমপাড়ায় জনৈক সুধীর বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রূপসা এলাকার উদ্যোগে এক মহিলা তা'লিমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পর্দা, ছালাত ও ছিয়ামের মর্যাদা ও গুরুত্বের উপর আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। উক্ত বৈঠকে ৭৫ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফারযানা ইয়াসমীন ও রাহিলা বেগম।

চাঁদপুর (পূর্বপাড়া), রূপসা, খুলনা ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় যেলার রূপসা থানাধীন চাঁদপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রূপসা এলাকার উদ্যোগে এক মহিলা তালিমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পর্দা, ছিয়াম-ছালাত, শিরক ও বিদ'আতের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ জামীল ও মুহাম্মাদ আবীদ হোসেন। উক্ত তা'লিমী মজলিসে শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফারযানা ইয়াসমীন ও হোসনেআরা।

চাঁদপুর (দক্ষিণপাড়া), রূপসা, খুলনা ৬ আগষ্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় চাঁদপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে এক মহিলা তা'লিমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি কবরের আযাব, ছালাত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র) ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা হিরু মিয়া। উল্লেখ্য যে, সকল অনুষ্ঠানেই পর্দার আড়াল থেকে বক্তব্য রাখা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহীর চারঘাট উপযেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের পুত্র মুনতাছির হোসেন (৮) ও কন্যা সানজিদা (১১) ও তার খালা রিতু খাতুন (১০) গত ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১-টার সময় পার্শ্ববর্তী নানার বাড়ীতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মর্মান্তিকভাবে একত্রে মৃত্যুবরণ করে। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। একই দিন বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ইমামতিতে চারঘাট বাজার হাইস্কুল ময়দানে তাদের জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় ও পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় স্থানীয় এম.পি শাহরিয়ার আলম, উপযেলা চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ কয়েক হাযার মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় আরো উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দারুল ইমারতের অফিস সহকারী মুফাক্ষার হোসায়েন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুনীর হোসেনসহ যেলা ও উপযেলা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার সুধী জনাব রহীমুদ্দীন মোল্লা (১১২) গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ৩-টা ২৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে শাহজাহানপুর উপযেলার বৃ-কুষ্টিয়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। পর দিন বেলা ২-টায় তাঁর বড় ছেলে আলহাজ্জ আকরাম হোসেনের ইমামতিতে বৃ-কুষ্টিয়া মাদরাসা ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমসহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ'র পিতা জনাব ইসমাঈল মোল্লা (৯৫) গত ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার দিবাগত রাত ৩.৫০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। পর দিন বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর ইমামতিতে খয়েরসূতি মাদরাসা ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় ও পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ ছেলে, ৩ মেয়ে, ৬৩ জন নাতি-নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। জানাযায় আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাদারটেক মসজিদের সেক্রেটারী মুহাম্মাদ ফরীদুদ্দীন, সদস্য মুহাম্মাদ জালাল দেওয়ান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সুধী আলমগীর হোসাইন, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি বেলাল হোসায়েন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারিক হাসানসহ যেলা ও উপযেলা সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : জনৈক আলেম বলেন, আমাদেরকে কেবল কুরআন অনুসরণ করতে হবে। হাদীছ অনুসরণের প্রয়োজন নেই। ছালাতের নফল-সুন্নাত বলে কিছু নেই। কেবল ফরয আদায় করাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-এস,এম, বদীউযযামান
ঝাউডাঙ্গা, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তর : (ক) হাদীছের ব্যাপারে এরূপ বক্তব্য স্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের। যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ কখনোই কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। তিনি বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ করবে না এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ করবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

(খ) 'হাদীছ' সরাসরি আল্লাহ্র 'অহী'। আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে 'অহী' করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

(গ) হাদীছের বিরোধিতা করার কোন সুযোগ মুমিনের নেই। আল্লাহ বলেন, 'কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। তিনি বলেন, 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)। কুরআন ও হাদীছ দু'টিই রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন। অতএব দু'টিই গ্রহণ করতে হবে। একটি গ্রহণ ও অপরটি বর্জন তাঁর অবাধ্যতা করার শামিল।

(ঘ) হাদীছের অনুসরণ অর্থ আল্লাহ্র অনুসরণ। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, আমরা তাদের উপরে তোমাকে পাহারাদার হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

(ঙ) হাদীছের বিরোধিতা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালীন জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' (নূর ২৪/৬৩)।

(চ) হাদীছ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তোমার নিকটে 'যিক্র' (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দাও এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর'। এক্ষণে ছালাত কিভাবে আদায় করতে হবে? ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত কত রাক'আত কিভাবে আদায় করতে হবে? তা জানতে হ'লে হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। এভাবে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের নিয়ম-কানূন ইত্যাদি ইবাদতগত বিষয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, হালাল-হারাম, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি বিধানসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিধি-বিধান সমূহ কেবলমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। সুতরাং হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ বিলাসী কল্পনা বৈ কিছুই নয়।

'ফরয' ব্যতীত বাকী সবই 'নফল' বা অতিরিক্ত। তন্মধ্যে যেসব 'নফল' নিয়মিত করা হয়, সেগুলিকে 'সুন্নাত' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনিয়মিত ও নিয়মিত আচরণ ও কর্মের ভিত্তিতে এগুলি শারঈ পরিভাষা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। প্রকৃত মুমিন কখনো কেবল ফরয আদায়ে সন্তুষ্ট হবে না। বরং সে অবশ্যই সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায় করবে। কেননা কিয়ামতের দিন ফরযের কোন ত্রুটি হ'লে নফল ইবাদতের নেকী দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করা হবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৩০)*।

প্রশ্ন (২/২) : হানাফী ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সময় তাদের ন্যায় বিদ'আতী রীতিতে একদিকে সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সহো দিতে হবে কি?

-মেহদী হাসান
রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। সুতরাং এমন অবস্থাতেও ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মূলতঃ ইমামের অনুসরণ হবে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য। যেমন তাকবীর, রুকূ, ক্বিয়াম, সুজূদ, সালাম ইত্যাদি সময়ে। এর অর্থ এটা নয় যে, ইমাম সুন্নাত তরক করলে মুক্তাদীকেও সুন্নাত তরক করতে হবে। অতএব ইমাম বুকে হাত না বাঁধলে বা সশব্দে আমীন না বললে বা রাফ'উল ইয়াদায়েন না করলেও মুক্তাদী ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সেগুলি আমল করবেন। এর ফলে তিনি সুন্নাত অনুসরণের নেকী

পাবেন। আর সুন্নাত পরিপন্থী আমলে বাধ্য করার জন্য ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : ভিওআইপি ব্যবসা করা কি হারাম? যদি হারাম হয়ে থাকে, তবে এর মাধ্যমে প্রবাস থেকে কল করা বৈধ হবে কি?

-সৌরভ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ভিওআইপি ব্যবসা মূলত হারাম নয়। তবে সরকারী অনুমোদন ব্যতীত অবৈধভাবে এ ব্যবসা করলে অবশ্যই গোনাহগার হ'তে হবে। এক্ষণে গ্রাহক সাধ্যমত সরকার অনুমোদিত কোম্পানী থেকে কল করার চেষ্টা করবেন। জেনে-শুনে অবৈধ ব্যবসায় সাহায্য করলে গোনাহের ভাগিদার হ'তে হবে *(মায়েদা ৫/২)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : পুলিশ বা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীতে মহিলাদের চাকুরী করা বৈধ হবে কি?

-নাঈম হোসাইন
ফকীরপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এসব কর্মক্ষেত্র মহিলাদের জন্য বৈধ নয়। মূলতঃ বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। তবে প্রয়োজনে বের হ'লে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পর্দা সহ বের হবে। অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষে বাইরে যেতে পারবে এবং চাকুরীও করতে পারবে। বাধ্যগত অবস্থায় মহিলাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য হয়, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে তা পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের জন্য এসব চাকুরী অবৈধ। আর অন্যায় কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদও অবৈধ *(শারহুস সুন্নাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২০৮৫)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : পিতার নির্দেশে স্বীয় অসম্মতিতে বিবাহ করায় স্ত্রীর প্রতি স্বামী চরম বিতৃষ্ণ। কিন্তু তালাক প্রদানে সম্মত নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি উক্ত স্বামী থেকে পৃথক থাকতে বা ডিভোর্স দিতে চায় তাতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-শাহানারা খাতুন, ফুলতলা, খুলনা।

উত্তর : পিতার নির্দেশে স্বীয় অসম্মতিতে বিবাহ করে থাকলেও পিতা-মাতার অনুগত হয়ে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। তা না হ'লে স্ত্রীর সাথে অবিচার করার কারণে তাকে আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহী করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(ছহীহুল জামে' হা/৫৮১৯; ছহীহাহ হা/৫১৬)*। একান্ত অসুবিধা দেখা দিলে তালাক দিতে হবে *(তালাক ৬৫/২)*। আর স্ত্রীর উচিত হবে পারিবারিকভাবে সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা *(নিসা ১২৮)*। এরপরেও সমাধান না হ'লে স্ত্রী 'খোলা'-এর মাধ্যমে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : জায়গার সংকীর্ণতার কারণে নতুন জায়গা ওয়াকফ করে পূর্বপুরুষের নির্মিত মসজিদ সেখানে স্থানান্তর করা এবং আগের মসজিদের স্থানে বসতবাড়ি নির্মাণ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-নাছরুল্লাহ হায়দার
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : জায়গার সংকীর্ণতার কারণে মসজিদ স্থানান্তর করার প্রয়োজন হ'লে ওয়াকফকারীর উত্তরসূরীরা অন্য কোন জমির সাথে ওয়াকফকৃত জমি এওয়ায-এর মাধ্যমে ফিরে পেলে সেখানে তারা যেকোন কাজ করতে পারে *(দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৬/৩৮ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশে কূফার একটি মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর সে স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাস এবং নামকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহিদুল ইসলাম
দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা

উত্তর : কুরআন আল্লাহ্র কালাম। এর আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সূরা সমূহের নামকরণ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওছমান (রাঃ) বলেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কোন আয়াত নাযিল হ'ত, তখন তিনি অহী-লেখক কাউকে ডেকে বলতেন, এই আয়াতটি অমুক সূরার মধ্যে অমুক স্থানে রাখো। সূরা আনফাল প্রথম দিককার মাদানী সূরা এবং সূরা তওবা শেষের দিককার মাদানী সূরা। দু'টি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় একই। সেজন্য সূরা দু'টিকে আমি পাশাপাশি রেখেছি। কিন্তু তিনি বলেননি যে, এটি ওটার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য আমি দু'টি সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ.. লিখিনি' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২২২ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় যে, কুরআনের বিন্যাস আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জিবরীল (আঃ) প্রতিবছর রামাযানে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে কুরআন পাঠ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর বছরে দু'বার পাঠ করে শুনান *(বুখারী হা/৪৯৯৭, ৪৯৯৮)*। এখান থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সূরা সমূহের নামকরণের বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পাদিত না হ'লে নামকরণ নিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হ'ত। কিন্তু তা হয়নি। অতএব কুরআনের এই বিন্যাস ও নামকরণের ব্যাপারে ইজমায়ে ছাহাবাও অন্যতম প্রধান দলীল।

প্রশ্ন (৮/৮) : মিহরাব বিহীন মসজিদের নিচতলায় ইমাম দাঁড়ানোর পর উপরের তলাগুলিতে ইমামের কাতারে দাঁড়ানো যাবে কি? না প্রত্যেক তলাতেই ইমামের কাতার ছেড়ে দাঁড়াতে হবে?

-বুলবুল আহমাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : উপরের তলায় ইমামের কাতার বরাবর মুছল্লীদের দাঁড়ানো জায়েয। কেননা প্রয়োজনবোধে ইমামের দু'পাশে দু'জন মুছল্লী সমান্তরালভাবে দাঁড়াতে পারেন *(নাসাঈ হা/১০২৯)*। অতএব উপর তলায় ইমামের মাথার উপরে সমান্ত রালভাবে দাঁড়ানোয় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৯/৯) : স্বীয় আত্মাকে পাপ কাজে প্ররোচিত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য করণীয় কি?

-রবীউল ইসলাম
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল, (ক) সর্বদা মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে জারি রাখা (খ) অহি-র বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা (গ) মন্দকাজের শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণরূপে জানা এবং সেগুলি সর্বদা স্মরণ করা (ঘ) কবর ও জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে জানা এবং তা স্মরণ করা। (ঙ) ছগীরা গোনাহ সমূহ পরিত্যাগ করা। কেননা ছোট গোনাহ মানুষকে বড় গোনাহের দিকে ধাবিত করে। (চ) কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা। (ছ) পরকালীন জীবনের জন্য সর্বদা সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করলে কবরে আযাব হয় না এবং সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ হয় না মর্মে যে বক্তব্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

-সাইজুদ্দীন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন (মুসলিম) ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন (নফল) ছিয়াম পালন করলে এবং এটিই তার জীবনের শেষ আমল হ'লে (অর্থাৎ এ আমলের পর মৃত্যুবরণ করলে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আহমাদ হা/২৩৩৭২; ছহীহ তারগীব হা/৯৮৫)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : কঠিন পরিশ্রমের কারণে বহু শ্রমিক পুরো রামাযান মাস ছিয়াম রাখতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পরবর্তীতে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-বদরুল শিকদার
পাকুড়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শরী'আত নির্ধারিত কারণ (সফর ও অসুখ) ব্যতীত অন্য কোন কারণে ছিয়াম ত্যাগ করা যাবে না। কঠিন পরিশ্রমের কারণে ছিয়াম রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে উক্ত কাজ পরিত্যাগ করে অল্প পারিশ্রমিকে হ'লেও সহজ কাজ করতে হবে। কোনক্রমেই জীবিকা উপার্জনের জন্য ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে পার, তাহ'লে অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে রিযিক দান করবেন, যেভাবে তিনি পাখিকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় ও সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে কোন বাধা আছে কি?

-হোসাইন, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : কাদিয়ানীরা অমুসলিম। কিন্তু তারা নিজেদেরকে 'মুসলিম জামাত' বলে দাবী করে এবং মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে তাদের দলে ভিড়ায়। এভাবে শী'আ ও কাদিয়ানীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পিছনে ব্যয় হয়। সুতরাং এদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের মনে এমন সব কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। অতএব যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : সরকারী বীমা বা ব্যাংকে চাকুরী করতে বাধা আছে কি?

-তাওকীর আহমাদ
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : বাংলাদেশের কোন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী পরিপূর্ণরূপে সূদমুক্ত নয়। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা, বিনিয়োগ করা ও ঋণ গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, নবী-রাসূলগণের দেহ মাটি হয় না বরং অক্ষত থাকে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। এছাড়া নবী-রাসূলগণের কবরের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি?

-আব্দুল মজীদ
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মাটির জন্য নবীগণের লাশ সমূহকে হারাম করেছেন'। অর্থাৎ মাটি তাদের দেহকে বিনষ্ট করতে পারে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬১)*। আমাদের নবী (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবীর কবরের সঠিক অবস্থান জানা যায় না। যদিও কুরআন ও হাদীছের পূর্বাপর বর্ণনায় তাদের জন্মস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুর স্থান বা এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ফিলিস্তীনে হযরত ইবরাহীম, ইয়াকূব, ইসহাক, মূসা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের কবর সম্পর্কে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সেখানে (বায়তুল

মুক্বাদ্দাসে) থাকতাম, তাহ'লে রাস্তার পাশে লাল টিলার নিকটে তাঁর (মূসার) কবরটা দেখাতাম' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : স্বামী তার স্ত্রীর মোহর আদায় না করে মৃত্যুবরণ করার পর তার আত্মীয়-স্বজন স্বামীর জমি থেকে ১ বিঘা মোহর বাবদ দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা আদায় করেনি। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?

-রবীউল ইসলাম
মাকলাহাট, নওগাঁ।

উত্তর : এজন্য স্ত্রী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। ওয়ারিছগণ এটা আদায় না করলে তারা কঠিন গোনাহের ভাগিদার হবেন। এমনকি কিয়ামতের দিন এ পাপের বোঝা তাদের নিজস্ব নেকী দ্বারা পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*। কেননা কাফন-দাফনের পর ওয়ারিছগণের সর্বপ্রথম কাজ হ'ল মৃতের দায় পরিশোধ করা। আর এটাই হ'ল আল্লাহ্র নির্দেশ *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : আল্লাহ কর্তৃক জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ কি কেবল শাসকদের উপর? না সাধারণ মানুষও এ প্রস্তুতি গোপনে গ্রহণ করতে পারবে?

-দীদার বখ্শ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলিম হৌক অমুসলিম হৌক প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারের বিরুদ্ধে একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ইসলামের নীতি নয়। বরং সশস্ত্র জিহাদের দায়-দায়িত্ব এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের দায়িত্ব কেবল মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর বর্তায়, সাধারণ নাগরিকদের উপর নয়। আল্লাহ বলেন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার শাসকের' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না... *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

তবে অবশ্যই কোন সরকারের ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয় *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪)*। বরং সর্বাবস্থায় তাওহীদের কালেমাকে সমুন্নত রাখা ও ইসলামী স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব। অতএব এমতক্ষেত্রে সরকারের নিকটে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য তুলে ধরাই হ'ল বড় জিহাদ *(আবুদাঊদ হা/৪৩৪৪, তিরমিযী; মিশকাত হা/৩৭০৫)*। তাই মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল প্রকার বৈধ প্রচেষ্টাই হ'ল 'জিহাদ'। যদি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে হয়।

এজন্য অবশ্যই কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে আইনী পন্থায় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রচেষ্টায় অনৈসলামী আইন মেনে নেওয়া হয় এবং তার উপর কোন মুসলমান সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে সে অবশ্যই কবীরা গোনাহগার হবে *(মুসলিম হা/১৮৫৪, মিশকাত হা/৩৬৭১)*। সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও বাধ্য হ'লে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং শাসকের হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৯৯৬)*।

প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাতের জন্য গোপন প্রস্তুতি গ্রহণ মূলতঃ জিহাদের নামে স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। এর মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় তো দূরে থাক, উল্টা নিরপরাধ সাধারণ মুসলিমরা অহেতুক নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে। শুধু তাই নয় এর ফলে সার্বিকভাবে ইসলামের দাওয়াতকে সংকুচিত করে দেয়া হচ্ছে। আগে যেমন সর্বত্র স্বাধীনভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যেত, বর্তমানে আলেমগণ সেভাবে আর দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে পারছেন না। অত্যাচারী শাসকদের অনৈসলামী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আলেমগণের স্বাধীন ভূমিকা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। অতএব প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত শাসক বা আমীরের নির্দেশ ছাড়া গোপনে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : কোন ব্যক্তির নামের আগে শহীদ যুক্ত করে ডাকা যায় কি?

-মামূন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

উত্তর : যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহ্র রাস্তায় আহত হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৮০২)*। ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেন, তোমরা বলে থাক যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূল (ছাঃ) বলতেন। আর তা হ'ল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছে অথবা নিহত হয়েছে, সেই ব্যক্তি শহীদ' *(আহমাদ হা/২৮৫, সনদ হাসান; ফাৎহুল বারী 'জিহাদ' অধ্যায় ৬/৯০)*। অত্র হাদীছে বর্ণিত 'শহীদ' বলতে শহীদ নামকরণ বুঝানো হয়নি। বরং শহীদের মর্যাদা লাভকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত কোন ছাহাবীর নামের সাথে 'শহীদ' লকব যোগ করে ডাকা হয়নি। অতএব কারু নামের সাথে শহীদ যুক্ত করে ডাকা শরী'আতসম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : ছালাতের সময় হাত কোথায় বাঁধতে হবে? নাভির নীচে হাত বাঁধা যাবে কি?

-আহমাদ, কালুপাড়া, বরিশাল।

উত্তর : ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে *(বুখারী হা/৭৪০)* এবং তা বুকের উপর রাখবে *(ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/৪৭৯)*। নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছ সমূহ যঈফ। যার একটিও মুহাদ্দেছীনের নিকট দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(মির'আত ৩/৬৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৮৯)*। অতএব নাভির নীচে হাত বাঁধা ছহীহ হাদীছ সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে কসম খাওয়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
খাফজী, সঊদী আরব।

উত্তর : পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে কসম করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা পিতা-মাতার নামে কসম করা বুঝায়। যা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ যদি কসম করতে চায় তাহ'লে সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৭)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মূর্তির নামে এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৮)*।

প্রশ্ন (২০/২০): কোন মানুষের নাম তাকে অপমান করার জন্য বিকৃত করা যাবে কি?

-মনযূর হোসেন
পাঠানপাড়া, কদমতলী, সিলেট।

উত্তর : মানুষকে অপমান করার জন্য তার নাম বিকৃত করা কবীরা গুনাহ এবং তা গীবতের শামিল। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। নারীরা যেন অন্য কোন নারীকে ঠাট্টা না করে। হ'তে পারে তারা তার চেয়ে উত্তম। তোমরা পরস্পরের পিছনে বদনাম কর না এবং তোমরা পরস্পরকে মন্দ লকবে ডেকো না। ঈমানের পরে ফাসেকী কতই না মন্দ নাম! যারা এসব থেকে তওবা করে না তারাই হ'ল যালিম' *(হুজুরাত ১১)*।

প্রশ্ন (২১/২১): ছিয়াম অবস্থায় দাড়ি শেভ করা, নখ কাটা বা পেষ্ট দ্বারা ব্রাশ করায় ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-নযরুল ইসলাম
রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : এসবে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না। উল্লেখ্য যে, দাড়ি শেভ করা সর্বদাই গুনাহের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা গোঁফ ছাটো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' *(বুখারী হা/৫৮৯৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : ফিৎরার চাউলের মূল্য মসজিদ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

-সুমন, জলঢাকা, নিলফামারী।

উত্তর : যাবে না। কারণ কুরআনে আল্লাহ যাকাতের যে ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ৪৩১ পৃঃ)*। আর যাকাত যেসব স্থানে ব্যয় হয় ফিৎরাও সেখানে ব্যয় হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : শিশু সন্তান পিতা-মাতার সাথে হজ্জ পালন করলে তার কোন নেকী হবে কি বা হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে কি? এছাড়া উক্ত সন্তানের জন্য কি পৃথকভাবে ত্বাওয়াফ ও সাঈ করতে হবে না সন্তান কোলে নিয়ে করা হ'লে সেটাই যথেষ্ট হবে?

-আব্দুর রাযযাক
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : শিশু সন্তান পিতা-মাতার সাথে হজ্জ পালন করলে সে এবং তার পিতা-মাতা নেকী পাবে। জনৈক মহিলা স্বীয় শিশু সন্তানের হজ্জ কবুল হবে কি না জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তার হজ্জ হয়ে যাবে এবং এজন্য তুমিও নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১০)*। তবে এতে তার হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন শিশু বালেগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করলেও পরবর্তীতে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে' *(মুসনাদ শাফেঈ, ছহীহুল জামে' হা/২৭২৯)*। পিতা-মাতা সন্তান কোলে নিয়ে ত্বাওয়াফ-সাঈ করলে তা সন্তানের জন্য যথেষ্ট হবে, পৃথকভাবে করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : দরিদ্রতার কারণে ফিৎরা আদায় করতে না পারলে গোনাহগার হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত সাধারণভাবে দরিদ্রতার কারণে ফিৎরা আদায় করতে না পারলে গুনাহগার হবে। কারণ ফিৎরা আদায় করা ধনী-গরীব সকল মুসলমানের উপর ফরয। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন মাথা প্রতি এক ছা' করে খেজুর, যব, অন্য বর্ণনায় খাদ্যবস্তু প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন (ঈদের) ছালাতে বের হবার আগেই সেটা আদায় করা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*। অতএব ফিৎরা আদায়ের জন্য পূর্ব থেকেই চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকাজে তাওফীক দান করবেন।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : জনৈক আলেম বলেন, আকীকার গোশত সাত দিনের বেশী রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান, বাহরাইন।

উত্তর : এটি কুরবানীর গোশতের ন্যায়। যা যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায় *(আহমাদ হা/২৬৪৫৮, মুসলিম হা/১৯৭৩)*। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে আকীকার গোশত জমা রেখে খাওয়া যাবে কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মাওয়াহেবুল জালীল ফী শারহে মুখতাছার খালীল ৩/২৫৮)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : বহু পুরাতন খানজাহান আলীর সময়কার কবরস্থানের জমি বায়না করার পর এলাকাবাসী বলছে, এটা কবরস্থান ছিল। মালিক অস্বীকার করছেন। এখানে ঘর-বাড়ি করা যাবে কি?

-বাবুল ইসলাম, বাগেরহাট।

উত্তর : কবর বহু পুরাতন হ'লে সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)*। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জমির মালিকের কথাই অগ্রাধিকার যোগ্য *(তিরমিযী হা/১২৭০, মিশকাত হা/২৮৮০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : ছালাত আদায় কালে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোন বিপদের সংবাদ পেলে ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে কি?

- শামীম আখতার
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : অসুস্থতার মাত্রা অনুযায়ী মুছল্লী স্বীয় বিবেচনায় যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সহ্য ক্ষমতার বাইরে গেলে ছালাত ভঙ্গ করতে কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে বিপদের সংবাদের ক্ষেত্রেও অবস্থা অনুযায়ী ছালাত সংক্ষেপ করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩০)* অথবা ছালাত ছেড়ে দিয়ে পরে তা পুনরায় আদায় করতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : মহিলারা জানাযা ও কাফন-দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মনছূর
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : মহিলারা জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জানাযায় আয়েশা (রাঃ) সহ রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩)*। মহিলারা স্বামী বা যেকোন মহিলার গোসল করানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪-৬৫; মিশকাত হা/৫৯৭১)*। তবে তারা দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা এ ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে বিনা জানাযায় পুঁতে দিতে হবে মর্মে বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি?

-মুসলিম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উপরোক্ত কথাটি ভিত্তিহীন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা নিজে পড়াতেন না। তবে ছাহাবায়ে কেরামকে পড়ার নির্দেশ দিতেন। অবশ্য মৃতের পরিশোধযোগ্য সম্পদ থাকলে বা কেউ তা পরিশোধের দায়িত্ব নিলে তিনি ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৯)*। এরূপ ক্ষেত্রে কোন মুসলিম ভাই ও বোন বা সমাজ বা রাষ্ট্র তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলে তিনি প্রভূত নেকীর অধিকারী হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : বিবাহিতা কন্যা পিতার গৃহে তিনদিনের বেশী থাকতে পারবে না। থাকলে সে নিজে তার খরচ বহন করবে। এ বক্তব্য কি শরী'আতসম্মত?

-যহীরুল ইসলাম, দুবাই।

উত্তর : এগুলি সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। কেননা যেকোন মেয়ের স্বামীর বাড়ীতে যেমন অধিকার আছে, পিতার বাড়ীতেও তেমনি অধিকার রয়েছে। এই অধিকার ভোগের কোন সময়সীমা নেই। যতদিন খুশী মেয়ে তার বাপের বাড়ী থাকবে। সেখানে সে মেহমান নয়, বরং সে তার পিতার রক্তের উত্তরাধিকার। সম্ভবতঃ একটি হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা থেকেই উক্ত কুসংস্কারের উদ্ভব হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, মেহমানদারী হ'ল তিনদিন। বাকী সময় হবে ছাদাক্বাহ। অতএব কারু জন্য উচিৎ হবে না তার বেশী দিন অবস্থান করা, যা মেযবানকে বিরক্ত করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৪৪)*। অর্থাৎ তিনদিন মেহমানদারী করা কর্তব্য। বাকীটা উপঢৌকন হিসাবে গণ্য হবে। যাতে তিনি নেকী পাবেন। তবে মেহমানের জন্য সেটা উচিৎ হবে না।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : রাসূল (ছাঃ) নবুঅতপ্রাপ্তির পূর্বে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। প্রশ্ন হ'ল: কী কারণে ও কিসের ভিত্তিতে তিনি এরূপ করতেন এবং সেখানে তিনি কি ধরনের ইবাদত করতেন?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
কৌপাড়া, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) নবুঅতপ্রাপ্তির পূর্বে রামাযান মাসে হেরাগুহায় বেশী বেশী ইবাদত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে একাকিত্বকে পসন্দনীয় করে দিয়েছিলেন। রাতের বেলা একাকী তিনি হেরাগুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। কিন্তু তিনি কি ধরনের ইবাদাত করতেন তার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি জাহেলী যুগের কুসংস্কার, অনাচার-অবিচার ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সহ পরস্পরে মারামারি, কাটাকাটি আর শির্কে ডুবে থাকা জাতিকে কিভাবে আলোর দিশা দিবেন তা নিয়েই চিন্তামগ্ন থাকতেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতেন, এটা সহজেই বুঝা যায়। কারণ তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কারণে তিনি ইতিমধ্যেই আল-আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : মাছ চাষের জন্য পুকুরে মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-হাফীযুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এতে পানি অপবিত্র হয়। রাসূল (ছাঃ) বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : পানির পাত্র ঢেকে না রাখলে শয়তান পেশাব করে দেবে মর্মে শরী'আতে কোন বর্ননা রয়েছে কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে সরাসরি কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা খাদ্যের পাত্র ঢেকে রাখ এবং পানির পাত্র বন্ধ কর। কেননা বছরে এমন একটি রাত্রি আছে, যেদিন মহামারি নাযিল হয়। সেদিন খাদ্য বা পানীয়ের ঢাকনাবিহীন খোলা পাত্রে উক্ত মহামারি প্রবেশ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : ধানচাষের সময় নির্ধারিত দরের ভিত্তিতে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে ধান উঠার পর বাজার মূল্যের চেয়ে কমে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-রাসেল
জলঢাকা, নিলফামারী।

উত্তর : উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এরূপ চুক্তি জায়েয *(বুখারী হা/২২৪০)*। একে 'বায়'উস সালাম' বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে যেন কেউ যুলুমের শিকার না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : দরূদ হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ' পাঠ করা যাবে কি? দরূদ হিসাবে এর উৎস সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : দরূদ হিসাবে এটা পাঠ করা যাবে না। কারণ এটি ছহীহ বা যঈফ কোন বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত নয়। বরং একাধিক গ্রন্থে এটি জনৈক ব্যক্তির স্বপ্নে দৃষ্ট দরূদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে *(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মুনতাখাবুন নাফায়েস ২৮৪ পৃঃ)*। সুতরাং এসব দরূদ পরিত্যাগ করে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৯১৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : সূর্য ডুবে গেছে মনে করে আযান দিয়ে ইফতার করে ফেললে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-হারূন, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ভুলক্রমে হ'লে কাযা করার প্রয়োজন নেই। কারণ অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনীয় *(আহযাব ৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ও ভুল সমূহকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩, মিশকাত হা/৬২৮৪)*। বুখারীর ১৯৫৯ নম্বর হাদীছ উল্লেখ করে জমহূর বিদ্বানগণ ক্বাযা করতে বললেও সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশনা নেই বরং প্রদত্ত বক্তব্যটি হাদীছের রাবী হিশাম বিন উরওয়ার নিজস্ব রায় মাত্র। কিন্তু সেখানেও তিনি বলেছেন, আমি জানি না তাঁরা ক্বাযা করেছিলেন কি-না। অতএব এ হাদীছ থেকে ক্বাযা করার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত নির্দেশনা পাওয়া যায় না *(ফৎহুলবারী হা/১৯৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সুতরাং এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসাবেই গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও মৌলবী-মাওলানাদের দাওয়াত খাইয়ে থাকি। এরূপ কাজ কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-মু'তাছিম ফুওয়াদ
কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : এরূপ কাজ শরী'আত পরিপন্থী। নেকীর উদ্দেশ্যে মৃতব্যক্তির নামে এসব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হিন্দুদের 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের অনুকরণে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। বরং মৃত ব্যক্তির নামে কোন স্থায়ী ছাদাক্বা করা উচিত, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মৃতের জন্য নেকীর কারণ হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ৩টি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্‌ম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : সন্তান জন্মের ৭ম দিনে যদি কুরবানীর ঈদের দিন হয় তবে ক্রয়কৃত পশু শিশুর আকীকা হিসাবে দিতে হবে, না কুরবানী হিসাবে?

-নযরুল ইসলাম
সাধুহাটি, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কুরবানী ও আকীকা দু'টি পৃথক সুন্নাত। সুতরাং তা একই দিনে হ'লে সাধ্যমতে দু'টিই আদায় করবে। নইলে কেবল আকীকা করবে। কেননা আকীকা জীবনে একবার হয় এবং তা সপ্তম দিনেই করতে হয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৫৩; ইরওয়া হা/১১৬৫)*। কিন্তু কুরবানী প্রতি বছরই করা যায়। সমাজে প্রচলিত কুরবানীর পশুতে আকীকার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : অপবিত্র অবস্থায় আযান দেওয়া যাবে কি?

-মতীউর রহমান
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তর : যাবে। তবে পবিত্র অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৯, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৬৭)*। 'ওযূ ব্যতীত কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(তিরমিযী হা/২০০)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : হযরত আদম (আঃ) শ্রীলংকায় অবতরণ করেছিলেন মর্মে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য? অথচ এর উপর ভিত্তি করে 'আদমস পিক' নামে সেখানে একটি পাহাড়কে অবতরণস্থল হিসাবে গণ্য করে মাযার বানিয়ে লোকেরা পূজা করছে।

-আরীফুল ইসলাম
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছহীহ দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। তবে মক্কার না'মান উপত্যকায় (বর্তমান আরাফা ময়দানে) আল্লাহ আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদম সন্তানের রূহ ও পিপীলিকাসদৃশ দেহ হাযির করে তাদের কাছ থেকে 'আহদে আলাস্ত' অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন *(আ'রাফ ১৭২-৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১)*। সে হিসাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি মক্কায় অবতরণ করেছিলেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।